শাশ্বতী

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

শাশ্বতী

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

প্রকাশক
শ্রীঅনিন্দ্যদ্যুতি চক্রবর্ত্তী
সৎসঙ্গ পাবলিশিং হাউস
সৎসঙ্গ, দেওঘর, ঝাড়খন্ড

প্রকাশকাল
প্রথম সংস্করণ : অগ্রহায়ণ, ১৩৯৪
তৃতীয় সংস্করণ : জুলাই, ২০০৯

মুদ্রক
কৌশিক পাল
প্রিণ্টিং সেণ্টার
১৮বি, ভুবন ধর লেন
কলকাতা ৭০০ ০১২

SASWATEE
by *Sree Sree Thakur Anukulchandra*

3rd edition, July 2009

অবতরণিকা

শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে থাকতে এবং তাঁর কথাগুলি টুকতে বরাবরই ভাল লাগতো, এবং অন্যান্য কাজ-কর্ম্মের ফাঁকে যখনই সময় পেতাম, তাঁর কাছে এসে বসতাম। আর সব সময় মনে ভাবতাম, সর্ব্বক্ষণ তাঁর কাছে যদি থাকতে পারতাম, কত আনন্দই না হ'তো। অন্তর্য্যামী তিনি—১৯৪৮ সালের জানুয়ারী মাসের গোড়ার দিকে একদিন সকালবেলায় বড়াল-বাংলোর গোল তাঁবুতে ব'সে দয়াপরবশ হ'য়ে আমাকে বললেন—"সব সময় আমার কাছে উপস্থিত যদি থাকতে পারিস্ ভাল হয়, পরমপিতা কত কথা কত সময় মাথায় দেন, কাউকে ডেকে বলতে গেলে ভেঙ্গে যায়, সামনে থাকলে তখন-তখন শুনে লিখে নিতে পারিস্।" খুব ভাল লাগলো, তাঁর অহেতুকী কৃপার কথা স্মরণ ক'রে কৃতজ্ঞতায় মন ভ'রে উঠলো—তখন থেকে যথাসম্ভব তাঁর কাছে থাকতাম।

নিত্য সদাসর্ব্বদা তাঁর কাছে লোকের ভিড় লেগেই আছে—আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী, জ্ঞানী তাঁর কাছে অকপটে প্রাণের কথা নিবেদন করে, তাদের অগণিত সমস্যার কথা জানায়, তা' ছাড়া বহুজনপরিবৃত হ'য়ে একটা বিরাট জনসঙ্ঘের মধ্যমণিরূপে, দরদী অভিভাবকরূপে, প্রাণকেন্দ্ররূপে, বিচিত্র ব্যাপার, বিষয়, ঘটনার চলমান প্রবাহের মধ্যেই তাঁকে থাকতে হয়, চতুর্দ্দিকের দুঃখ-বিপর্য্যয়ের উত্তাল তরঙ্গাভিঘাত নিরন্তর তাঁর সংবেদনশীল মরমী মনের উপকূলে আছাড় খেয়ে পড়ে, আমাদের দোষ, দুর্ব্বলতা, অক্ষমতার শত চিত্র ক্রমাগত তাঁর কাছে অবারিত, উদ্‌ঘাটিত, উন্মুক্ত হ'তে থাকে, কিন্তু তাঁর অপরাজেয় প্রেম কিছুতেই স্তব্ধ হয় না, কিছুতেই হার মানে না, আমাদের নির্ম্মল, নিরাবিল ক'রে তুলতে না পারলে যে কিছুতেই তাঁর সোয়াস্তি নাই। দেখেছি, আর্ত্তবেদনায় তিনি ছটফট করেন আমাদের প্রবৃত্তি-পরাভূত অসহায় অবস্থা দেখে—তাই নিত্য নিরবধি তিনি দিয়ে চলেছেন চলার পথের অমৃত সঙ্কেত। আমাদের ভুল-ত্রুটি কোথায় ও কেন, কিজন্য আমরা জীবনের পথে হ'টে যাচ্ছি, প্রবৃত্তিপরায়ণতা কত বিচিত্র বেশে আমাদের প্রবঞ্চিত করছে, কেমন ক'রে আমরা স্বাস্থ্যে, সম্পদে, প্রাচুর্য্যে, চারিত্র্যে, কর্ম্মে, জ্ঞানে, প্রেমে, শক্তি-সংহতি ও যোগ্যতায় উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠব, আমাদের শিক্ষা, দীক্ষা, সংসার, সমাজ, রাষ্ট্র কোন্ ছন্দে গ'ড়ে তুলব—ইত্যাদি

কত কথাই যে তিনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণের ভিতর-দিয়ে আমাদের চোখের সামনে জ্বলন্ত ক'রে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর লেখাজোখা নেই। আর, এর অধিকাংশই বাস্তব ব্যাপার, বিষয়, ঘটনা ও পরিস্থিতিকে অবলম্বন ক'রে। মানুষের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণের জন্য তাঁর কি অন্তহীন উৎকণ্ঠা! মরণকে স্তব্ধ ক'রে, অবনতিকে রুদ্ধ ক'রে, খতম ক'রে, তার বিরুদ্ধে বজ্রকপাট এঁটে জীবন ও উন্নতির পথকে মর্ম্মরখচিত ক'রে তোলবার জন্য সর্ব্বস্ব পণ ক'রে তিনি যেন দুনিয়ার দরবারে নেমেছেন মহাযোদ্ধৃবেশে—শয়তানের একটি রন্ধ্রও যাতে আমাদের দৃষ্টি-বহির্ভূত ও অনায়ত্ত না থাকে এবং সত্তা-সম্বর্দ্ধনী কলাকৌশল ও বিজ্ঞানের সম্ভাব্য সকল দ্বারই যাতে আমাদের কাছে চিরতরে অর্গলমুক্ত হ'য়ে যায়, সেই জন্যই যেন তিনি দুর্জ্জয় তপস্যা শুরু করেছেন। তাই ব্যক্তির খুঁটিনাটি সমস্যাও তাঁর কাছে বিশ্বসমস্যার অচ্ছেদ্য অঙ্গরূপেই প্রতিভাত হয়, যেটাকে আমরা একটা স্থূল সমস্যা ব'লে মনে করি, সেখানে তিনি অতলতলে চ'লে যান—কার্য্য-কারণ-পারম্পর্য্যে তিনি দেখিয়ে দেন একটি সমস্যার সঙ্গে কেমন ক'রে অগণিত সমস্যা জড়িত, একটি জায়গায় অসঙ্গতি থেকে কেমন ক'রে জীবনের সর্ব্বস্তরে ছন্দ পতন হয়, কেমন ক'রে ব্যষ্টি ও সমষ্টির সমস্যাগুলি পরস্পর অবিচ্ছেদ্যভাবে গ্রথিত এবং তার সমাধানও বা কোন সূত্রকে অবলম্বন ক'রে হ'তে পারে, তাই একটা ঘটনাকে অবলম্বন ক'রে তিনি হয়ত একের পর এক বহু বাণীই দিয়ে যান। ফল কথা, সমস্যাসমূহ ও তার সমাধান তাঁর কাছে বিছিন্ন নয়, সেগুলি বৈশিষ্ট্যসমন্বিত একসূত্র-সঙ্গত হ'য়ে তাঁর বোধের কাছে ধরা দিয়েছে। সেই ভিত্তিভূমি থেকেই তাঁর যা' কিছু বলা, করা। জীবন ও জগতের অখণ্ড, সামগ্রিক, কেন্দ্রীভূত একায়িত রূপ তাঁর কাছে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে—সেই চেতনাতেই তিনি অধিষ্ঠিত—তাই তাঁর চলা, বলা, করা সবই সেই দিব্যচেতনার একটা সহজ স্বতঃস্ফূর্ত্ত লীলায়িত আত্মপ্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়কো। তাঁর বাণীগুলিকে বুঝতে গেলে তাঁর ভাববাদের মূল সূত্রটিকে অনুধাবন করতে হবে। তাঁর বাদকে বলা যায় জীবনবৃদ্ধিবাদ এবং এর প্রক্রিয়া ও প্রকরণ হচ্ছে—সর্ব্বপূরয়মাণ জীবন্ত ইষ্টানুপূরণে প্রতি ব্যষ্টি কর্ত্তৃক তার বৈশিষ্ট্যানুপাতিক পারিপার্শ্বিকের সেবা। এবং ঠিক এই আদর্শেই ব্যক্তির ব্যথাবেদনার নিরসন করতে গিয়ে ব্যাধিগ্রস্ত বর্ত্তমান জগতের বহু গ্রন্থিই তিনি উন্মোচন করেছেন। অবিরাম, অবিশ্রান্ত, অজস্র তাঁর অবদান। সে বিপুল দাক্ষিণ্যের গুরুত্ব ও মূল্যমান আজও আমরা উপলব্ধি করতে পারছি না। কারণ স্বতঃ-প্রভ সূর্য্যের মত তিনি নিরবচ্ছিন্ন আলো বিতরণ ক'রে চলেছেন, তিনি যত দিচ্ছেন আমরা তা' নিতেও পারছি না, আমরা সেই চিরপ্রবহমান প্রবল

অমৃত-তরঙ্গ-ভঙ্গের মাঝখানে পড়ে' হাবুডুবু খাচ্ছি, একটু ফাঁকে দাঁড়িয়ে আত্মস্থ হ'য়ে বিচার-বিশ্লেষণ করবার মত, জাবর কাটবার মত অবকাশ আমাদের মিলছে না। এক নূতন জগতের কথা, নূতন জীবনের বাণী শাশ্বত চির-নবীন সুরে ঝঙ্কৃত হ'য়ে আমাদের মোহিত ক'রে তুলছে—এই মাত্র জানি। সহস্রচক্ষু তিনি—তাঁর প্রখর প্রদীপ্ত দৃষ্টি স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, ত্রিভুবন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ ক'রে অতীত, বর্ত্তমান ও অনাগতের শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত নিয়ত পরিক্রমারত। তাই তাঁর কথার মধ্যে জোড়াতালি, গোঁজামিল, ধামাচাপা দেওয়া বা আশু কাজ সারতে গিয়ে বিপর্য্যয় সৃষ্টির অপপ্রয়াস নেই। তিনি চান আমাদের নকল জীবনের আমূল পরিবর্ত্তন এবং সেটা আবার আমাদের সনাতন সার্ব্বজনীন বৈজ্ঞানিক ধর্ম্ম, কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের দৃঢ় বনিয়াদের উপর—বৃত্তি ও সত্তা, ব্যষ্টি ও সমষ্টি, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ, আধিভৌতিকতা ও আধ্যাত্মিকতা, ইহকাল ও পরকাল, ভাব ও যুক্তি, বৈশিষ্ট্য এবং সাম্য—ইত্যাদি যাবতীয় দ্বন্দ্বের সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ সুষম সমন্বয় ও সামঞ্জস্যের ভিতর দিয়ে।

এই বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষা ও বস্তুবাদের যুগে তিনি বাস্তবতার উপর দাঁড়িয়ে বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি-বিচারের সাহায্যে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন—ধর্ম্ম, কৃষ্টি, আদর্শ, বৈশিষ্ট্য, দীক্ষা, বর্ণাশ্রম, দশবিধ-সংস্কার, নিত্য-পঞ্চমহাযজ্ঞ, প্রতিলোম-বিবাহের নিরসন, অনুলোম-বিবাহের প্রবর্ত্তন ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তা কী; যে-কথাই তিনি বলেন তা'র অন্তর্নিহিত মরকোচ তিনি উদ্‌ঘাটিত ক'রে দেন—আর এ শুধু নীরস যুক্তিজাল নয়। সত্য, তথ্য, অনুভূতি ও তত্ত্বের এমন প্রাণময়, রস-সমৃদ্ধ, সৌন্দর্য্য-মন্ডিত, বাহুল্য-বর্জ্জিত, পরিমাপিত, যথার্থ প্রকাশ আর কোথাও দেখেছি ব'লে মনে পড়ে না, এ যেন বিজ্ঞান ও সাহিত্যের শুভপরিণয়। তাই এই অবিকল আত্মপ্রকাশের তাগিদেই তাঁকে বহু নূতন শব্দ আবিষ্কার করতে হ'য়েছে। তা'ছাড়া আমরা যেভাবে শব্দগুলিকে ব্যবহার করতে অভ্যস্ত, তাঁর বেলায় সেক্ষেত্রে একটা বিশিষ্ট রীতি আছে, তিনি সাধারণতঃ প্রত্যেকটি শব্দের ধাতুগত ব্যুৎপত্তির দিকেই জোর দেন। যাঁরা তাঁর কথিত বাণীর অর্থ সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করতে চান, তাঁরা যদি ধাতুগত ব্যুৎপত্তির দিকে লক্ষ্য দেন তাহ'লে বিশেষ উপকৃত হবেন। আরো কথা এই যে, বহুপ্রচলিত শব্দ তাঁর কাছে এক বিশিষ্ট অর্থ বহন করে—সেও অবশ্য ঐ ধাতুর উপর দাঁড়িয়েই। আমাদের ইচ্ছা আছে সেই সমস্ত শব্দের বিশিষ্ট অর্থ সহ একটা অনুক্রমণিকা প্রকাশ করবার। তা' করতে পারলে সাধারণ পাঠকের অনেক সুবিধা হবে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের গদ্যেরও একটা বিশিষ্ট ছন্দ আছে, স্বকীয় ভঙ্গী আছে,—তা'কে অবিকৃত রাখবার জন্য পংক্তি-বিন্যাস ও বিরামচিহ্ন প্রকাশ খুব সাবধানতার সঙ্গে করা প্রয়োজন। অজ্ঞতা ও অনভ্যস্ততার দরুন শ্রুতলিখন-কালে এবং পরে এদিক দিয়ে এবং অন্য বহু দিক দিয়ে আমার বহু ত্রুটি থেকে যায়। পরমপূজনীয় ঋত্বিগাচার্য্যদেব এবং একান্ত শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুত শরৎদা (হালদার), ননীদা (চক্রবর্ত্তী), চুনীদা (রায়চৌধুরী), বীরেনদা (মিত্র), কিরণদা (মুখোপাধ্যায়), নিরাপদদা (পাণ্ডা) প্রমুখের কঠোর পরিশ্রমে সেগুলি শুদ্ধ ক'রে দিয়েছেন। শ্রীযুত বিমলদা (মুখোপাধ্যায়) ও অজয়দা (গাঙ্গুলী) সূচী-প্রণয়নে সাহায্য করেছেন, শ্রীমান নিখিলভাই (ঘোষ) পাণ্ডুলিপি খানিকটা লিখে দিয়েছেন, সূচীও তৈরী করেছেন। সকলের সমবেত প্রয়াস ব্যতীত এ পুস্তকগুলি এত তাড়াতাড়ি প্রস্তুত করা যেত না।

এই ভূমিকা প্রসঙ্গে আরো কয়েকটি বিষয় জানাবার আছে। পূর্ব্বেই বলেছি যখন যেমন বিষয়, ব্যাপার, ঘটনা বা প্রয়োজন উপস্থিত হয়, তখন সেই সূত্র ধ'রে যা' বক্তব্য তাই-ই শ্রীশ্রীঠাকুর ব'লে যান—তাই বিষয়বস্তু হিসাবে কোন একটা বিষয়ের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে ধারাবাহিকভাবে ক্রমপারম্পর্য্যে, যে-বলা তা' কিন্তু এ ক্ষেত্রে তিনি বলেননি। তবে পাঠক-সাধারণের সুবিধার জন্য তাঁর ইদানীন্তন বিভিন্ন সময়কার বিভিন্ন উক্তিগুলিকে আমরা শ্রেণী-সন্নিবিষ্ট ক'রে পর্য্যায়ানুপাতিক পরিবেষণ করেছি মাত্র। গত তিন বৎসরে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শ্রীশ্রীঠাকুর তিন সহস্রাধিক লেখা দিয়েছেন—তারই ১৫৫৬টি বাণী নিয়ে এখন ছয়খানি বই সঙ্কলিত হ'চ্ছে। বাণীগুলির মধ্যে ছোট-বড় দুইরকম ভাগ করা হ'য়েছে। ছোটগুলি থেকে হ'য়েছে তিন খণ্ড বই—তা'র নাম দেওয়া হ'য়েছে "শাশ্বতী" এবং বড়গুলি থেকে হ'য়েছে আর তিনখানা বই—তা'র নাম দেওয়া হ'য়েছে, "সম্বিতী"। 'শাশ্বতী' ও 'সম্বিতী' নাম দু'টি সত্যিই সার্থক, কারণ 'শাশ্বতী'-তে আমাদের জীবন-চলনার শাশ্বত-নীতিই অল্প কথায় সূত্রাকারে, কার্য্যকারণ-সহ বলা হ'য়েছে—শাণিত ক্ষুরধার সে বাণী, চরম কথা মোক্ষম ক'রে বলা। আর 'সম্বিতী'-তে আছে জটিল সমস্যাগুলির বিশদ, বিস্তৃত, গূঢ়, গভীর চুলচেরা বিবরণ, বিশ্লেষণ ও সমাধান,—যা' বস্তু, বিষয় বা ব্যাপারের অলিগলি—আনাচ-কানাচ ও গোপন গুহার লুক্কায়িত প্রদেশে আলোকসম্পাত ক'রে আমাদের চকিত চেতনায় সঞ্চালিত ক'রে তোলে।

হ্যাঁ! যে-কথা বলছিলাম—তিনি ইদানীং যা' বলেছেন তাই-ই শ্রেণী বিন্যাস ক'রে যথাসম্ভব পর্য্যায়ানুপাতিক গ্রথিত করা হ'য়েছে—শিক্ষা, শিল্প, স্বাস্থ্য,

সমাজ, ধর্ম্ম-কর্ম্ম, সাধনা, রাজনীতি, অর্থনীতি, বিধি, নীতি—ইত্যাদি নানা অধ্যায়ে। বিষয়বস্তু হিসাবে প্রশ্নোত্তর ছলে এবং ছড়ায় শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবধারা 'নানা-প্রসঙ্গে', 'কথা-প্রসঙ্গে', 'ইস্‌লাম-প্রসঙ্গে', 'নারীর নীতি', 'নারীর পথে', 'অনুশ্রুতি' ইত্যাদি পুস্তকে অনেকখানি বিধিবদ্ধ প্রণালীতে বিষয়ের বিভিন্ন দিকে লক্ষ্য রেখে প্রকাশ করা হ'য়েছে। তাই বর্ত্তমানের এই অধ্যায়-বিভাগ দেখে কেউ যেন মনে না করেন ঐ-ঐ বিষয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের যা'-কিছু উক্তি এখানে সন্নিবিষ্ট আছে। ফল কথা, বিষয় হিসাবে বিষয়ের সুসম্পূর্ণ বক্তব্য এখানে ফুটে' ওঠেনি, তদ্বিষয়ে তাঁর আরো অনেক উক্তি বিভিন্ন পুস্তকে ছড়িয়ে আছে, এবং পরে আরো পাওয়া যাবে। পূর্ব্বে প্রদত্ত ভাবধারার অনেক-কিছুর পুনরুল্লেখ, অনুল্লেখ, বিশদ ব্যাখ্যা, গভীরতর ও আরোতর সম্প্রসারণ ও পরিণতি এগুলির ভিতর পরিলক্ষিত হ'বে। সাধারণতঃ এগুলি জীবন-চলনার অভিধান-স্বরূপ, সমস্যা-পীড়িত মানুষ এ থেকে পাবে প্রয়োজন-মত পথ-নির্দ্দেশ ও দিগ্‌দর্শন, এবং তা'রই জন্য আমরা সূচী সংযোজিত ক'রে দেবার চেষ্টা করছি—যাতে প্রসঙ্গক্রমে যখন যে উক্তিটি প্রয়োজন, তখনই সেটা সহজেই বের করা যায় এই বিপুল বাণী-প্রস্রবণের ভিতর থেকে। যারা বিশিষ্ট বিষয়ে সম্যক্ ভাবধারা সম্বন্ধে পুরোপুরি পরিচয় লাভ করতে চান, তাঁরা বিভিন্ন পুস্তকে সন্নিবিষ্ট তত্তৎ-বিষয়ক উক্তি যদি পাঠ করেন তা' হ'লে উপকৃত হবেন।

এই বইগুলিতে আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত কত স্তরের কত কথাই যে তিনি পই-পই ক'রে বলেছেন, কত বিষয়ে যে আমাদের ভুল ভাঙ্গিয়েছেন, কত সমস্যাই যে তিনি জলের মত সহজ ক'রে দিয়েছেন—তা' ব'লে শেষ করা যায় না। মানুষের মঙ্গলের জন্য যা' তিনি সত্য ব'লে বোঝেন—অসহ্য সম্বেগে, উগ্র আবেগে, প্রাণের তাড়নায়, নিজস্ব রকমে ব'লে যান, কোন সাহিত্যিক খতিয়ান নেই তাঁর তাতে। সাহিত্য হিসাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের এই বাণীগুলির স্থান কোথায় মহাকালই তা' বিচার করবেন। আমরা শুধু এইটুকু জানি—ভাব, ভাষা, ছন্দ, গতি, ঝঙ্কার, রূপ, রস, কথা, ছবি, বস্তু, তত্ত্ব, অনুভূতি, আবেগ, গভীরতা ও সলীলতার এমন বিস্ময়কর সঙ্গতি আমাদের কখনও চোখে পড়েনি। অমিত-শক্তিধর, রূপদক্ষ শিল্পী ও স্রষ্টার অমোঘ, অভ্রান্ত স্পর্শ ও নিদর্শন তাঁর লেখার অঙ্কে-অঙ্কে ছত্রে-ছত্রে ফুটে উঠেছে। সবারই অজানিতে, লোকচক্ষুর অন্তরালে দুর্ব্বার প্রেরণা-সন্দীপী, বলিষ্ঠ, সমৃদ্ধ এই নবীন সাহিত্য অপূর্ব্ব সুরঝঙ্কারে, অনুপম রাগরঞ্জনায়, অভিনব ভাব-বিভঙ্গে উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠছে—বিশ্বসমস্যা-সমাধানী অমর সম্পদ বুকে নিয়ে। আমরা যত কেন্দ্রায়িত উৎসমুখী

চলনে অভ্যস্ত হব, আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মশুদ্ধির আকৃতি আমাদের যত পেয়ে বসবে ততই তঁৎপ্রদত্ত বাণীর মর্ম্মগত মৌলিকতা, গূঢ়তা, গাম্ভীর্য্য ও সৌন্দর্য্য উপলব্ধিতে সমর্থ হব। তিনি যা'-কিছু বলেন, তা' তাঁর ভূয়োদর্শন-প্রসূত, প্রত্যক্ষ অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা-নিঙ্ড়ান নির্য্যাস। পুঁথিপড়া জ্ঞান তাঁর নেই, তাঁর সব কিছু বলা ঐশী ইঙ্গিতে। এত বড় ঋদ্ধ অবদানের কর্ত্তা হ'য়েও তিনি সব সময় অকর্ত্তা—একটা সহজ, নির্লিপ্ত, নিরহঙ্কার ভাব তাঁর মধ্যে সর্ব্বদাই প্রকট হ'য়ে আছে। তিনি বলেন—"আমি যে বলি, কিন্তু এর উপর আমার কোন আধিপত্য নেই, যখন আসে, পরমপিতা যখন দেন, তখন বলতে পারি, ইচ্ছা ক'রে কিছু বলতে পারি না।" ভগবৎ-প্রেরণা-প্রসূত ব'লে এই মুক্ত, দীপ্ত, বলিষ্ঠ, অনন্তাভিমুখী মহাজীবনের বাণী এমন ক'রে আমাদের জীবনের মূলে নাড়া দেয়, জাতির নিরুদ্ধ শক্তিকে শত ধারায় সঞ্চালিত ক'রে তোলে, দৃষ্টিভঙ্গী, চিন্তা-চলন, জীবন-দর্শন সব কিছুতেই নিয়ে আসে এক মহাভাব-বিপ্লব। এ যেন ভারতের অন্তরাত্মার বাণী, যা' কিনা যুগে-যুগে ঋষির কণ্ঠে বিঘোষিত হ'য়েছে—কিন্তু এত খুঁটিনাটি ক'রে এত ব্যাপক ও গভীরভাবে ব্যষ্টিজীবন হ'তে সমষ্টিজীবন পর্য্যন্ত অনন্ত বিশ্বজীবনের বহুবিস্তৃত সর্ব্বাত্মক পটভূমিতে সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বস্তরে প্রয়োজনীয় যাবতীয় যা'-কিছু নির্দ্দেশ সনাতন পরিপ্রেক্ষায় এমন তন্ন-তন্ন ক'রে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আর কোথাও দেওয়া আছে ব'লে জানা নেই।

অনেকে ব'লে থাকেন, শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাষা কঠিন, আমরাও সেই বুদ্ধিতে অনেক সময় তাঁর ভাষার কাঠিন্য সরল ক'রে তুলতে ব্যর্থ চেষ্টা করতে কসুর করিনি। যেখানেই সরল করতে চেষ্টা করেছি, সেখানেই দেখতে পেয়েছি, তাঁর মূল বক্তব্যের অনেকখানি কথাই বাদ পড়েছে, কিংবা তাঁর ভাবটা অবিকৃত রাখতে গিয়ে দু'লাইনের লেখাটা পাঁচ লাইনে পরিণত হ'য়েছে—তখন তা' হয়ে গেছে নির্জ্জীব—তার ভিতর সে জোর নেই, নেই সে-প্রেরণার প্রাণবীজ—সেই উচ্চেতনী মন্ত্রশক্তি, তখন সে পণ্ডপ্রয়াস ছেড়ে দিয়েছি। এমন-কি, একটা শব্দ পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন করতে গিয়ে আমরা ব্যর্থকাম হ'য়েছি, হয়তো আধ ঘণ্টা চেষ্টার পর বুঝতে পেরেছি, ও জায়গায় ঐ বিশিষ্ট শব্দটাই একমাত্র বাচক। কথঞ্চিৎ কাঠিন্যের আর একটা কারণ এই যে, সব জায়গায়ই তিনি মরকোচ উদ্ঘাটিত করতে চেষ্টা করেছেন, কোন একটা জিনিস কেন ভাল, বা কেন মন্দ, তা' তিনি কার্য্যকারণ-সহ চূড়ান্ত বিশ্লেষণ ক'রে দেখিয়েছেন—এর উদ্দেশ্য মানুষের বোধি ও প্রত্যয়কে উদ্বোধিত ক'রে তাকে সৎপ্রণোদনায় প্রদীপ্ত এবং অসৎ-নিরোধ ও পরিহারে কৃতসংকল্প ক'রে তোলা।

এত সব গভীর জিনিস যে কী হৈ-হল্লা, গোলমাল ও বাধা-বিঘ্নের ভিতর দিয়েছেন—তা' ভেবে অবাক্ হ'য়ে যেতে হয়। প্রেরণা বা প্রয়োজনের তাগিদে তিনি হয়তো একটা বাণী দিতে শুরু করেছেন—এত উচ্চ গ্রামে, এমন মিহি পর্দ্দায় কথা চলেছে, যে শ্বাস-প্রশ্বাসটাকেও একটা বাধা মনে হয়, ঠিক তখনই হয়তো পাশে একটা ছেলে গলা পঞ্চমে চড়িয়ে কেঁদে উঠলো কিংবা একদল শিশু খেলতে-খেলতে অট্টহাসি শুরু ক'রে দিল, অবুঝ এক দল অদূরেই তুমুল ঝগড়া লাগাল, অথবা কেউ পট ক'রে এসে বল্‌ল, "বাবা! আমার তো এ বেলা খাবার কিছু নেই"—"খোকার নিউমোনিয়া হ'য়েছে, ডাক্তার বল্‌ছে পেনিসিলিন দিতে, কী করব?"—ইত্যাদি। এ ছাড়া ব্যাধিজীর্ণ দেহের ক্লেশ এবং অসংখ্য লোকের শারীরিক ও মানসিক দুঃখ-দুর্দ্দৈবের দুর্ব্বহ বোঝা তো তাঁর মাথার উপর সব সময় চেপেই আছে। এত বিক্ষেপের মধ্যে সূক্ষ্মভাবধারাকে অবলম্বন ক'রে অন্তর্নির্বিষ্ট নিক্ষিপ্ত, বিচিত্র বাক্যাবলী সম্বলিত ২০/২৫ লাইন পর্য্যন্ত দীর্ঘ এক-একটি জটিল বাক্য কেমন ক'রে নির্ভুলভাবে ব'লে যান, তা' ভাবতে গেলেও বিস্ময়ের অবধি থাকে না।

স্নেহাতুরা জননীর মত বেদনাদীর্ণ বিহ্বল ব্যাকুলতায় সদা উদ্বিগ্ন হৃদয় নিয়ে তিনি বসবাস করেন—তাঁর একমাত্র ধান্ধা, কেমন ক'রে তিনি পথভ্রান্ত মানব জাতির প্রতি প্রত্যেকটি ব্যষ্টিকে শতলক্ষ হস্তে আগলে ধ'রে তাকে কলস্রোতা কল্যাণের কিনারায় উত্তীর্ণ ক'রে দেবেন—তাই দেখতে পাই শত ঝঞ্ঝার মাঝখানে ব'সে আত্মসমাহিত যোগেশ্বরের মত তিনি অমরার অমৃত পরিবেষণ ক'রে চলেছেন, তৃষিত মানবকুলকে ধন্য ও তৃপ্ত করার জন্য। ক্লান্তি নেই, ক্ষান্তি নেই। মনে পড়ে, একদিন খুব অসুস্থ অবস্থায় একটি বাণী দেবার পর মুখে হাত দিয়ে কাতর কণ্ঠে বল্‌ছিলেন—"আমার শরীরের অবস্থা এমন, মনে হয়, শেষ নিঃশ্বাস আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, তবু ভাবি আমার যত কষ্ট হয় হোক, আমার যা' দেবার আছে দিয়ে যাই, এতে যদি একটা লোকেরও উপকার হয়, সেই-ই আমার লাভ।" আবার কত সময় আত্মপ্রসাদের সঙ্গে বলেন—"যা দিয়ে গেলাম, চলতে যদি চায় মানুষ, এই দেখে চললে, খানা-খন্দে, গর্ত্তে আর পড়বে না।"

এই লেখাগুলির নেপথ্যে তরঙ্গায়িত লীলা-চঞ্চল, করুণ-মধুর, ক্ষুব্ধ-উদ্বেল, জীবন্ত বাস্তব, বৈচিত্র্যের যে বিপুল পটভূমি রয়েছে তা' মনে হ'লে স্তম্ভিত হ'তে হয়। কেউ হয়তো দুরন্ত আক্রোশ, অভিমান ও ঈর্ষ্যায় দিশেহারা উৎক্ষিপ্ত হ'য়ে তাঁর কাছে এসে নানা অভিযোগ শুরু করে দিল, তিনি কান পেতে

সব শুনলেন—তারপর টুক্ ক'রে একটি লেখা দিলেন, লেখাটি শুনে সে লজ্জায় ম্রিয়মান হ'য়ে তখন-তখনই নিজের ত্রুটি স্বীকার ক'রে আত্মসংশোধনে তৎপর হ'লো। বিশেষ ক্ষেত্রে কারও ব্যবহার হয়তো অসমীচীন হ'য়েছে—তিনি একটি লেখা দিলেন যে সেইটি শোনামাত্র তা'র খেয়াল হ'লো এবং সে বুঝে-নিল অমনতর স্থলে তার কি করণীয়। কত জন কত একদেশদর্শী মতবাদ নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শুরু করেছে, সোনার টুক্রোর মত তাঁর এক-একটা বাণী ঘুচিয়ে দিয়েছে তাদের ভুল, বুঝতে পেরেছে তারা, তাদের মতের অসম্পূর্ণতাই বা কোথায় আর পরিপূর্ণতাই বা কিসে। হতাশায় বুক ভেঙ্গে গেছে যার, তাকে দেখে এমন হয়তো একটা বাণী দিলেন, সে শোনা-মাত্র সঞ্জীবিত ও উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠলো; একজন হয়তো প্রবৃত্তির কোলে গা' ঢেলে দিয়ে চলেছে, সে কিছু না বলতেই একটা লেখা বেরিয়ে এল তা'র ব্যাধির নিদান ও নিরাকরণসহ, পরস্পর বিদ্বেষপরায়ণ বিরোধী দুই পক্ষ এলো একটা হিংস্র-দ্রোহবিদ্ধভাব নিয়ে, তাঁর একটি বাণীই হয়তো তাদের মধ্যে মিলনসূত্র রচনা ক'রে তুললো, অজান্তে উভয়ের আঁখিপল্লব মমতাদীপ্ত প্রীতির অশ্রু-সায়রে নেয়ে উঠলো, গাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হ'লো পরস্পর। এই ভাবের কত অঘটন যে ঘটতে দেখেছি চোখের সামনে তা' ব'লে শেষ করা যায় না। দু'টি নয়নভরে নিয়ত দেখেছি, দেখ্ছি—কেমন ক'রে "পলকে পলকে মৃত্যু ওঠে প্রাণ হ'য়ে ঝলকে ঝলকে"—তাঁরই পুণ্যলীলা-লসিত, মাধুর্য্য-মণ্ডিত, আনন্দঘন মুহূর্তগুলি অক্ষয় হ'য়ে আছে অন্তরের মণিকোঠায়, লেখাগুলি যখন পড়া যায় সেই সব মধুময় স্মৃতি মনের আঙিনায় আবার ভিড় ক'রে আসে।

সুধাবর্ষণ চলেছেই, বিরাম নেই। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত, বসন্ত, সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা, নিশীথ, নিবিড় কালো আঁধার, জ্যোৎস্নাপ্লাবিত স্নিগ্ধ রাত্রি, শাওনের অঝোর ঝরা পড়ন্ত বেলা—কখনও তাঁর বিশ্রাম নেই। মহুয়ার গন্ধে-ভরা, কাঁকর-বেছান, পাহাড়-ঘেরা, ধূসর দিগন্তের প্রান্তে, লাল মাটির দেশে, যুগ-যুগান্ত সাধু-সেবিত পুণ্যতীর্থ বৈদ্যনাথধামের কোলে, আম, জাম, পেয়ারা, বেল ও অশ্বত্থ গাছের তলায় আমাদের এই বড়াল-বাংলো—এইখানেই তিনি থাকেন—সেই পাবনা থেকে আসার পর অবধি—১৯৪৬ সালের ২রা সেপ্টেম্বর থেকে। এখানে ব'সেই লেখাগুলি দেওয়া। শ্রুতলিখনগুলি ব'লে গিয়ে সেগুলি যে আবার কতজনকে শোনাতে বলেছেন তার অন্ত নেই, যতবার পড়া হ'য়েছে ততবার ঐ প্রসঙ্গে আলোচনা চলেছে, তার ভিতর-দিয়ে আবার লেখা বেরিয়েছে। শুধু কি ব'সে-ব'সেই লেখা দিয়েছেন? হাঁটতে, চলতে, বেড়াতে-বেড়াতে ও

কথাচ্ছলে কত লেখা দিয়েছেন, এমন-কি, স্নানাহারের সময়ও বহু লেখা দিয়েছেন। কী মধুর, মনোমুগ্ধকর, অনবদ্য সুন্দর সে আলাপ-আলোচনা! উপমাচ্ছলে গল্প বলা, আর তারই ফাঁকে-ফাঁকে বাণী দেওয়া। সত্যি, তাঁর পায়ের তলে অপূর্ব মনে হয় জীবনের স্বাদ, এক স্বর্গসুবাসিত সুখবেঘোরে দিনরাত কোথা দিয়ে যায় ঠাওরই পাওয়া যায় না। দিন যায়, সপ্তাহ আসে, সপ্তাহ যায়, মাস আসে, মাস যায়, বর্ষ আসে, মনে হয়—এই তো সেদিন। তাঁর সান্নিধ্যের তড়িৎ-সংঘাতে ক্ষণে ক্ষণে খুশিতে থর থর ক'রে কাঁপতে থাকে শরীরে প্রত্যেকটি কোষ-অনুকোষ। মনে হয় স্বপ্ন-রঙীন এই মোহন পরিবেশে জন্মজন্মান্তর তাঁকে নিয়ে দিব্য আনন্দে মসগুল, মাতোয়ারা হ'য়ে কাটিয়ে দিই।

অসুস্থ অবস্থায় তাঁর কাছে এসে দেখা যায়, লেখা ও আলাপ-আলোচনা যখন শুরু হয়, শরীরের কষ্ট কোথা দিয়ে কোথায় উড়ে যায়! মন খারাপ নিয়ে তাঁর কাছে এসে বসলে আলাপ-আলোচনা ও লেখার আবহাওয়ায় কোন্ মুহূর্ত্তে সে-ভাব কেটে যায়—মালুমই হয় না। অনেকেই এমনতর অনুভব করেন। বাণীগুলি বহুলাংশে 'আলোচনা'য় প্রকাশিত হয়েছে। বিশিষ্ট বহু লোকের মুখে শুনেছি—উচ্ছ্বসিত আবেগে তাঁরা বলেন—"তাঁর এই লেখাগুলি পড়ারই একটা বিশেষ প্রভাব আছে। নিবিষ্ট মনে কিছুক্ষণ পড়তে-পড়তে আপনা থেকেই মনটা শান্ত, সমাহিত ও প্রেরণা-সমুজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে, কেন্দ্রস্থ হ'য়ে বিমুগ্ধ অন্তরে নিমীলিত নেত্রে ধ্যানে ডুবে যেতে ইচ্ছা করে, কিংবা সম্বেগোদ্দীপ্ত অনুরাগের উৎসারণায় প্রাণটা মুহূর্ত্তেই মেতে ওঠে, নেচে ওঠে, ঝলমল ক'রে ওঠে, হুঙ্কার দিয়ে ওঠে—মনে হয় এই বিশ্বপ্লাবিনী অমৃতধারায় অভিষিক্ত হ'য়ে বিজলী-জ্যোতির মত দুর্নিবার বেগে ছুটে চলি দেশে-দেশে, ঘরে-ঘরে, প্রাণে প্রাণে তাঁর আগুন-ছোঁয়া পরশ লাগিয়ে দিতে।" প্রকৃত প্রস্তাবে জীবনবৃদ্ধি, সৎচিন্তা, সৎকর্ম্ম, সৎসঙ্কল্প ও বিশ্লেষণাত্মক আত্মনিয়ন্ত্রণের নেশায় মাতাল ক'রে তুলতে লেখাগুলি অদ্বিতীয়—তাই আমাদের মনে হয় নিত্য বেদাভ্যাস ও স্বাধ্যায় হিসাবে সর্ব্বত্র এগুলির পঠন, পাঠন ও প্রয়োগ একান্ত বাঞ্ছনীয়। তা' যদি চলে, অলক্ষ্যে নিঃশ্রেয়সী অভ্যুদয়ের কনকরেখা দিগন্তকে উদ্ভাসিত ক'রে তুলবে।

আজ জগৎ জুড়ে দুর্য্যোগের নিবিড় আঁধার ঘনিয়ে এসেছে, বহু দুঃখে আজ দেশের বুক ভারাক্রান্ত, বহু গ্লানিতে জাতির হৃদয় জর্জ্জরিত, ভারতভূমি আজ বিচ্ছিন্ন, গৃহহীন, সহায়-সম্পদহীন, বাস্তুহারা, সর্ব্বস্বান্ত, অগণিত নরনারী আজ বিশ্বের দুয়ারে ভিক্ষুকের বেশে অনির্দ্দেশ যাত্রার মহামিছিলে মিলিয়ে গেছে, তারা আজ নিঃশেষে দেউলিয়া, তাদের সংসার ভেঙ্গে গেছে, সমাজ-জীবন

এলিয়ে পড়েছে, অর্থনৈতিক ভিত্তি বিপর্য্যস্ত, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বনিয়াদ বিধ্বস্ত ও ধূলিসাৎ। আবার ভারতের দিকে দিকে আজ ধ্বংসের কালভেরী বেজে উঠেছে, তার মনের আকাশে অমানিশার নিকষ কালো থম্‌থম্ করছে। ধর্ম্ম, কৃষ্টি, আদর্শ, বৈশিষ্ট্য, সহানুভূতি, সহযোগিতা ও সংহতির সৃজনী আবেগ তা'দের আজ আর আকৃষ্ট করে না। প্রবৃত্তির হাতছানিতে ছোট বড় সকলে আজ মরণ-মহোৎসবে মেতে উঠেছে, এই মৃত্যু-মাতাল ফেনিল উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ আজ রোধ করবে কে? এই মহাশ্মশানের বুকে কে শোনাবে আজ জীবনের জয়গান? তাই ত' বলি, নৈশ তিমির যখন মসীকৃষ্ণগাঢ়তায় জমাট হ'য়ে ওঠে, ঠিক সেই লগ্নেই তার বুক চিরে আলোকোজ্জ্বল অরুণোদয়ের আভাস দেখা যায়। আজ নৈরাশ্যের চরম সীমানায় এসে জাতি ও জগৎ, সভ্যতা ও সংস্কৃতি যখন মুমূর্ষু, তার যখন নাভিশ্বাস উঠেছে—সেই মুহূর্ত্তেই বিশ্বসভা যেন এই লোকপাবন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ-সন্তানের বিশিষ্ট সভায় কেন্দ্রীভূত হ'য়ে তিলে-তিলে, পলে-পলে, দণ্ডে-দণ্ডে অজস্র সহস্রভাবে বাঁচার সঞ্জীবনী মন্ত্র পরিবেষণে, বিপন্ন, বিড়ম্বিত, আশাহত মানবতাকে পাপ ও প্রবৃত্তির পঙ্ককুণ্ড হ'তে উত্তোলিত ক'রে হিংসা, দ্বেষ ও শোষণমুক্ত, বৈশিষ্ট্যবান বিশ্বমৈত্রী ও ব্রাহ্মী মহিমার উদার উদাত্ত লোকে স্বরাজ্যে পুনঃস্থাপিত করতে স্বতঃ-সঙ্কল্পে ব্রতী হ'য়েছেন। বিশ্বের গণচেতনা আপন ধর্ম্ম ও পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বের প্রকাশের জন্য আজও ভারতের মুখাপেক্ষী, যদিও সে এ-বিষয়ে সম্যক্ সচেতন নয়। ঋষিকবি রবীন্দ্রনাথ পৃথিবী হ'তে বিদায়ের প্রাক্কালে বর্ত্তমান সভ্যতার এই সংকটের সম্মুখেই ঘোষণা করে গেছেন—"ঐ মহামানব আসে"। আর, আগত তিনিই নিখিলের একমাত্র আশ্রয়, নানা বাদ-বিধ্বস্ত পৃথিবীর বুকে মানুষের তো আর কোন পথ নাই। যা'কে গণমানস বা গণচেতনা আখ্যা দেওয়া হ'য়েছে, তারই প্রপূরণী সংহতরূপ ও মূর্ত্ত প্রকাশ এই "মহামানব"—এবং তিনি এক, অদ্বিতীয়, অনুপম। তাঁর রহস্যঘন অতল স্পর্শ, অপ্রমেয়, অপার মহিমার পরিমাপ করবে কে? পরম প্রেম, চরম তত্ত্ব ও বিশ্ববিধানের অন্তর্নিহিত কারণ-সত্তার রূপায়িত শ্রীবিগ্রহ তিনি, অনন্ত সত্য, শিব, সুন্দরের আত্মরূপ ও জীয়ন্ত স্বতঃপ্রকাশ তিনি, ক্ষর ও অক্ষর, সীমা ও অসীম, মানবত্ব ও ভগবত্ত্ব, সৎ, চিৎ ও আনন্দের মূর্ত্ত মিলনবেদী তিনি, সৃজন-প্রগতির আদ্যন্ত তাঁর নখদর্পণে, সেই জ্যোতির্ম্ময় মহাপ্রকাশ সৃষ্টির এক পরম বিস্ময়, বুদ্ধি তাঁর পার পায় না, লৌকিক বিদ্যা ও বিজ্ঞান তাঁর মর্ম্মকেন্দ্রের সন্ধান না পেয়ে দেউড়ী থেকেই কেঁদে ফিরে আসে, তাই মানুষ তাঁকে ভক্তি-বিনম্রচিত্তে লোকপিতা পুরুষোত্তম ব'লে পূজা করে—আর তাঁরই মধ্যে খুঁজে পায় তাদের বাঞ্ছিত স্বর্গ। সর্ব্বময়, সর্ব্বস্বরূপ এই

পুরুষোত্তমের অনুবর্ত্তনই হবে ভারত তথা বিশ্বের বিধিনির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য, এবং সেই সাধনায় সম্প্রসারণ ও সিদ্ধিই হবে বিংশ শতাব্দীর যুগধর্ম্ম। বিপদ বা প্রলোভন যত বৃহৎই হো'ক, আমরা যেন এই মহা দায় ও দিব্য দায়িত্ব পলকের তরেও বিস্মৃত না হই। মানবের অন্তর-পুরুষ এই পুরুষোত্তম আজ বিশ্বের অন্তর মথিত ক'রে, আকুল আহ্বানে বল্‌ছেন—

"মা ম্রিয়স্ব, মা জহি,
শক্যতে চেৎ মৃত্যুমবলোপয়"।

—এবং তারই অভ্রান্ত পন্থা-সম্বলিত এই পরম অবদান শ্রদ্ধাভিনন্দনায় জীবনের পরতে-পরতে গ্রহণ ক'রে আমরা যেন ধন্য হ'তে পারি, ভাঙ্গা হাটে আবার যেন নবীন সৃজন-কল্লোলে সঙ্গতির সুষমা ও সমন্বয়ের ছন্দ ফুটিয়ে তুলতে পারি, আবার যেন হারিয়ে যাওয়া জীবনসূত্রটি খুঁজে পেতে পারি, তবেই সেই ব্যথাহারীর বেদনা ঘুচবে, মুখে তাঁর আবার হাসি ফুটবে, সেদিন সপ্তসিন্ধুর কূলে-কূলে লক্ষকোটি নরনারী সমস্বরে, উল্লসিত কলকণ্ঠে গেয়ে উঠবে—বন্দে পুরুষোত্তমম্—শান্তি! শান্তি! শান্তি!

বড়াল-বাংলো, দেওঘর
রথযাত্রা, ২১শে আষাঢ়, ১৩৫৮
শুক্রবার, ৬ই জুলাই, ১৯৫১

ইতি—
শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস

ভূমিকা

পরমপ্রেমময় শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র দেওঘরে আসার পরই বিভিন্ন বিষয়ের উপর যেসব বাণী দেন, তা'র মধ্যে ৯৯১টি বাণী নিয়ে ৩ খণ্ডে প্রকাশিত হয় শাশ্বতী গ্রন্থ। তাঁর বর্ত্তমান জন্মশতবর্ষে (ইং ১৯৮৭) 'শাশ্বতী'-র ৩টি খণ্ড একত্রিত ক'রে সম্পূর্ণ অখণ্ড সংস্করণ রূপে প্রকাশিত হ'ল।

মানব জীবনের অপরিহার্য্য বিষয়মানা-সমন্বিত এই গ্রন্থ বহু প্রচারিত হ'য়ে জনসমাজে আনুক স্বস্তি, শান্তি ও প্রগতি—পরম দয়ালের রাতুল চরণে এই আমাদের প্রার্থনা।

সৎসঙ্গ, দেওঘর
২৬শে কার্ত্তিক, ১৩৯৪ প্রকাশক

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

মানব জীবনের কল্যাণবাহী মহাগ্রন্থ "শাশ্বতী"-র তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হ'ল। বিগত সংস্করণগুলিতে অনবধানতাবশতঃ ৫৫৬ নং বাণীকে পৃথক ক'রা হ'য়েছিল ৫৫৬ ও ৫৫৭ নং বাণীতে। এই সংস্করণে সেই ত্রুটি সংশোধন ক'রে ৫৫৬ নং বাণীটি পূর্ণাঙ্গরূপে মুদ্রিত হ'ল। ফলে, বর্ত্তমান সংস্করণে মোট বাণী-সংখ্যা হ'ল ৯৯১-এর পরিবর্ত্তে ৯৯০। এছাড়া, পরিচ্ছদ (Cover Page)-এর 'অখণ্ড সংস্করণ' লেখা এবং সূচীপত্রের মধ্যেও খণ্ড পৃথকীকরণ তুলে দেওয়া হ'ল। 'বিষয়-সূচী'র পুনর্বিন্যাস ক'রা হ'ল। 'প্রথম পংক্তির বর্ণানুক্রমিক সূচী' নূতনভাবে সংযোজন ক'রা হ'ল।

এই মহাগ্রন্থ মানব জীবনের প্রতিটি স্তরে অনুশীলিত হ'য়ে সমাজে নিয়ে আসুক শান্তি, স্বস্তি ও সমৃদ্ধি—পরম দয়ালের রাতুল চরণে এই-ই একান্ত প্রার্থনা।

—বন্দে পুরুষোত্তমম্।

সৎসঙ্গ, দেওঘর

২৪শে জুন, ২০০৯

শ্রীঅনিন্দ্যদ্যুতি চক্রবর্ত্তী

আমার কথাগুলি যদি তোমার -
শুধু কথা-চিত্রেরই খোরাক মাত্র হয় -
করার বা আচরণের ভেতর দিয়ে
সেগুলিকে যদি -
বাস্তবেই ফুটিয়ে তুলতে না পার -
তবে -
পাওয়া যে তোমার
অসম্পূর্ণই রয়ে যাবে -
তা কিন্তু অতি নিশ্চয় -

তোমারই "আমি"
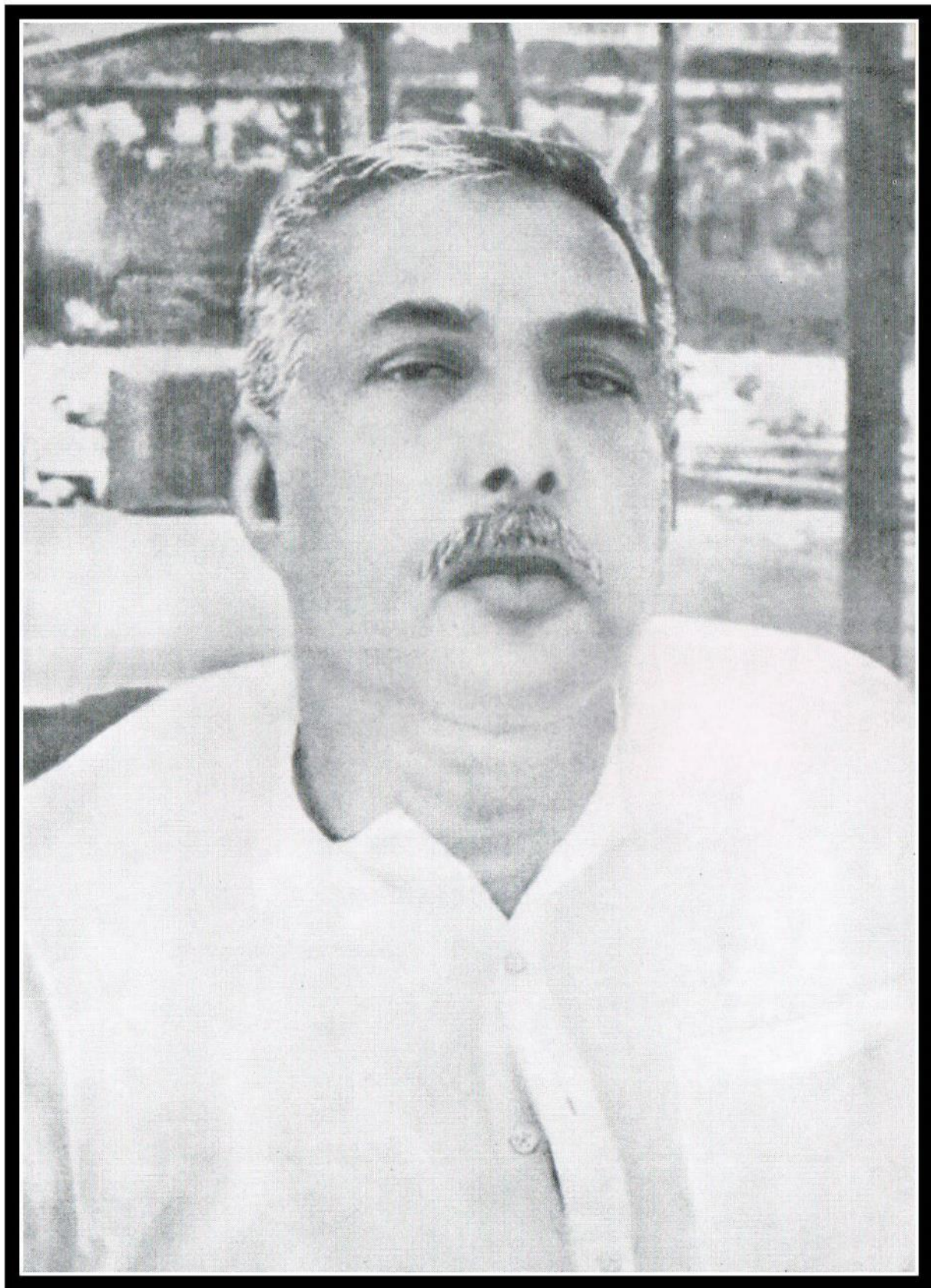
সত্তা সচ্চিদানন্দময়,—
অসৎ-নিরোধী স্বতঃই,
সচ্চিদানন্দের পরিপোষক যা' তা-ই ধর্ম্ম,
ধর্ম্ম মূর্ত্ত হয় আদর্শে—
আদর্শে দীক্ষা আনে অনুরাগ,
অনুরাগ আনে বৃত্তি-নিয়ন্ত্রণ,
বৃত্তি-নিয়ন্ত্রণ আনে ধৃতি,
ধৃতি আনে সহানুভূতি,
সহানুভূতি আনে সংহতি,
সংহতি আনে শক্তি,
শক্তি আনে সম্বর্দ্ধনা,
আর, ধৃতি আনে প্রণিধান,
প্রণিধান হ'তেই আসে সমাধি—
আবার, সমাধি হ'তেই আসে কৈবল্য—
তৃষ্ণার একান্ত নির্ব্বাণ—
মহাচেতন-সমুত্থান!

পঞ্চবর্হিঃ *

একমেবাদ্বিতীয়ং শরণম্
পূর্ব্বেষামাপূরয়িতারঃ প্রবুদ্ধাঃ ঋষয়ঃ শরণম্
তদ্বর্ত্মানুবর্ত্তিনঃ পিতরঃ শরণম্
সত্ত্বানুগুণা বর্ণাশ্রমাঃ শরণম্
পূর্ব্বাপূরকো বর্ত্তমানঃ পুরুষোত্তমঃ শরণম্
এতদেবার্য্যায়ণম্
এষ এব সদ্ধর্ম্মঃ
এতদেব শাশ্বতং শরণ্যম্।

একমেবাদ্বিতীয়ের শরণ লইতেছি
পূর্ব্ব-পূরণকারী প্রবুদ্ধ ঋষিগণের শরণ লইতেছি
তদ্বর্ত্মানুবর্ত্তী পিতৃগণের শরণ লইতেছি
সত্ত্বানুগুণ বর্ণাশ্রমের শরণ লইতেছি
পূর্ব্ব-পূরক বর্ত্তমান পুরুষোত্তমের শরণ লইতেছি
ইহাই আর্য্যায়ণ—
ইহাই সদ্ধর্ম্ম—
আর ইহাই শাশ্বত শরণ্য।

---

* হিন্দুমাত্রেরই এই পঞ্চবর্হিঃ বা পঞ্চাগ্নি স্বীকার্য্য—তবেই সে হিন্দু, হিন্দুর হিন্দুত্বের সর্ব্বজন-গ্রহণীয়—মূল শরণমন্ত্র ইহাই।

সপ্তার্চ্চিঃ *

নোপাস্যমন্যদ্ ব্রহ্মণো ব্রহ্মৈকমেবাদ্বিতীয়ম্।
তথাগতাস্তদ্বার্ত্তিকা অভেদাঃ।
তথাগতাগ্র্যো হি বর্ত্তমানঃ পুরুষোত্তমঃ
পূর্ব্বেষামাপূরয়িতা বিশিষ্টবিশেষবিগ্রহঃ।
তদনুকূলশাসনং হ্যনুসর্ত্তব্যন্নেতরৎ।
শিষ্টাপ্তবেদপিতৃপরলোকদেবাঃ শ্রদ্ধেয়াঃ নাপোহ্যাঃ।
সদাচারা বর্ণাশ্রমানুগজীবনবর্দ্ধনা নিত্যং পালনীয়াঃ।
বিহিতসবর্ণানুলোমাচারাঃ পরমোৎকর্ষহেতবঃ
স্বভাবপরিধ্বংসিনস্তু প্রতিলোমাচারাঃ।

ব্রহ্ম ভিন্ন আর কেহ উপাস্য নহে, ব্রহ্ম এক অদ্বিতীয়।
তথাগত তাঁ'র বার্ত্তাবহগণ অভিন্ন।
তথাগতগণের অগ্রণী বর্ত্তমান পুরুষোত্তম,
পূর্ব্বপূর্ব্বগণের পূরণকারী বিশিষ্ট বিশেষবিগ্রহ।
তদনুকূলশাসনই অনুসর্ত্তব্য—তদিতর কিছু নহে।
শিষ্টাপ্তবেদপিতৃপরলোকদেবগণ শ্রদ্ধেয়—অপোহ্য নহে।
বর্ণাশ্রমানুগ সদাচার জীবনবর্দ্ধনীয় নিত্যপালনীয়।
বিহিত সবর্ণানুলোমাচার পরমোৎকর্ষহেতু,
প্রতিলোমাচার—স্বভাবপরিধ্বংসী।

---

* পঞ্চবর্হিঃ যেমন প্রত্যেক হিন্দুর স্বীকার্য্য ও গ্রহণীয়—এই সপ্তার্চ্চিঃও তেমন অনুসরণীয় এবং পালনীয়।

"মা ম্রিয়স্ব,—

মা জহি,—

শক্যতে চেৎ

মৃত্যুমবলোপয়।"

ম'রো না, মেরো না, যদি পার মৃত্যুকে অবলুপ্ত কর।

তাঁ'র শঙ্খ তোমাতে গর্জ্জে' উঠুক,
দুষ্টবুদ্ধিকে দমন করুক,
মরণকে নিরসন করুক,
সব যাতনার উপশম করুক,
পাপকে নিবৃত্ত ক'রে সবাইকে শান্ত ক'রে তুলুক;
তাঁ'র চক্র তোমাকে সুদর্শন-প্রবুদ্ধ ক'রে
কৃতিবান ক'রে তুলুক,
অন্যায়কে অপসারিত করুক,
শান্তির প্রতিষ্ঠায় তোমাকে নিরবচ্ছিন্ন ক'রে তুলুক;
আর, গদা তোমাকে
গুরুগম্ভীর মেঘবাণীতে বাগ্মী ক'রে তুলুক,
তোমাতে মুগ্ধ হোক সবাই,
পরিপোষণী বিচ্ছুরণে দীপ্ত হোক তোমার
পরিপূরণী প্রকীর্ত্তি;
কৌমোদকী সার্থক ক'রে তুলুক তোমাকে,
আর, পদ্ম আনুক গতি, আনুক স্থৈর্য্য,
প্রাপ্তিতে প্রস্ফুটিত ক'রে তুলুক জন ও জাতিকে;
আর, সব হৃদয় খুলে
উদাত্ত আত্মনিবেদনে তুমি ব'লে ওঠ,
গেয়ে ওঠ—"বন্দে পুরুষোত্তমম্"।

সূচীপত্র

বিষয়			পৃষ্ঠা

শিক্ষা

শিক্ষা কিন্তু কতকগুলি জড় বিজ্ঞতাই নয়কো—
বরং তা' তাৎপর্য্য-সহ জীয়ন্ত অনুভব—
তা' না হ'লে
শিক্ষার দাম কোথায়
আর প্রাণই বা কী? ১।

জানে অথচ চরিত্র নাই—তা' কাজে লাগাবার,
বিদ্যায় সে মূঢ়। ২।

তোমার বিদ্যা যদি মাথাতেই মজুত থাকে,
আর তা' ব্যবহারে লাগাতে না জান—
সে-বিদ্যা তোমার কিছুই নয়। ৩।

শোনা বা পড়াকে
যদি কাজে মূর্ত্ত ক'রে তুলতে না পার—
তা' তোমার জীবনে
প্রহেলিকাময় একটা কওয়ার বাবুগিরি ছাড়া
কিছুই ক'রে তুলতে পারবে না,
ভেবে দেখ—
ফয়দা কোথায়। ৪।

আপনবোধে অন্যকে নিজের মত ক'রে দেখা—
আর, বিহিতভাবে তেমনি করা ও চলা—
ব্যবহার শেখার মক্‌সই ওখান থেকে। ৫।

যা'দের চলা, বলা, করা, জানা
ঈশ্বর বা ইষ্টে অর্থান্বিত হ'য়ে ওঠেনি
বাস্তবে, সমন্বয়ে, সামঞ্জস্যে,—
তা'দের জ্ঞান যা'ই হোক না কেন
পল্লবগ্রাহী মাত্র,
বিদ্যা অনেক দূরে
তা'দের থেকে। ৬।

যে যা' জানে—
সেই জানার অভিব্যক্তির ভিতর-দিয়ে
তা'র অনুসরণ
ও যথাবিহিত আবৃত্তিতে
জানাকে আয়ত্ত করতে পারা যায়,
আর, আয়ত্ত করার এই-ই সহজ পন্থা। ৭।

শিক্ষিত হও—
ধীকে বাড়িয়ে তোল,
কিন্তু পেশীকে বঞ্চিত ক'রে নয়—
বরং শক্তিশালী ক'রে তা'কে—যথাবিহিত। ৮।

বিদ্যা আছে,
কিন্তু তা' চরিত্রে মূর্ত্ত নয়—
সদর্থোদ্দীপনায়, সামঞ্জস্যে, ব্যবহারে,—
তা'র পরিবেষণ কিন্তু সর্ব্বনাশা। ৯।

চরিত্রহীন শিক্ষক
ছাত্রের জীবনের ভক্ষক। ১০।

দাম্ভিক ভণ্ড-জ্ঞানী হওয়া ভাল না,—
তা' নিরর্থক,
অপকারীও অনেকের পক্ষে। ১১।

জ্ঞান যত সদনুপূরক,
সার্থক-সঙ্গতিসম্পন্ন—
সমঞ্জস—
তা'র তত জলুস—
আর, হিতপ্রদও তা' তত। ১২।

অপ্রকৃতিস্থ প্রণিধান
ভ্রান্ত সন্ধিৎসারই
পরিচালক। ১৩।

হওয়া-মানুষকে তৈরী করা যায় না—
বরং তার বৈশিষ্ট্যকে পোষণে
পুষ্ট করা যায়—
উৎক্রমী ক'রে;
মানুষ তৈরী করতে গেলেই চাই—
প্রজনন-পরিশুদ্ধি। ১৪।

যা' অর্জ্জন করবে—
বৈশিষ্ট্যানুগ হ'য়ে
সত্তাকে যদি তা' স্পর্শ করে
সার্থক-সত্ত হ'য়ে—
তপঃ-উৎসারণায়,—
তা' সাধারণতঃই সত্তায়
সত্ত্ব লাভ ক'রে থাকে,
আরো তা' তেমনতরই
জননে সংক্রামিত হ'য়ে ওঠে সাধারণতঃ—
বৈশিষ্ট্যের
সংগঠনী দাঁড়ায় দাঁড়িয়ে
উৎকর্ষেও চলে তেমনি,
আর, এর বিরুদ্ধ চলনে
অপকর্ষ হ'য়ে ওঠে
অনিবার্য্য। ১৫।

স্বাস্থ্য ও সদাচার

অস্পৃশ্যতাকে বর্জ্জন কর ভালই,
তা'তে ক্ষতি নাই—
কিন্তু সদাচারকে বিদায় দিও না। ১৬।

ইষ্টনিষ্ঠ মুগ্ধ-উদ্দাম মন
অসুখ-বিসুখের ধারই ধারে কম। ১৭।

আনন্দদীপ্ত মন
যদি শুভপরিচারী পারিপার্শ্বিক পায়,
দুঃস্থ বা অসুস্থ হয় ক্বচিৎ। ১৮।

অবাঞ্ছনীয় রোগ-প্রত্যাশী
যদি হ'তে চাও—
যেখানে-সেখানে যা'র-তা'র হাতে খেতে পার,
আর, স্বাস্থ্যই যদি কাম্য হয়—
সদাচারী হওয়াই ভাল। ১৯।

মাছ, মাংস, মাদক—
যা' সত্তাকে স্বস্থ রাখতে দেয় না—
তা' আয়ুকে কমিয়েই দিয়ে থাকে—
বিধানের বিপর্য্যয়ী পরিপোষণে। ২০।

মাছ-মাংস খেলেও
তা' হামেশা খেতে নাই—
এবং তা'দের বিষক্রিয়ার প্রতিষেধকও খেতে হয়—
যেমন দধি ইত্যাদি—

তা'তে ওদের দুষ্টক্রিয়া
খানিকটা শমিতই হ'য়ে ওঠে। ২১।

খাদ্য হওয়া উচিত সহজপাচ্য,
পুষ্টিকর, তৃপ্তিপ্রদ—
শরীরের ন্যায্য পোষক—
সদাচার-সংসিদ্ধ
অর্থাৎ জীবনীয়—সাত্ত্বিক, স্বাদু। ২২।

আঘাত-অভিভূত বেদনায়
মুষড়ে-পড়া শঙ্কিত মন
ব্যাধির আকর;
আর, তা' যখন
বাহ্যতঃ তা'র অনুপূরক পরিস্থিতি পায়
তখন ফুটন্ত হ'য়ে ওঠে—
ধ্বংসের রূপ ধ'রে মৃত্যুকে ডাকে;
মনকে উদ্বুদ্ধ কর,
অনুপূরক ব্যবস্থাও কর
বাহ্যতঃ তা'র—
রেহাই পাওয়া সহজ হ'য়ে উঠবে। ২৩।

ব্যাধির জনক হ'লো চিন্তা,
জননী হ'লো তৎপরিপোষণী পরিস্থিতি—
যার ভিতর-দিয়ে বৈধানিক বিকৃতি জ'ন্মে থাকে;
আর, নিরাকরণ হ'চ্ছে
পরিস্থিতির সত্তাপোষণী বিন্যাস,
চিত্তের সংঘাত-অপসারিণী ব্যবস্থার ভিতর-দিয়ে
ফুল্ল উদ্দীপনা,
এবং বৈধানিক বিকৃতির
নিরাকরণোপযোগী ঔষধ ও পথ্য। ২৪।

শরীর কিন্তু তখনই
ব্যাধির আকর হ'য়ে ওঠে—
যখনই বিহিত করণীয়গুলিকে অবজ্ঞা ক'রে
সময়কে লোপাটে দিয়ে
বৃত্তি-বেহুঁস আলস্য প্রশ্রয় পায়,
আর, ঐ আলস্যই তখন
অজচ্ছল উপ্‌চে ওঠে
মরণ-দুন্দুভি নিয়ে,
সাবাড় ডাকে—"আয়"। ২৫।

অসুস্থ বা অসুস্থের পরিচর্য্যারত যা'রা—
তা'দের দ্বারা পানাহারের কাজ করাতে যেও না,
তা'দের পরিচর্য্যা ক'রো
কিন্তু তা' প্রতিষেধী আচারে,—
তা'তে সংক্রমণের হাত থেকে
অনেকখানিই রেহাই পাবে। ২৬।

নিজে অসুস্থ থেকে পারতপক্ষে
সুস্থের সেবা করতে যেও না,
মানুষ আপন কিন্তু রোগ নয়কো,
ঐ সেবা তা'কেও অসুস্থ ক'রে তুলতে পারে। ২৭।

রোগীর সেবা করতে যেয়ে
রোগের সেবা ক'রো না—
তোমার ফন্দি, ফিকির, বুদ্ধি, তৎপরতা
যেন রোগীর রোগ নিরাময়ই করে—
নজর রেখো তা' রোগপুষ্টি না আনে। ২৮।

দারিদ্র্য-ব্যাধি

পাওয়ার তপস্যা—
যা' বিহিত কর্ম্ম-নিয়ন্ত্রিত নয়,—
তা' দরিদ্রতারই উপাসক—ওরফে। ২৯।

কাজের বেলায় যা'দের ফক্কাবাজি,
রাতারাতি বড়লোক হবার স্বপ্নে
যারা তন্দ্রাচ্ছন্ন—
দারিদ্র্য-ব্যাধি প্রায়শঃই সেখানে তাজা। ৩০।

আল্‌সে নির্ভরশীলদের প্রতি
লক্ষ্মী বক্রদৃষ্টিসম্পন্ন। ৩১।

যোগ্যতা নেই—পাও না—
তুমি ত্যাগী—
তা'র মানেই হচ্ছে তুমি দাম্ভিক—
দারিদ্র্য-ব্যাধি-যুক্ত। ৩২।

খায়, পরে,
কিন্তু পেট যে পোষে—
তা'কে যত্ন করে না—
অলক্ষ্মীর আদিম বাসই ঐখানে। ৩৩।

প্রয়োজন যাদের অবাধ্য
অথচ উপার্জ্জনী হাঙ্গামা
যা'রা পোহাতে চায় না—
ভাবে অপটু—
দরিদ্রতাই তাদের বান্ধব। ৩৪।

সংগ্রহ করতে যা'রা পারে না—
উৎসাহী ক'রে, প্রবুদ্ধ ক'রে মানুষকে,—
এক নিঃশ্বাসে বুঝে নিও
তা'রা সেবায় মূঢ়,
অন্তরে তা'রা দৈন্যক্লিষ্ট,
দ্বিধা দুর্ব্বল ঔদার্য্যে। ৩৫।

যা'কে দিচ্ছ—
যখনই দেখছ
তোমার উপচয়ে সে অন্ধ,
সন্দেহ ক'রো সে অসৎ-স্বার্থী,
দৈন্যব্যাধিগ্রস্ত হ'য়ে উঠেছে প্রায়,—
সাবধান হও,
নতুবা, অচিরেই
ভবিষ্যৎ তমসাচ্ছন্ন হ'য়ে উঠবে তা'র। ৩৬।

স্বার্থান্ধ পরস্ব-লোলুপেরা
প্রায়শঃ অকৃতজ্ঞ-বিনয়ী হ'য়ে থাকে,
কপট স্বার্থ-লোলুপতায়,
মিষ্টি কথায় ক্ষতি-ভয়বিহ্বল ক'রে
দাতাকে বিধ্বস্ত করার বাহানাই
দেখতে পাওয়া যায় তাদের প্রায়শঃ;
অসৎ ধড়িবাজ হ'তে সাবধান থেকো—
তা'রা ক্ষয় ও ক্ষতির অগ্রদূত। ৩৭।

তোমার উপচয়ে স্বতঃ-সক্রিয় যা'রা নয়,
মুখে স্বর্গ-অভিযানের বার্ত্তা যা'দের সহজ—
আলিস্যি-ভরা নিরঙ্কুশ স্বার্থ বাগাতেই
যা'দের তৎপরতা—
সন্দেহ ক'রো,
তা'রা কিন্তু বৃশ্চিক-প্রাণ,
গতিও তেমনি তা'দের। ৩৮।

যা'রা নেয়ই কিন্তু দেয় না—
বা দেওয়ার প্রবৃত্তিও যাদের মন্থর—
নিছক জেনো, তারা কর্ম্মবিমুখ,
চির-অতৃপ্ত,
লোভী ও পরশ্রীকাতর,
আর, ওর সাথে অনুস্যূত থাকে
অন্তঃশায়ী, অকৃতজ্ঞ, অসেবা-প্রবণ,
কোপকলুষ সম্ভ্রান্ত নীচতা,
অমঙ্গল ও অকল্যাণই তা'দের নিয়তি। ৩৯।

পরনিন্দা

অপকর্ম্ম করলেই
নিজের সাফাই গেয়ে
অন্যকে দোষ দেওয়ার প্রবৃত্তি জন্মে
পরনিন্দুক হ'তে হয় কার্য্য-কারণে,
ফলে, ক্রমশঃ নিজের অগ্রগতি
নিজেই নিরুদ্ধ করতে থাকে;
তাই, নিজেকে শুদ্ধ কর,
অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে
অযথা পরনিন্দুক হ'তে না হয়—
সাবধান। ৪০।

অসৎবুদ্ধি, আলস্যপ্রবণ, প্রবৃত্তিপন্থী মূর্খেরা
জ্ঞানবিনয়ীদের
প্রায়ই ক্রূর সমালোচনা ক'রে থাকে। ৪১।

না দেখে-শুনে
কুকথা কচলান অন্যায্যভাবে—
"কু"তেই প্ররোচিত করা—
পরোক্ষে। ৪২।

কু-চর্চ্চা ও গুজব-বাধ্য মনের
বিয়োগ ও বিকৃতিই হ'চ্ছে প্রধান পরিকর। ৪৩।

কা'রও প্রতি নেশা থাকলে
তা'র নিন্দা আসে না—
সমর্থন হ'য়ে ওঠে পরাক্রমী, পুষ্ট—
নেশার দিশাই ঐ। ৪৪।

চরিত্র

চিন্তা-চলন যেমন—
চরিত্রও তেমন। ৪৫।

সুকৃতির লক্ষণ সুচরিত্র,
সুচরিত্র বুঝিয়ে দেয় সুচলন,
আর, এ যেমনতর
অন্তর্নিহিত ধৃতিও তেমনি। ৪৬।

করার ভিতর-দিয়েই
চরিত্র এস্তামাল হয়—
কথায়, ব্যবহারে, চলায়—
সুষ্ঠুতায়। ৪৭।

তুমি যদি মন্দ হও,
তা' কেবল তোমাতেই নিবদ্ধ থাকে না—
পরিবার-পারিপার্শ্বিকেও সংক্রামিত হয় তা',
তাই, ভাল যদি করতে পার, কর—
নিজে ভালতে দাঁড়িয়ে;
মন্দ হ'য়ে, নিজের সাথে-সাথে
অন্যেও তা' সংক্রামিত করতে যেও না। ৪৮।

আপন পারিবারিক পরিবেশে
অভ্যাস, ব্যবহার যা'র যেমন,
প্রকৃতিও তা'র তেমনি—
সাধারণতঃ। ৪৯।

আদর্শনিষ্ঠ উদ্যম
যা'দের চরিত্রে উদ্দাম হ'য়েই থাকে,
সিদ্ধান্তমুখর কথাই তা'দের
স্বতঃপ্রতিজ্ঞ, প্রচেষ্টাপরায়ণ, সিদ্ধিপ্রসূ,
আর, এই-ই তা'দের মোক্ষম পরিচয় ;
এমন লোক যদি পাও—
বাজিয়ে নিও—
দেখো কেমন। ৫০।

শান্তি ও সৌহার্দ্দ্যের ধান্ধাই যা'দের পরিচালক—
বুঝে নিও—
তা'রা ঢের খাঁটি—অন্তঃকরণে ;
আর, উল্টো যা'দের প্রবৃত্তি—
কথা ও ব্যবহার তা'দের যতই উপাদেয় হোক—
সন্দেহ ক'রো, বুঝো,
আর, সে-চলনেও বিরত থেকো,—
এড়াবে অনেক জঞ্জাল। ৫১।

পা'ক বা না পা'ক—
দেওয়ার ধান্ধায় যে উৎফুল্ল, অক্লান্ত,—
দেওয়ায় যা'র উপ্চানী ঝোঁক্,
দিয়ে সার্থক আত্মপ্রসাদ উপভোগ করে—
অবিচ্ছিন্ন অটুট দায়িত্ব যা'র
সানন্দ এবং সক্রিয়—
অন্য বিষয়ে যেমনি হোক না কেন—
সে-মানুষ তোমার গৌরবের। ৫২।

আদর যা'তে স্বতঃস্ফূর্ত্ত—
যা'র চলন-বলন এমনতরই—
আদৃত না হ'য়েই পারে না,—
তৃপ্ত ও দীপ্ত হ'য়ে ওঠে সে
সৌন্দর্য্যে। ৫৩।

ইষ্ট-সংশ্রয় যা'র মধুর—
বাক্ ও ব্যবহার যা'র মিষ্টি—
এমন-কি, মন্দনিরোধও যা'র তৃপ্তিপ্রদ,—
সুষ্ঠু মানুষ সে,
বৈশিষ্ট্য তার ফুটে' ওঠে—
মাধুর্য্যে। ৫৪।

মানুষকে আপন ক'রে তুলতে যত্নবান হও
বাক্য, ব্যবহার ও অনুজ্ঞার ভিতর-দিয়ে—
দানে, গ্রহণে, পরিচর্য্যায়,
ত্রুটি-বিচ্যুতিকে সংশোধন ক'রে
শুভ-সৌজন্যে ;—
ব্যক্তিত্ব এমনি ক'রেই প্রসাদশীল
হ'য়ে ওঠে। ৫৫।

বৈশিষ্ট্যে যে যেমন শক্ত—
পরিস্থিতি থেকে সে তেমনি
আহরণ করতে পারে
তা'র পরিপোষণী যা' ;
আর, দুর্ব্বল-বৈশিষ্ট্য যা'রা
তা'রা সাধারণতঃ ঐ আহরণের মহড়ায়
পরিশোষিতই হ'তে থাকে ক্রমশঃ—
পরিস্থিতিতে আত্মবিলয় ক'রে,
উৎক্রমণী হ'য়ে উঠতে পারে না তা'রা। ৫৬।

উন্নতি যেখানে প্রকৃষ্ট, চরিত্রগত,
বিনয় সেখানে স্বতঃ—স্বাভাবিক। ৫৭।

পূর্য্যমাণ জ্ঞানী হওয়া তো ভালই,—
কিন্তু ওর সাথে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বিনয়ী হওয়া
আরো ভাল। ৫৮।

ব্যক্তিত্বহীন বিনয়
আর পরাক্রমহারা ব্যক্তিত্ব যা'র—
দুনিয়ার কৃপাপাত্রই সে—
লাঞ্ছনাই তা'র উপঢৌকন। ৫৯।

বৈশিষ্ট্য যার যেমন—
চলন, বলন, দেখা, শোনা,
নিষ্ঠা-আবেগও তেমন। ৬০।

প্রত্যয় যত সময় সক্রিয় হ'য়ে
চরিত্রে ফুটে না উঠছে—
সৌন্দর্য্য নিয়ে,—
তত সময় পর্য্যন্ত
সত্তা অনুরঞ্জিত হয়েছে
বোঝা যায় না। ৬১।

কথা কইতে শেখ—
কোথায় কী কথা কেমন ক'রে কইলে
উদ্বুদ্ধ হ'য়ে ওঠে সে,
অকপট হ'য়ে ওঠে সে,
হৃদয় খুলে দেয়,
আশ্রয় পেয়ে কৃতার্থ হ'য়ে ওঠে
দরদী সৎ-আশ্বাসে—
পরিপুঙ্খরূপে নজর রেখে;
তাই, সৎ ও সুভাষী হও—
সার্থক হ'য়ে উঠুক বাক্ তোমার
প্রত্যয়ী তেজোঽভিস্পন্দনে। ৬২।

ইষ্টনিষ্ঠায় দড়, অনুকম্পী,
সেবাপ্রবণ, কৌশলী, সময়ানুবর্ত্তীদের
প্রায়ই বড় হ'তে দেখা যায়। ৬৩।

সেবা-প্রখ্যাত যে,
সুষ্ঠু কৌশলী সে—প্রায়শঃ। ৬৪।

মিষ্টভাষী হও—
আর, তাই-ই ভাল—
কিন্তু সুষ্ঠু ব্যবহারে। ৬৫।

তুমি যা' বল তা'র নিশানা
যদি তোমার চরিত্রে না থাকে—
যা'কে বলছ
তা'র পরিবর্ত্তন কমই হবে কিন্তু,
তোমারও সুবিধা কম;
বলায়-চলায় মিতালী থাকলেই
তা' সার্থক হয়। ৬৬।

মানী, অকপট দায়িত্বশীলের লক্ষণ—
সৌজন্যে ন্যস্ত দায়িত্বের বিহিত হিসাব-নিকাশে
আপ্যায়িত ক'রে তোলা—
মানীর মর্য্যাদাই ঐখানে। ৬৭।

স্পষ্ট হও—কিন্তু মিষ্টি হও,
দক্ষ সুকৌশলী হও,
ভণ্ডুল-কর্ম্মা হ'তে যেও না। ৬৮।

নমনীয় হও—
কিন্তু সত্তায় স্থিতিস্থাপক হ'য়ে—
ছেদ্য হ'য়ে নয়কো। ৬৯।

সত্তার প্রতিকূলে যা'—
তা'তে নিরেট হ'য়ো না—
বরং শক্ত থাক অনুকূলে। ৭০।

নষ্টই যদি হ'তে থাক—
যা' হ'তে তা' হ'চ্ছ
তা'র কবলেই থাকতে যেও না—
দেখ, শোন, ভাব—
উৎকর্ষে কি ক'রে চলতে পারা যায়,
আর, কাজেও তা'ই ক'রে চল,
থেমে যেও না, রেহাই পাবে—
বাঁচবে। ৭১।

দীপ্ত হও
আক্রোশে নয়—
তৃপ্তিতে,
দক্ষচলন-প্রাজ্ঞ কৃতিত্বে। ৭২।

নিজের প্রয়োজনগুলিকে কমিয়ে ফেল—
যথাবিহিত সুষ্ঠুভাবে—
যাতে ক্ষুণ্ণস্বাস্থ্য না হও বা অপরিচ্ছন্ন না থাক
এমন কায়দায়
সুন্দর সদাচারী হ'য়ে,—
আবর্জ্জনা-ব্যাপৃত হবে না,
চলনও হবে অপব্যয়হীন—
ঝরঝরে, সহজ। ৭৩।

না-জানার বাহাদুরী নিয়ে
আমরা টপ্পা মারতে পারি,
কিন্তু জানার আত্মপ্রসাদ ও বিনয় যা'র আছে
সেই-ই বিশেষ মানুষ। ৭৪।

যে লোককে ব্যবহার করতে জানে না—
লোক পেলেই যা'র
স'রে দাঁড়াবার বুদ্ধি ফুরসুৎ পায়—

সে দায়িত্বশীল তো নয়ই,
বরং সুবিধাবাদী। ৭৫।

করার আবেগ যাদের কম—
সমস্যা-ধাঁধা তা'দের তত বেশী,
হুকুমের গাফিলতি-দোহাই
তত নিরলস ও রসাল। ৭৬।

স্বার্থ যেখানে অন্তঃশায়িত,
অনুগতি যেখানে কপট,—
তামিল-বুদ্ধিও সেখানে ফাঁকিবাজ,
আর, মতান্তরের সহিত মনান্তরও সেখানে উচ্ছল। ৭৭।

পরিস্থিতির খতিয়ান বা খবরে
যে যত বধির,—
ধ'রে নিও,
সহানুভূতি বা সহযোগপ্রবণতা তা'র
তত খাটো। ৭৮।

দায়িত্ব নিয়ে প্রথম মহড়ায়ই
যা'রা করার বেলায় কুঁচকে যায়,—
ভণ্ডুল-কর্ম্মা ও খরচার মোসাহেব ব'লেই
তা'দিগকে সন্দেহ করতে পার—
অন্ততঃ প্রথমতঃ। ৭৯।

হিসাব চাইলেই যা'রা অপমানিত হয়—
অবিশ্বাস করা হ'চ্ছে ব'লে মনে করে—
অসাধু অকৃতজ্ঞতা তা'দের অন্তরের
নিবিড় স্থানে ব'সে ধূমপান করছে,
একটু এগুলেই বুঝতে পারবে। ৮০।

কর্ম্মব্যস্ত চলন—
আর, সে-চলার উপচয় খুঁজে পাওয়া যায় নাকো
অথচ ন্যায়ের দোহাইদারী
খরচার বাবুগিরি-অভিনন্দন প্রতি পদক্ষেপে,—
প্রায়শঃই দেখতে পাবে—
তোমার আয় বা উন্নতির তা'রা ভদ্র অভিঘাত,
হিসাব ক'রে চ'লো। ৮১।

দুষ্ট বা বিরুদ্ধ ধারণার বশবর্ত্তী হ'য়ে
প্রত্যক্ষভাবে জিজ্ঞাসাবাদ না ক'রে—
স'রে দাঁড়ান এবং অসহযোগিতা
বা বিরুদ্ধ চলন যেখানে—
তা'রা যতই সাধু ও সুযুক্তির বাহানা করুক না কেন,
কৃতঘ্নতা সেখানে অন্তঃসলিলা। ৮২।

যাদের ভেবে-দেখা বুদ্ধিই প্রবল—
দেখে ভাবা, করা বা চলা মিষ্টি লাগে না,
স্বভাব সুনিষ্ঠ ও দায়িত্বশীল নয়কো,
আর, কথায় ও চলনে দ্বন্দ্ববহুল,
মন্থর, অকুশল-কৌশলী, কাজ মজুত রাখতে
ওস্তাদ যা'রা,
তা'রা যা'তেই যা'ক না—
অপ্রতুলতাকেই বেশী আশা ক'রো। ৮৩।

ভণ্ডবুদ্ধি
ধর্ম্মকথা কয় অন্যের বেলায়,
বাগানোর মতলবে,
আর, সুবিধামাফিক
নিজের বেলায় হয় সংসারী,
নয় লোকসেবক,—
কোথাও নাস্তিক। ৮৪।

স্তাবক যারা পাওয়ায়—
রিক্ত তা'রা চরিত্রে। ৮৫।

কেবলই যারা অলস, নির্ভরশীল,
প্রচেষ্টাবিমুখ—
উন্নতির রাস্তা তা'দের প্রায়ই
ভণ্ডুল হ'য়েই থাকে। ৮৬।

কথায়-কথায় যা'দের প্রতিজ্ঞা,
অস্থির সাধুতা তা'দের আজ্ঞাকারী—
উল্টোচলন-অভ্যস্ত তা'রা সাড়ে-ষোল-আনা। ৮৭।

পাওয়ার লোভে ঢেরই বলে—
কাজে কিন্তু একটুও নয়—
এমনতর লোক বিপত্তিরই দূত;
নিজস্বার্থ-আগ্রহে ক্ষতি করতে
একটুও তা'দের দেরী হয় না,
তাই, কথায় ভাল, কাজে নাই—
তা'রা কিন্তু লোক-বালাই। ৮৮।

বললেই যে বুঝতে চেষ্টা করে না,
আবার কাজেও করে না,
কিংবা, ঘনঘনই ভুলে যায়,
তা'র স্বভাব কিন্তু প্রণিধানী নয়—
নিজের ধাঁচেই সে অভিভূত,
তাচ্ছিল্যপ্রবণ—ঘেঁচ্ড়া। ৮৯।

যা' সৎ—
বুঝে বা জেনেও যা'রা তা' গ্রহণ করে না
বা সক্রিয় সমর্থন করে না,
প্রায়শঃ অসৎ প্রলোভন
অন্তঃশায়ী তা'দের তখনও। ৯০।

স্বার্থান্ধ অকৃতজ্ঞতা ও কপট প্রকৃতি যা'দের স্বতঃ,
যেমন পরিচর্য্যাই কর—
তা'দের স্বস্থ ও সক্রিয় সুন্দর ক'রে তুলতে পারবে কমই;
তা'দের ব্যাধি কঠিন কিন্তু,
নিজেও সাবধান থেকো
প্রতিষেধী চলন নিয়ে,—
সংক্রামিত না হও। ৯১।

যা'রা সুবিধা নেয়
অথচ সেবা দেয় না স্বতঃস্বেচ্ছায়—
যে-কোন মুহূর্ত্তে ক্ষতি করতে পারে তা'রা কিন্তু,
কৃতঘ্ন তা'রা অন্তরে। ৯২।

যা'রা সেবায় স্বার্থলোলুপ
বা সেবাবিমুখ,
আত্মস্বার্থী হীনম্মন্য অহং-এর পূজারী,
তা'রা চাওয়াতেও অসরল,
তা'দের চাওয়ার প্রকৃতিই এমনতর
যা'তে হৃদয় খুলে দেয় না কা'রও,
ভাঁওতার ভিতর-দিয়ে
নিজের গরিমাকে—বজায়-প্রয়াসী;
আত্মসমর্থনের একমাত্র অস্ত্রই
হ'য়ে ওঠে তা'দের অকৃতজ্ঞতা,
কাউকে আপন ভাবা
তা'দের পক্ষে সুদূরপরাহত। ৯৩।

যা'রা নতি-অভিবাদনে
বা প্রণামে অসমর্থ,
মাথা যেন কে ধ'রে রেখেছে মনে হয়—
বুঝে নিও, জলুস যতই থাকুক না কেন,
অন্ততঃ তখন পর্য্যন্ত

হীনম্মন্য অহং তা'দের আবিষ্ট ক'রে রেখেছে—
যুক্তি-প্ররোচিত শাসনে;
যেখানে বিনয় নাই—
সেখানে দর্শনও নাই,
বিদ্যাও নাই,
পূয়গন্ধী বুঝ থাকতে পারে হয়তো। ৯৪।

যোগ্যতা থেকেও যা'রা সময়ান্ধ,
আপসোস ও অকৃতকার্য্যতার
অভিযাত্রী তা'রা—
সুযোগ তা'দের সন্দেহসঙ্কুল। ৯৫।

আবেগশ্লথ আগ্রহ যা'দের—
তা'রা প্রায়ই ইতস্ততঃ-ঈপ্সী হ'য়ে থাকে,
আর, যা'রাই ইতস্ততঃ-ঈপ্সী—
তা'রাই সাধারণতঃ সময়ান্ধ,
লাখো যোগ্যতা তা'দের
সহযোগিতা ও সুযোগহারা,—
ক্লান্ত ও ভারাক্রান্তই হ'য়ে ওঠে অবশেষে। ৯৬।

সময়ান্ধ যা'রা—
সাধারণতঃই দায়িত্বহীন হ'য়ে থাকে তা'রা,
তা'রা কর্ম্ম-যক্ষ্মী,
বিপত্তির অগ্রদূত। ৯৭।

যা'রা সামঞ্জস্যে চলতে পারে না—
প্রণিধানেও তা'দের খাঁকতি,
কুশল ব্যবহার আর সময়োচিত সার্থক কর্ম্মদক্ষতায়
পটুত্বও কম তা'দের। ৯৮।

অযথা সন্দেহসঙ্কুল মন
আপদকেই ডেকে আনে—
অব্যবস্থ নিরাকরণে। ৯৯।

ভালবাসাকে তা'রাই দুর্ব্বলতা ভাবে—
আত্মোৎসর্গ-শক্তি যা'দের দুর্ব্বল। ১০০।

যেখানে দিতে হবে—
তোমার যা' আছে তা' হ'তেই দিও,—
যেমন পার ;
পাচ্ছ যা' হ'তে—
পরসহৃদয়তায়
তা'র মাথায় হাত বুলোতে যেও না,
মূর্খের মত নিজের পায়ে নিজেই
কুড়োল মারার বাহাদুরী কিনতে যেও না। ১০১।

মেয়ে-মহলে থাকতেই যে অভ্যস্ত—
সম্বলই তা'র বাহাদুরীপূর্ণ
প্রীতি-ঘোম্‌টায় বিহ্বল কামানুগত্য,—
যদিও সে বাহাদুরী
প্রায়শঃ প্রমাণহীন—বাস্তবে। ১০২।

বাধাকে বাধ্য করার মুরোদ নেই
অথচ কর্ম্মী,—
তা'র মানেই
ভাঁওতামুখর—আল্‌সেধর্ম্মী। ১০৩।

যা'রা ধাপ্পাবাজ—
মিথ্যার উপর যা'দের ভিত্তি—
তা'রা দক্ষ বুদ্ধিমান্ নয়,
বরং দাম্ভিক ভড়ং-এ চৌকসই—
সাধারণতঃ। ১০৪।

সংগ্রহ করে খুব—
কিন্তু ধাপ্পাবাজি-চলনে,
উত্তরে দুর্দ্দশার অঙ্ক মুক্ত তা'র। ১০৫।

নিজেকে জাহির করতে যেও না খামাখা—
বরং জহুরী হও,
আর, তা'ই ভাল। ১০৬।

কেবল ঢাকেই যা'দের
জয় বা খোসনাম—
তা'রা কেমন লোক—সন্দেহের,
ভয়েরও কিছু-কিছু। ১০৭।

যা'রা অন্যায় ক'রে ঢাকে
ন্যায়ের অছিলায়,—
তা'রা অন্যকে যখন সন্দেহ করে—
বাস্তবে প্রমাণ পেলেও
তা' অবিশ্বাসই ক'রে থাকে—
নিজের সাথে মিলিয়ে। ১০৮।

সত্তা-সম্বর্দ্ধনায় তাচ্ছিল্যপ্রবণ
অথচ প্রবৃত্তি-পরতন্ত্র, কৃষ্টিবিমুখ—
এই হচ্ছে অসৎ-তাৎপর্য্য। ১০৯।

ঐক্যহারা, সেবাকঞ্জুষ, অসৎপ্রকৃতি যা'রা—
প্রকৃতিই তাদের দুর্ভোগ আমন্ত্রণ করে,
নির্ব্বাসন-প্রবাস স্বতঃস্ফূর্ত্ত তা'দের—
স্বেচ্ছ বিচারে। ১১০।

যা'রা বিশেষ বা বিশিষ্টকে
অবজ্ঞা করতে জানে—

তা'রা হাম্‌বড়াই-পুষ্ট অহং-এর মালিক,
আত্মশ্লাঘী—
দেখতে পাওয়া যায় এটা প্রায়ই। ১১১।

কুৎসিত চরিত্র
হামবড়ায়ী মূর্খতার আসনে অধিষ্ঠিত। ১১২।

যা'রা অন্যায্য নেওয়ায় অভ্যস্ত,
কাজে কসুরই যা'দের স্বার্থ,
সহজ চলনাই যা'দের অপচয়ী,—
তা'দের কৃতজ্ঞ অবদান তো নাই-ই,—
কুচর্চ্চারত হ'য়ে অকৃতজ্ঞ আচ্ছাদনে
দাতাকে কলঙ্কিত করারই ধাত
পেয়ে বসে তা'দের—
নিজের অন্যায্য-গ্রহণকে ঢাকতে
ফন্দিবাজির কোন কসুরই করে না;
এই সাংঘাতিক চরিত্র থেকে সাবধান হও,
নচেৎ অকারণ-বেদনা পাবে পুরস্কার। ১১৩।

ধৃষ্ট যা'র স্বভাব,
দাম্ভিক যা'র চিন্তা-চলন,
কুভাবই তা'র সাধ্য। ১১৪।

স্বার্থপ্রত্যাশারহিত,
ইষ্টার্থপূরণী জনমঙ্গল-প্রচেষ্টদিগকে
যা'রা শাস্তিতে অভিহত করে—
বর্ব্বর তা'রা,
সংশোধক নয়—লোকদূষক। ১১৫।

যা'দের পেছটানের কৈফিয়ৎ
এগিয়ে যাওয়াকে অবজ্ঞা করে—

তা'রা স্বভাবতঃ অকৃতী
ও অলস-স্বার্থী। ১১৬।

জৈবসংস্থিতির দৈন্য,
শ্রমবিমুখতা, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা,
অনৈষ্ঠিকতা—
এগুলির যে-কোনটাই
মানুষকে উৎকর্ষ-বিমুখ ক'রে তোলে। ১১৭।

পরপ্রতারক বা ঠগ্‌বাজ যে যত বেশী,
আত্মপ্রতারক সে ততোধিক—
বাস্তবে। ১১৮।

ইষ্টকৃষ্টি-হারা যা'রা—
ব্যক্তিত্বও তা'দের শ্লথ,
যে-কোন চাক্‌চিক্যেই
তা'রা অভিভূত হ'য়ে পড়ে—
অন্তর্নিহিত ঐক্যবন্ধনীকে ছিন্ন ক'রে,
বিদ্বেষ ও বিচ্ছিন্নতাই হয় তা'দের
প্রভাবান্বিত বিবেকী প্ররোচনা—
তা'তে সত্তা থাক্ আর যাক্। ১১৯।

তোমার বান্ধবই হোক
আর সহযোগীই হোক—
তোমার বন্ধুত্বে অটুট থেকেও
সে যদি তোমার কৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্যকে
অপঘাত করে,
সে শত্রু যেমন তোমার—
শত্রু তেমন দেশ, জাতি ও জনেরও,
সাবধান থেকো,—সতর্ক চলনায়। ১২০।

ভক্তি থাকলেই সে মিন্‌মিনে হয় নাকো—
তা'র প্রত্যেকটি চলনে, কথাবার্ত্তায়
থাকে একটা বিনীত, প্রত্যয়ী সংশ্লেষ—
যা' স্বতঃই যুক্তিপ্রভবী। ১২১।

সংযম, সহ্য আর সমীক্ষা
যা'দের নাই—
তা'রা সেবাপটু হয় কম। ১২২।

সেবাবিমুখ, দাবীওয়ালা,
অলীক-ধারণাপোষী,
দোষদর্শী যা'রা—
তা'রা মানুষকে আপন করতে পারে না,
অসহিষ্ণু-প্রকৃতি হ'য়ে ওঠে,
ফলে, দুঃখকে অনিবার্য্য ক'রে তোলে—
তা' পাওয়ায় এবং দেওয়ায়। ১২৩।

একটা অলীক ভিত্তির উপর খাড়া ক'রে
ধারণাকে অভিভূত ক'রে রেখো না,
ব্যাপারটা বোঝ, কর, দেখ,
প্রত্যয়ে তা'কে দীপ্ত ক'রে তোল,—
তবেই তো তা' অকাট্য হবে,
ভাল-মন্দ বেছে নিতে পারবে তা' থেকে,
চলতে পারবে কল্যাণের পথে—
মন্দ যা' তা'কে এড়িয়ে। ১২৪।

ভগবান, ইষ্ট বা ধর্ম্মের
মৌখিক স্তুতির ভিতর-দিয়ে
যা'রা ধর্ম্মবিরোধী কাজ করে,
তা'রা হ'লো সব চাইতে বড়
শয়তানের দূত—
প্রকৃষ্ট লোক-দূষক। ১২৫।

সেবা

তোমার প্রীতি ও সেবা
ঈপ্সিতেই কেন্দ্রায়িত হোক—
উপ্‌চে, তা' সব সম্পদ নিয়ে,—
বিস্তারেই বিস্তীর্ণ হবে। ১২৬।

তোমার সেবা প্রথমেই যেন
যা'কে সেবা করছ—
কথায় ও ব্যবহারে
তা'র মনকে সুস্থ ও দীপ্ত ক'রে তোলে—
আর সাথে-সাথে তা'র পরিরক্ষণে,
পরিপোষণে ও পরিপূরণে
সচেষ্ট হ'য়ে চলে,—
সন্দীপ্ত হবে আত্মপ্রসাদে,
অভিজিৎ হ'বে সুফলে। ১২৭।

জুড়িয়ে দেওয়া আর প্রসন্ন করাই হ'চ্ছে
সেবার স্বাভাবিক অভিব্যক্তি। ১২৮।

দক্ষ সেবাই দক্ষতা প্রসব করে—
যে-সেবা ঈপ্সিতের পরিরক্ষণ,
পরিপোষণ ও পরিপূরণে উদগ্র। ১২৯।

যাঁ'র সেবায় আত্মনিয়োগ করেছ
তাঁর চাহিদা কী, স্বার্থই বা কী—
তাই-ই যদি না জান,
কিসে তাঁ'কে পরিরক্ষণ করা যায়,
কিসে তাঁ'কে পরিপোষণ করা যায়,

কিসে তাঁ'কে পরিপূরণ করা যায়—
কি ক'রে বুঝবে?
মোদ্দা কথা, তুমি তাঁ'র সেবায় যাওনি,
গেছ তোমার চাহিদা পূরণে;
কিছু করতে পার না—
তাই, প্রতিপদক্ষেপে
অকৃতীর নাকি সুর বেজে ওঠে—
ভেবে দেখ তাই কিনা। ১৩০।

সেবা কর—
কিন্তু স্বাবলম্বিতাকে নষ্ট ক'রো না। ১৩১।

মানুষের মনকে বাদ দিয়ে
সেবা করতে যেও না—
সেবা তোমার নিরর্থক হবে। ১৩২।

সেবা—যা' সম্বর্দ্ধনাকে পূরণ,
পোষণ ও পরিরক্ষণ করে না,
তা' দুষ্ট ও দুর্ব্বল—
তাৎপর্য্যে। ১৩৩।

লোক-সেবাপ্রবণ হওয়া তো খুবই ভাল
কিন্তু তা' আদর্শপ্রতিষ্ঠ হ'য়ে,
সম্মানযোগ্য ব্যবধান বজায় রেখে,—
বালাই থেকে খানিকটা রেহাইও পেতে পার। ১৩৪।

দরদী হও—সেবায় ও ব্যবহারে,
কিন্তু নজর রেখো—
যা'তে দ্রোহী না হ'তে হয়;—
দুঃখেও সুখী হবে
সমবেদনার সক্রিয় আলিঙ্গনে। ১৩৫।

মানুষকে দাও
কিন্তু তা'র অর্জ্জন-সামর্থ্যকে নষ্ট ক'রো না—
সে-দান কিন্তু বিধ্বস্তিরই দূত। ১৩৬।

তোমার দান যেন
গ্রহীতাকে দুর্ব্বল না করে,
তোমার পরিচালনায় তা'র যোগ্যতা
যেন এমনতরই হ'য়ে ওঠে—
যা'তে তুমি তো উপচয়ী হবেই
স্বতঃই তা'কে উপচয়ী ক'রে তুলবে—
নয়তো, এ-দান দৈন্যেরই স্রষ্টা হবে। ১৩৭।

সহানুভূতিতে যা'র জন্য যা' করতে যাচ্ছ—
তা' উপযুক্ত সময়েই ক'রো,
প্রয়োজন পেরিয়ে গেলে
তা'র জন্য যা'ই কিছু কর না—
তা' কিন্তু বন্ধ্যা হ'য়ে উঠবে। ১৩৮।

অন্নদান খুবই ভাল—
তবে তা'তে যদি মানুষ উপচয়ী না হ'য়ে
অলস অপচয়ী হ'য়ে ওঠে,
তা' কিন্তু জাহান্নমের,
তা'তে মানুষের অন্তর্নিহিত কৃতঘ্নতার বীজকে
পরিপোষণ করাই হয়;
তাই, অন্নদান তো ভালই—
যদি তা'র সঙ্গে
ধর্ম্মদান করতে পার,
অর্থাৎ, মানুষকে যদি সত্তাসংরক্ষণের
উপচয়ী যোগ্য ক'রে তোল—
উপযুক্ততা-মাফিক। ১৩৯।

তোমার বাঁচতে হবে—
পরিস্থিতি থেকে নিয়ে,
পারিপার্শ্বিক থেকে নিয়ে,
মানুষ থেকে নিয়ে,
জীবনকে অক্ষুণ্ণ রেখে—চলন্ত থেকে;
তাহ'লেই সবার আগেই
দেখতে হবে তা'দের স্বার্থ
যা'রা তোমার বাঁচার স্বার্থ—
ফাঁকিতে যদি না পড়তে চাও। ১৪০।

যা'র সেবা-সম্বর্দ্ধনা
স্বার্থ হ'য়ে উঠেছে তোমার—
সক্রিয়ভাবে,—অন্তরের সহিত,
তা' হ'তে বিনিঃসৃত যে ঐশ্বর্য্য—
তা' যা'ই হোক—
তোমাকে দীপ্ত ক'রে তুলবে তা'
তেমনিভাবে—
স্বতঃই। ১৪১।

ইষ্টার্থ ছাড়া অর্থের উন্মাদনায়
সেবার উদ্বোধন করতে যেও না—
করবে প্রীতি-উদ্দামতায়;
নয়তো, ব্যর্থ হবে
বৃত্তিবুভুক্ষু নখরে,
ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ
সেবা-বিমুখ হ'য়ে থাকবে তোমাতে। ১৪২।

অযোগ্যতা যেখানে পরিপোষিত—
অসন্তোষও সেখানে উদ্ধত;
কিন্তু অসুস্থ বা অসমর্থকে পরিপোষণে
যোগ্য ক'রে তোলা ধর্ম্মদই। ১৪৩।

বিপ্রের সহজাত সংস্কার
হওয়া উচিত পূরণপ্রবণতা,
ক্ষত্রিয়ের সহজাত সংস্কার
হওয়া উচিত পালনপ্রবণতা,
বৈশ্যের সহজাত সংস্কার
হওয়া উচিত পোষণপ্রবণতা ;—
আর, এই পারস্পরিক সহযোগিতার ভিতর-দিয়ে
সেবা মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে,
যা' সমাজকে সত্তায় স্বস্থ ক'রে রেখে
সম্বর্দ্ধনায়, উন্নতিতে
সঞ্চরণশীল ক'রে তোলে। ১৪৪।

মানুষ দুর্ব্বল, অশক্ত যত বেশী,
সাহায্যও তা'র তত প্রয়োজন—
চর্য্যা ও শুশ্রূষাও তদনুরূপ,—
তবে শ্রদ্ধা ও সম্মানের ভূমি বজায় রেখে। ১৪৫।

যাদের দিয়ে
তোমাদের সত্তা ও সম্মান বজায় আছে—
প্রবৃত্তি বা বুদ্ধির দোষে
তা'রা যদি কিছু অন্যায্যও ক'রে থাকে
তা' সহ্য কর,—
তাদের পর ক'রে দিও না,
প্রিয়ই ক'রে রাখ—
প্রয়োজনে তা'দিগকে দাও,
বিপদে দাঁড়াও,
ক্ষমতা-মাফিক সবরকমেই,
তা'দিগকে সাহায্য কর,
সুষ্ঠু সৎসেবায় আরো শক্তিমান হ'য়ে উঠবে—
স্বার্থ হবে তা'রা তোমাদের,
তোমরাও হবে তা'ই তা'দেরও স্বভাবতঃ—
নিরাশা নিঃস্বই হ'য়ে থাকবে। ১৪৬।

যদি ফিরে নাও চাও,
আর দেবার আকাঙ্ক্ষাই যদি থাকে,
নজর রেখো—
যা'কে দিচ্ছ
তোমার দানে সে যেন পরিরক্ষিত হয়,
পরিপোষিত হয়, পরিপূরিত হয়,
সময় ও অবস্থাকে অবহেলা ক'রো না। ১৪৭।

রুগ্নকে অশ্রদ্ধা ক'রো না—
অস্পৃশ্য ক'রে রেখো না,
তোমার মর্ম্মস্পর্শী সহানুভূতি ও সেবা
সম্যক্ প্রতিষেধী আচারে তা'কে যেন
স্নেহদক্ষ বুদ্ধিমত্তার সহিত
নিরাময় ক'রে তোলে,
ভগবানের আশীর্ব্বাদ নন্দিত ক'রে তুলবে
তোমাকে। ১৪৮।

তোমার প্রতিষেধী আচার,
সেবা, বাক্, সহানুভূতি, স্নেহদক্ষ কর্ম্মপটুতা
সর্ব্বতোভাবে যেন
ভরসাভরা ঈশ্বরযাজী হয়,
আর, তা'তে রোগী যেন
এমনতর প্রাণবন্ত হ'য়ে ওঠে—
যা'তে তা'র অন্তর্নিহিত আরোগ্যশক্তি
ও আরোগ্যনীতি
অকাট্য মধুর হ'য়ে
আরোগ্যের পথে নিয়ে যায়,
আর, এমনতর রোগিচর্য্যাই
সার্থক রোগিচর্য্যা—
ঠিক জেনো। ১৪৯।

রুগ্ন, অশক্ত, অপারগ যা'রা
তা'দিগকে পরিপালন করতে
একটুকুও কুণ্ঠিত হ'য়ো না—
কিন্তু যেন তীক্ষ্ম দৃষ্টি থাকে
তা'দের যোগ্যতার দিকে—
অবস্থানুপাতিক তা'দের যোগ্যতাকে বাড়িয়ে দিও,
যতটুকু পার—পরিপোষণে, পরিপালনে,
আদর্শপ্রাণ ক'রে, আগ্রহাপ্লুত ক'রে—
সক্রিয় ক'রে তোল তা'দের—
যে যেমন তা'কে তেমনি ক'রে
উপচয়ে—
পারিপার্শ্বিক-সহ নিজের,
আর, ওকেই বলে ধর্ম্মদান। ১৫০।

দরিদ্র-নারায়ণ সেবাপ্রবৃত্তি ভালই—
কিন্তু সে-সেবায় যদি প্রতি-বৈশিষ্ট্যে
তোমার নারায়ণ
ষড়ৈশ্বর্য্যশালী হ'য়ে না ওঠেন,—
তা' কিন্তু তোমার কাছে
ধিক্কার ছাড়া আর কিছুই নয়কো,
সেবা সার্থক হ'য়ে উঠছে না কিন্তু তখনও;
জীবকে শিবজ্ঞানে সেবা কর,
তা'দিগকে শিবভাবে উদ্বুদ্ধ ক'রে তোল—
বাস্তবে—চরিত্রে—চলনে—কর্ম্মে
—প্রতি-বৈশিষ্ট্য-তাৎপর্য্যে—
শিবপূজা তোমার সার্থক হ'য়ে উঠুক—
শিবত্বের অভিদীপনায়। ১৫১।

যদি তোমাদের মধ্যে কেউ
বড় হ'তে চায়
সে তোমাদের সেবা করুক,

যে প্রথম হ'তে চায়
সে সবারই ক্রীতদাস হোক,
ভগবান যীশু এমনতরই বলেছেন—
শুনেছি। ১৫২।

মমতামুখর শুভ-সমর্থনী সেবা—
আদানে-প্রদানে—
আত্মীয়তার নিবন্ধ। ১৫৩।

দিয়ে-থুয়ে দিলে খোঁটা
ছেঁড়ে আত্মীয়তার বোঁটা—
বিশেষতঃ দম্ভোক্তিতে। ১৫৪।

প্রয়োজন-বিপন্নের অনুরোধ
সাধ্যমত সেবানুকম্পায় যখনই বহন করলে না—
বুঝে রেখো, নিজেকেই প্রবঞ্চনা করলে—
তোমার প্রয়োজনের বেলায়
প্রত্যুত্তরে পাবেও তাই-ই—সাধারণতঃ। ১৫৫।

যা'রা কথায়-কথায় বিপন্ন হয়,
কিন্তু বিপন্নের জন্য করে না—
সাধ্যানুপাতিক,
সহানুভূতি ও সেবার অবদান তা'দের প্রতি
কৃপণই হ'য়ে ওঠে স্বভাবতঃ। ১৫৬।

হামবড়াই
সেবা-অপরাধের পূর্ব্বরাগ,
আর, অসহযোগিতা ও কোঁদলই
তা'র পরিণতি। ১৫৭।

গার্হস্থ্য-নীতি

ইষ্টচিন্তা, সৎনাম,
উপচয়ী শ্রম ও ইষ্টকর্ম্ম, সদাচার,
শ্রদ্ধার্হ সেবা ও সুব্যবহার—
সর্ব্বকালে, সব ব্যাপারে
এই পাঁচটা সম্পদ নিয়ে
সময়ের অপব্যবহার না ক'রে
বিহিত চলনায় চলতে থাক,—
গার্হস্থ্য-জীবনে সুখী হ'তে পারবে—
ব্যত্যয়কে অতিক্রম ক'রেও। ১৫৮।

তুমি যতই ধী-সম্পন্ন হও না,
দক্ষ-উদ্যোগী হও না,
পিতামাতার ইষ্টানুগ-অনুপূরক যদি না হও,
তাঁদের পরিপোষক না হও,
পরিপালক না হও,—
বুঝদার হ'তে পার—
কিন্তু প্রাজ্ঞতা তোমা হ'তে
অনেক দূরে—তখনও। ১৫৯।

আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে নিতেই হয়—
তা'দিগকে দেওয়া বা দেওয়ার প্রশ্ন মনে ওঠা
পরপরালিভাব—
এমনতর যুক্তিবাজ যা'রা
তা'রা রক্তচোষা বাদুড়,
নয়তো, সর্ব্বনাশের পেয়াদা,

বুঝে না চলতে পারলে
বেদনা ও বেঘোরে পড়া অনিবার্য্য। ১৬০।

স্বামিসেবা বা স্ত্রীপোষণে
স্বামী-স্ত্রী উভয়ে যদি
ইষ্টানুগ না হয়—
তবে অবনতি, বিচ্যুতি ও বিচ্ছেদকেই
প্রত্যাশা করতে পার। ১৬১।

যে-জ্ঞান তুমি লাভ করেছ বা করছ
আদর্শচর্য্যায়, বহুদর্শিতার পথে—
নিজ পরিবার ও পরিজনদের মধ্যে
আগ্রহ-উন্মাদনা সৃষ্টি ক'রে—
তা' যদি চারিয়ে দিতে না পার—
প্রিয়-সক্রিয়তায়—
নিজেও ঠকবে, তা'দিগকেও ঠকাবে,
বঞ্চিত হবে তুমি,—
সাথে-সাথে তা'রাও,—
এমন-কি, তোমার কৃষ্টিবৈশিষ্ট্য হ'তেও,
এমনই বিভ্রান্তিতে ছেড়ে দেবে তা'দিগকে—
সংহত হবে না তা'রা তোমাতে কিছুতেই;
তা'ই, পারিবারিক সমভিব্যাহার ও সদালোচনা,
আর, প্রাত্যহিকভাবে তা'র অধিগমন
ধর্ম্মদ, প্রাণদ ও পুষ্টিদ—
ঠিক জেনো। ১৬২।

নারী

স্বামী-স্বার্থী প্রবৃত্তি যা'র—
প্রজ্ঞা অবাধ হয়ই তা'র। ১৬৩।

প্রবৃত্তি-সহ
শ্রেয়ে একানুরক্তিই
সতীত্বের সত্তাভূমি। ১৬৪।

সতীত্ব, সৎসেবা আর সদ্ব্যবহার—
যা' মেয়েদের ঔজ্জ্বল্য—
তা'তে জনগণকে
উন্নত ও বিজ্ঞই ক'রে তোলে। ১৬৫।

সতীত্বের সুমহান্ প্রসাদই হ'চ্ছে
স্নেহ, সম্বর্দ্ধনা,
সতীত্ব যেমন দড়—
স্নেহও তেমনতর। ১৬৬।

সতীত্বে যদি সৎসেবা ও সদ্ব্যবহার না থাকে—
তা' অঙ্গহীন। ১৬৭।

শ্রেয়-গৌরবী সৎসেবায়
মানুষকে শ্রদ্ধা ও গৌরবের অধিকারী ক'রে তোলে ;
তা' সবারই পক্ষে—
মেয়েদের বিশেষতঃ। ১৬৮।

উপযুক্ত নীতি-অনুসারে
বিবাহিতা যোগ্যা স্ত্রী
স্বামীকুলের সমানই মান্যা—
ক্রমপর্য্যায়ে। ১৬৯।

পুরুষের প্রতি স্ত্রীর সন্মান ও সম্বেগ
যেখানেই হারা—
উৎসন্ন বেঘোরে জীবন যে তা'র সাবাড়ের দিকে—
এ বাস্তবতাকে অবহেলা করা সুকঠিন। ১৭০।

সমাজ

আর্য্য-গোষ্ঠী বা সমাজকে
যদি বাঁচাতে চাও—
আর বৃদ্ধিতে অঢেল হ'তে চাও—
তবে এক আদর্শে ঐক্যবদ্ধ হও,
কৃষ্টিতে অচ্যুত হও,
পণ-প্রথাকে নিরোধ কর,
অনুলোম-বিবাহকে উৎসাহিত কর,
আর, ছোটকে বড় কর—বড়কে আরো কর। ১৭১।

যে-সমাজ অপকৃষ্টদিগকে
উন্নত এবং আত্মীকৃত ক'রে নিতে পারে না
বিহিতভাবে—
তা' দুর্ব্বল ও দৈন্যগ্রস্ত,
স্বল্পপ্রাণ। ১৭২।

ব্যভিচারদুষ্টা পরিত্যক্তা স্ত্রীকে
শুদ্ধিতে উদ্বুদ্ধ না করাও
অকল্যাণকে আমন্ত্রণ করা—
যা' ব্যভিচারের পথ দিয়েই
জীবনকে স্পর্শ করে,—
তা' ব্যক্তিগত যেমন
পরিবারগত ও সমাজগতও তেমনি,
তাই, ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের
শুভাকাঙ্ক্ষী যা'রা
তা'দের করণীয়ই তা'ই—

যা'তে ঐ নারী অনুতপ্তা হ'য়ে ওঠে,
ধর্ম্ম ও কৃষ্টিতে আনত হয়,
সৎজীবন-পরিপালনে বদ্ধপরিকর হ'য়ে ওঠে—
নিজ স্বামীতে একটা ঐকান্তিক অনুরতি নিয়ে,
বিনীত আগ্রহ-উদ্দীপনায়—
ঐ ব্যভিচারী জীবনে ন্যক্কারজনক
সন্তপ্ত ঘৃণা ও বিরক্তিসহকারে। ১৭৩।

পাতিত্য হ'তে উদ্ধার হয় তখনই—
প্রায়শ্চিত্তে পরিশুদ্ধ হ'য়ে
আদর্শ ও কৃষ্টির আচারে
অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠে যখন—
স্বতঃই। ১৭৪।

রাজনীতি

'পলিটিক্স্' মানেই—
পূর্ত্তনীতি বা পূর্য্যনীতি
অর্থাৎ, যে-সৎনীতির অনুশাসন ও অনুসরণে
পূরণ ও পালন করা যায়—
এবং বিরুদ্ধকে আবৃত ক'রে
নিরোধ করা যায়—
এ ব্যষ্টিতেও যেমন, সমষ্টিতেও তেমনি ;
আর, যা'তে তা' হয় নাকো—
তা' পূর্ত্তনীতি বা পূর্য্যনীতি নয়। ১৭৫।

'ডিপ্লোমেসি' মানে যদি কূটনীতি হয়—
তা' বক্রনীতি
অর্থাৎ দুর্ব্বোধ্য যা' বোধে এনে
আঁকা-বাঁকা নানা ভাঁজ বা ভেজালওয়ালা পরিস্থিতিকে
দেখে, অনুভব ক'রে
স্বস্থ ক'রে তোলা
বা সার্থকে লাগান,—
তা'ই হচ্ছে কৌটিল্য বা কূটনীতির
কূটবৈশিষ্ট্য। ১৭৬।

কৃষ্টিশাসিত সমাজ
রাষ্ট্রের রাজমুকুট। ১৭৭।

দেশ, জন ও জাতিকে উন্নত করতে হ'লেই,
সংহত করতে হ'লেই
তা'র বৈশিষ্ট্যকে উপেক্ষা ক'রে

যদি তা' করতে চাও—
ব্যর্থ হবে,
শুধু ব্যর্থই হবে না,
জাহান্নমের পথ আরও বিস্তীর্ণ ক'রে তুলবে—
বহু পরিশ্রম ও উদ্দাম চলনে,
যা'র সার্থকতা হবে ভণ্ডুলী বিপর্য্যয়—
আর আপসোস। ১৭৮।

ধর্ম্মই রাজনীতির উৎস,
আর, যে-রাজনীতি ধর্ম্মে সার্থক হ'য়ে ওঠে না—
সেটা কিন্তু রাজনীতি নয়কো,
তাই, বুঝে মিলিয়ে দেখো—
কোন্ দাঁড়ায়, কী পথে চলেছে
কোন্ নীতি—কেমন ক'রে,
সাব্যস্ত ক'রো তোমার চলনা
ঐ দিগ্‌দর্শনে। ১৭৯।

ব্যাধিগ্রস্ত বিধান
শাসনে বিকৃতি ও বিসর্জ্জনকেই
আবাহন করে। ১৮০।

বিধান বা উন্নতিকে উপাসনা করে না,
বৈশিষ্ট্যকে আরাধনা করে না,
শ্রেষ্ঠকে অর্ঘ্য প্রদান করে না
অথচ সাম্যের বোলচালে মুখর,—
তা' কপট, সর্ব্বনেশে—
আত্মঘাতী। ১৮১।

বিহিত বিচার
সাম্যের অগ্রদূত। ১৮২।

যে-সরকার আইনের আশ্রয়
কিন্তু মানুষের নয়—
তা' বিকৃতমস্তিষ্ক রাহাজানি মাত্র। ১৮৩।

তোমার জন্ম নিতেই
যখন অধীন বা নির্ভরশীল হ'তে হয়—
তোমার সত্তাই যখন মা, বাপ
এবং তাঁ'দের সত্তা ও সংস্থিতির
পরিচর্য্যায় গঠিত,
তুমি কাউকে বাদ দিয়ে
নেওয়া, দেওয়া, পরিপূরণ, পরিপোষণ, পরিরক্ষণাকে
উচ্ছেদ ক'রে
যদি স্বাধীন হ'তে চাও—
তা' স্বেচ্ছাচারী বাতুলতা ছাড়া
আর কিছুই নয়কো,
এমন স্বাধীনতা বিকৃত,
বিষম, বিষাক্ত ও নাশপন্থী—
ভাব, বুঝে দেখ—
জলে থেকে কুমীরের সাথে বাদ? ১৮৪।

রাজাকে যদি তা'র লোকব্রতী বৈশিষ্ট্যগুলিকে
প্রয়োগ করতে না দেওয়া যায়—
তবে ক্রমশঃই তা'র বৈশিষ্ট্য
সঙ্কোচবিহ্বল হ'য়ে ওঠে—
ফলে, প্রজারা হারায় তা'দের রক্ষী, মূর্ত্ত রাজধর্ম্ম। ১৮৫।

যুদ্ধ, বিরোধ
সেবা-সহানুভূতিকে বঞ্চিত ক'রে
সমস্ত দেশটাকেই শয়তানের কবলে ফেলে দেয়,

ফলে, মন্দে অবনত হওয়া ছাড়া
উপায়ই কম থাকে,
শয়তানের চেলাই অনুশাসক হ'য়ে ওঠে,
দুর্দ্দৈব তান্ডববেগে পরিব্যাপ্ত হয়,
আতঙ্কই হ'য়ে ওঠে
প্রাত্যহিক জীবনের সম্বল ;
বোঝ, কী চাও—
আর, যা' চাও তা-ই কর। ১৮৬।

ধর্ম্ম

বেঁচে থাক আর বাঁচিয়ে রাখ—
সুখে থাক আর সুখী কর—
এর তাৎপর্য্য—এক কথায়—ধার্ম্মিক হও,
যেমন ক'রে তা' হ'তে পারা যায়,
বা করতে পারা যায়,
তা'ই কর। ১৮৭।

তোমার দৈনন্দিন কর্ম্মের ভিতরে
ধর্ম্মকে পরিপালন কর—
ইষ্টানুগ সুষ্ঠুভাবে,—
উন্নতি মূর্ত্ত হ'য়ে উঠবে বৈশিষ্ট্যে। ১৮৮।

যেখানে জীবনীয় যা'—
সেখানে তাই-ই ধর্ম্মের,—
তা' করাই ভাল। ১৮৯।

স্বাস্থ্য, মন ও প্রাণ পরিশ্রান্ত হ'য়েও
সমন্বয় ও সামঞ্জস্যে
সুষ্ঠু ও পুষ্টিপ্রদ পর্য্যায়ে
ইষ্ট-সার্থকতায় চলেছে কতখানি—
যা'ই কেন কর না—
তা' স্বস্তিধর্ম্মী কিনা—
তা'র মাপকাঠিই হ'চ্ছে ওখানে। ১৯০।

নিঃসঙ্গ, ইষ্টসঙ্গ, বান্ধবসঙ্গ,
পারিবারিক সঙ্গ ও পারিপার্শ্বিক সঙ্গ—

এই কয় জীবন যা'দের সুসমঞ্জস—
ক্ষয়-ক্ষতির পূরণে তা'দের জীবনের সমতা
অনেকখানি বজায় থাকে। ১৯১।

বৃত্তি আছেই,
বৃত্তিপূরণী আকাঙ্ক্ষাও আছে,
তা কিন্তু সত্তা ও বৈশিষ্ট্যকে ভেঙ্গে নয়—
পূরণ করতে হবে তা'
সত্তা ও সম্বর্দ্ধনার পরিপোষণী ক'রে—
তা' নিজের পক্ষেও যেমন—
অন্যের পক্ষেও তেমনি,
আর, সেখানেই ধর্ম্ম। ১৯২।

স্ব বিধৃত হ'য়ে আছে
তা'র বৈশিষ্ট্যে—
যে-বৈশিষ্ট্য দিয়ে তা'র
বিশেষত্বকে বোধ করা যায়—
সব রকমে, সব দিক দিয়ে;
আর, তা'ই তা'র ধর্ম্ম। ১৯৩।

ধর্ম্ম উদগ্র আগ্রহ নিয়ে
সর্ব্বাঙ্গীণ সম্বর্দ্ধনায়
মানুষকে বিশিষ্ট একত্ব-বিবর্ত্তনে
উন্মুখ ক'রে তোলে। ১৯৪।

ধর্ম্মানুরাগ মানুষের জীবনে
একটা দুরিত-দমনী উপকরণ—
যা'র সাহায্যে মানুষ অন্যায্যকে নিরোধ ক'রে
উৎকর্ষী বিবর্ত্তনে চলে। ১৯৫।

ধর্ম্ম মানুষের জীবনে
দুরিত-ক্ষালনী দ্রাবক—
বিবর্ত্তনের ব্রাহ্মী পথ;
তোমার দৈনন্দিন জীবনে
প্রতি কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
ধর্ম্মকে প্রতিপালন কর,
জীবন ও চরিত্রকে উন্নতি-ঔজ্জ্বল্যে
বিবর্ত্তিত ক'রে চল,—
সার্থক হবে তোমার জন্ম। ১৯৬।

তোমার ধর্ম্ম যদি জীবের,
বিশেষতঃ মানুষের মুখে
এক মুঠো অন্ন তুলে দিয়ে
বাঁচায় সমর্থ ক'রে
সেবায় যোগ্য ক'রে তুলতে না পারলো—
সপারিপার্শ্বিক সে যা'তে বাঁচতে পারে—
বাড়তে পারে—
এমনতর ক'রে—
তুমি কি মনে কর
তা' তোমার কাছে জ্যান্ত?
—আর, তা'তে তোমার সার্থকতাই বা
কতটুকু? ১৯৭।

আমি বলি, যদি চাও,
কাম বা লোভকে উপভোগ কর,
লক্ষ্য রেখো, সেই উপভোগ যেন
সত্তা-পরিপোষক হয়—
জননে—জীবনে—মস্তিষ্কে—
স্বীয় বৈশিষ্ট্যের পরিপোষণী ক'রে। ১৯৮।

ধৃতি যা'র যেমন শিথিল ও বিচ্ছিন্ন,—
ধর্ম্মও তা'র তেমন ক্ষীণ,
আবার, শিষ্ট যেমন ধৃতি—
ধর্ম্মও তেমনি সক্রিয় ও ভূতিশীল। ১৯৯।

যা' সপারিপার্শ্বিক
প্রকৃতিভেদে প্রত্যেককে প্রত্যেকের মতন ক'রে,
সাধারণ স্বার্থ-সত্তায় ধারণ ক'রে,
পোষণ ক'রে, পূরণ ক'রে
সার্থকতায় উন্নত ক'রে তোলে—
তা'ই হচ্ছে ধর্ম্ম;
জীবনে সর্ব্বতোভাবে প্রতিকর্ম্মে, প্রতিনিয়ত
তা'কে পরিপালন ও তা'তে পরিচরণ করাই হচ্ছে
ধর্ম্মাচরণ,
আর, তা'র বৈশিষ্ট্য বা তাৎপর্য্যই হ'চ্ছে এই। ২০০।

উপযুক্ত-হ'য়ে-ধর্ম্ম-করতে-চাওয়া বুদ্ধিটা অজ বেকুবি,
মূর্খতা খানিকটা নিরেট না হ'লে
এমন বুদ্ধি কমই গজায়;
জীবনে যতটা ধর্ম্মকে পরিপালন করবে—
উপযুক্তও হবে ততটুকু আরোর দিকে,
ধর্ম্ম-পরিপালনের ভিতর-দিয়েই
তোমাকে উপযুক্ত হ'তে হবে
ও তা'র ক্রমে উঠতে হবে,
নইলে, ও মিথ্যা—হবে না;
একি শুনেছ
কেউ সাঁতার শিখে জলে নেবেছে—সাঁতার দিতে? ২০১।

যদি শোনার ইচ্ছা থাকে তবে শোন,
যদি সত্তাকে সমৃদ্ধিশালী করতে চাও—
ইষ্টে যুক্ত হও,

তাঁ'র সেবায় অর্থাৎ তাঁ'র পরিরক্ষণে,
পরিপোষণে, পরিপূরণে যতটা পার
তোমাকে নিয়োজিত কর,
আর, তাঁ'র উপদেশ-মাফিক যতটুকু হয়
নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করতে থাক,—
ক্রমেই উপযুক্ত হবে,
আরোর দিকে চলবে,
তোমাতে ধৰ্ম্মবলও ক্রমেই প্রবল হ'য়ে উঠবে,
সার্থক হবে তুমি,
সমৃদ্ধ হবে তুমি। ২০২।

চালাক যদি হও—
মূৰ্ত্ত আদর্শকে অবলম্বন কর,
দীক্ষিত হও—
অচ্যুতভাবে যুক্ত হও তাঁ'তে,
সেবা-সমীক্ষার সহিত তাঁ'কে অনুসরণ কর,
সক্রিয় উপচয়ে তাঁ'কে নন্দিত ক'রে চল,
নন্দিত হবে তুমি, সার্থক হবে তুমি,
তৃপ্তিমুখর চাতুর্য্যে, দক্ষনিপুণতায়
মানুষের মুকুট হ'য়ে থাকবে। ২০৩।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা
শ্রেষ্ঠস্বার্থী না হ'য়ে উঠছি
সব দিক দিয়ে
সব ছাপিয়ে,
ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের সংস্থিতি
সুদৃঢ় হওয়াই মুশকিল,
শিষ্ট ও সম্বৰ্দ্ধিত হওয়াই মুশকিল। ২০৪।

শ্রেয়ের প্রতি প্রীতি, আত্মনিয়োগ
ও সেবা-সংরক্ষণী চর্য্যার ভিতর-দিয়ে

যে আগ্রহ-উন্মাদনা আসে—
প্রাণের ক্ষুধার তৃপ্তিই ওখানে। ২০৫।

বিগত মহাপুরুষ যিনি—
তাঁ'র প্রতি তোমার যতই অনুরাগ থাকুক না কেন,
সেই অনুরাগে
যিনি সর্ব্বপরিপূরক পুরুষোত্তম এখন—
তাঁ'র অনুসরণ কর,
তাঁ'তেই তাঁ'কে পাবে। ২০৬।

বর্ত্তমান মহাপুরুষ যেখানে যত উপেক্ষিত
বিগত মহাপুরুষও সেখানে তত লাঞ্ছিত,
অনুরাগ তাঁ'তে যেমনই হোক না কেন,—
তা' ঠিক জেনো। ২০৭।

বর্ত্তমান মহাপুরুষকে উপেক্ষা ক'রে
মানুষ যতই বিগত মহাপুরুষে শ্রদ্ধাশীল,—
খেয়ালী-মনগড়া, গ্লানিবহুল অপধর্ম্ম
সেখানে তত প্রখর,
মরণামন্ত্রণী চলনেরও সেখানে তত বাবুয়ানী,
বিভেদও অঢেল। ২০৮।

যে-সম্প্রদায় প্রবুদ্ধ বিগতদের প্রতি তাচ্ছিল্যপ্রবণ
এবং পূর্য্যমাণ বর্ত্তমানেও উপেক্ষাশীল—
তা' যম-মাকড়সার জাল—
ইতোভ্রষ্টস্ততোনষ্টই তা'র সাথিয়া। ২০৯।

যখন দেখবে
কোন সম্প্রদায় কোন সম্প্রদায়কে দেখে
তা'দের বৈশিষ্ট্যপালী সত্তা-সম্বর্দ্ধনী সাধু প্রচেষ্টা সত্ত্বেও
নাক সিট্‌কাচ্ছে,

বুঝে রেখো—
সে-সম্প্রদায়ের মূল ভিত্তি
পরমেশ্বরে শ্রদ্ধানতি নয়কো—
স্বার্থসন্ধিক্ষু তৎপরতা। ২১০।

মনে রেখো—
সবারই যিনি ঈশ্বর,
তিনি তোমারও ঈশ্বর,
যিনি যেখানেই হউন না কেন
প্রেরিত বা অবতার মহাপুরুষ—
তোমারও তিনি পরিপূরক, পরিরক্ষক,
তাঁ'দের কাউকে অবজ্ঞা করা মানে
সবাইকে অবজ্ঞা করা। ২১১।

ঋষি বা মহাপুরুষদের মধ্যে ভেদ করতে যেও না—
বরং অনুপূরণ খুঁজে' বের কর,
তাৎপর্য্য পাবে,
সনাতন সম্পদে কৃতার্থ হ'য়ে উঠবে—
নতুবা ভেঙ্গে ভন্ডুল হবে,
ব্যর্থ হবে—
মূঢ়ত্বে। ২১২।

যদি ঈশ্বরানতি তোমাদের মূল ভিত্তি হয়—
তাহ'লে প্রেরিত বা অবতার মহাপুরুষদের ভিতর
ভেদ দেখো না,
আর, তাঁ'তে আনত লাখো সম্প্রদায় থাকুক না কেন,
কাউকে দেখে নাক সিট্‌কিও না,
যত পার প্রাণপণে
পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য কর,
সম্বর্দ্ধনা কর,
ঐ সাহায্য বা সম্বর্দ্ধনা তোমাদের
ঈশ্বরেরই আরাধনা হবে। ২১৩।

শক্ত যেখানে বন্ধনী—
প্রেরিতও সেখানে শক্তিমান। ২১৪।

ঈশ্বরকে পেতে হ'লে
সর্ব্বহারা হ'তে হবে ভেবে ভয় ক'রো না,
তাঁকে পাওয়া মানে সবকে পাওয়া;
ব্যাঙের বুদ্ধি—ভয়ে প্রস্রাব ক'রে পালান—
তুমি কি তা'ই করবে?
ব্যাঙই থাকবে?
ব্যাঙ থাকে ব্যাঙেরই জগতে। ২১৫।

যদি পার—
মানুষের কুবুদ্ধি বা অসৎপ্রবৃত্তি নিরসন কর,
অত্যাচারের নিরসন ক'রে
পার তো অত্যাচারীকে বাঁচাও,
অজ্ঞতার নিরসন ক'রে
জ্ঞানে সবাইকে প্রদীপ্ত ক'রে তোল,
সুখী হবে তুমি,
স্বস্তি পাবে,
লোকও ফুল্ল হবে তোমাতে। ২১৬।

ম'রো না—মারতেও যেও না,
পার তো মৃত্যুকেই নিকেশ ক'রে দাও। ২১৭।

ঘৃণা যদি করতে হয়—
তো পাপকেই,
পাপীকে ঘৃণা ক'রো না,
চেষ্টা কর উদ্ধার করতে তা'কে—
পাপ থেকে। ২১৮।

যা'কেই আমরা নিয়ত আমার ক'রে ভাবি—
তেমনি করি, বলি, চলিও তেমনি—
তা'র অভাব সত্তাকে বজ্রাহত ক'রে তোলে—
বেদনায় মুষড়ে পড়ি—
কম্পিত-সংজ্ঞা নিয়ে ;
তুমি গুরুকে তেমনিতর ভালবেসে
ঈশ্বর-মমত্বশীল হ'য়ে ওঠ,
তাঁ'কে তোমার জীবনে
অজর-অমরত্বে প্রতিষ্ঠা কর—
জরা-মরণের ভিতর দিয়েও,
যদি পার—
রেহাই পাবে। ২১৯।

ক্ষয়কেই জয় কর,
আর, সত্তাকে সমৃদ্ধ ক'রে তোল—
শৌর্য্যে—বীর্য্যে—সৌন্দর্য্যে। ২২০।

ত্যাগ করতে হবে তাই-ই
যা' বেঁচে থাকা ও বেড়ে ওঠার অন্তরায়। ২২১।

আমরা ত্যাগ করতে জন্মিনি কিন্তু—
বরং ভোগ করতে—
সমস্ত ঐশ্বর্য্যে,
সারা বিশ্বের ভিতর-দিয়ে তাঁ'কে—
ঐ ভোগের ভিতর-দিয়ে
সার্থক ক'রে তুলতে নিজেকে,—সচ্চিদানন্দে ;
আর, তা'রই অন্তরায় যা'
তা' আমরা ত্যাগ করতে চাই—
ছিঁড়ে ফেলতে চাই,—চিরদিনের জন্য। ২২২।

যোগ্যতাও আছে,
পাও-ও খুব—
দাও-ও প্রাণ খুলে—যথাপ্রয়োজন,
নিজেরই মতন দেখ অন্যকে—
তুমি ত্যাগী ;—
ভোগ তোমার ভৃত্য ছাড়া কিছুই নয়কো। ২২৩।

ত্যাগ করলেই ধর্ম্ম হয় না—
ধর্ম্মের অনুপূরক ত্যাগই হ'চ্ছে
ধর্ম্মের উত্তরসাধক। ২২৪।

মানুষ দুর্দ্দশার ভিতর-দিয়েও বাড়ে তখনই—
যখন আদর্শানুরাগ ও অনুসরণ অচ্যুত,
আর, সমর্থনপ্রবণ সহযোগিগণের সংহতি সক্রিয় ;
তখনই তা'রা দুর্গতি-ঝঞ্ঝা অতিক্রম ক'রেও
বজায় থাকে,
বৃদ্ধিই পায়,
নতুবা, ক্ষয়িষ্ণু ছত্রভঙ্গই হয় তা'দের পরিণতি। ২২৫।

তোমার কৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্যে যদি অটুট না থাক,
আর, তা' যদি
সবার পরিপূরক ক'রে তুলতে না পার,
তবে তোমার দাম অন্যের কাছে
কী ই বা হ'তে পারে?
তুমি যে সবারই তাচ্ছিল্য ও কৃপাপাত্র হ'য়ে উঠবে না
সেটা কে বলবে?
তাইতো ভগবানের ওজস্বিনী বাণী
স্বভাবকণ্ঠে এখনও গাইছে—
"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ" ;
আর, স্বধর্ম্ম মানেই স্ববৈশিষ্ট্য। ২২৬।

আদর্শবান হও,
কর্ম্মনিপুণ হ'য়ে তুষ্টি নিয়ে চল,—
সুখ তোমাকে ত্যাগ করবে না,
সার্থক হবে। ২২৭।

উন্নতি করতে হ'লেই
একজন 'উৎ'-'নত'র প্রয়োজন—
আর, তাঁ'তে সক্রিয় আনতি ও তাঁ'র অনুসরণই
মানুষকে উন্নত ক'রে তোলে। ২২৮।

পরম আগ্রহে সংকল্প কর—
ইষ্ট-সংশ্রয় কিংবা শিক্ষকের সংশ্রয় থেকে
যে-কাজে যখনই যেখানেই যাও না কেন,
সন্ধিৎসায়, উদ্বোধনার পরিবেষণে
তৃপ্ত ক'রে, তৃপ্ত হ'য়ে
সার্থক কিছু-না-কিছু ওর জন্য
সংগ্রহ ক'রে আনবেই কি আনবে—
সম্ভব হ'লে এটা প্রত্যহ;
বাড়বে এতে শৌর্য্য, সহৃদয়তা,
অর্জ্জী-প্রবণতা, শিষ্ট সুচারুতা,
আর, এতে আধিব্যাধি হ'তেও
অনেকটা রেহাই পাবে,
সহযোগী পারিপার্শ্বিকে
ক্রমেই স্বস্থ হ'য়ে উঠতে থাকবে। ২২৯।

অটুট ইষ্টানুরাগী হও
সক্রিয়তায়
হৃদয় ঝল্‌মলে হ'য়ে থাকুক,
দিশেহারা দিক্ পা'ক—
তোমার ঔজ্জ্বল্যে। ২৩০।

বোধিসত্ত্বই উপাস্য—
ব্যাধিসত্ত্ব নয় কিন্তু। ২৩১।

সাংসারিক ব্যাপারেই হোক,
আর, যে-ব্যাপারেই হোক,
অকৃতকার্য্যতা যা'কে পেয়ে বসেছে—
আধ্যাত্মিক চক্ষুও তা'র তমসাচ্ছন্ন—
এটা প্রায়শঃই। ২৩২।

হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান
কেহই মূর্ত্তিপূজক নয়কো,—
মূর্ত্তিকেই ঈশ্বর ভেবে পূজা করে না,
বরং স্মারক বা স্ফুরক প্রতীক অবলম্বন ক'রে
ঈশ্বরগুণানুধ্যায়ী—
যেমন মা-বাপের ভিতর-দিয়ে আমরা
ঈশ্বরের স্নেহসিক্ত মাতৃত্ব ও পিতৃত্বকে
অনুধাবন করতে পারি—
এমনিই তদ্দ্যোতক যা'-কিছুর ভিতর-দিয়েও—
যেমন ব্রহ্ম, কাবা, বোধিদ্রুম, শালগ্রাম-শিলা। ২৩৩।

ভক্তির বাড়া ব্রত নেইকো—
যদি সে ব্যভিচারিণী না হয়—
আর, অচ্যুতভাবে সদ্‌গুরু-সংন্যস্ত থাকে। ২৩৪।

অহিংসার বাড়া ধর্ম্ম নেই—
যদি সত্যের তা' পরিপন্থী না হয়—
সত্য অর্থাৎ সতের ভাব বা থাকার ভাব। ২৩৫।

তোমার আদর্শ বা ইষ্টার্থী চলনকে
যেই তাচ্ছিল্য ক'রে বসেছ তুমি—

তোমার বৈশিষ্ট্য-চলন সাথে-সাথে
উপহাস্য হ'য়ে উঠবে সকলের কাছে—
ঠাট্টায়, টিট্‌কারীতে,
আক্রোশ-অবদলনে, অপমানে। ২৩৬।

তুমি যা'তে যেমন আত্মোৎসর্গ করেছ
পেয়েছও তা'কে তেমনি;
ঈশ্বরে বা ইষ্টে আত্মোৎসর্গ কর,
পাবে তাঁ'কে ধর্ম্মে, অর্থে, কামে, মোক্ষে—
সর্ব্বতোভাবে। ২৩৭।

আমরা শুধু কর্ম্ম করতেই জন্মগ্রহণ করিনি কিন্তু—
বরং কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে
পরস্পরকে দিয়ে নিয়ে জড়িয়ে ধ'রে উপভোগ করতে—
আনন্দে আত্মসংবর্দ্ধনে;
আবার সেই উপভোগকে ঈশ্বরে ন্যস্ত ক'রে
সার্থক হ'য়ে, তাঁ'তে সংন্যস্ত হ'য়ে
জীবন ও জগতে তাঁ'কে উপভোগ করাই হ'চ্ছে
পরম সার্থকতা;
আর তাই, সাধনার্জ্জিত কর্ম্মফল দিয়ে
আমাদের ভিতরে তাঁ'কে আরো ক'রে তোলা—
আলিঙ্গন ও গ্রহণে
নিঝুম চৈতন্যের চেতন উপভোগে
তাঁ'তে অবিরাম হওয়াই হ'লো
পরমার্থ—বুঝলে? ২৩৮।

সর্ব্বতোভাবে ইষ্ট বা ঈপ্সিত-প্রাণতা,
সব চাহিদাতে তাঁ'কে সার্থক ক'রে তোলা,
সাধিত কর্ম্মফলে তাঁ'কে অভিনন্দিত করা,
তাঁ'র পরিপূরণ, পরিরক্ষণ, পরিপোষণে
দৃপ্ত ও তৃপ্ত হ'য়ে ওঠা,

তোমার যা'-কিছু সব তিনি
এমনতরভাবে তাঁ'রই পথে চরিত্রচলনে থাকা—
সবরকমে সব দিক দিয়ে—
এই-ই হ'চ্ছে কিন্তু পরম ধর্ম্ম;
এক-কথায়, প্রাপ্যও তিনি, প্রাপ্তিও তিনি—
সব সংশ্লেষের, সব বিশ্লেষের পরম পরিণতি
যখন ঐ হ'য়ে দাঁড়ায়—
তোমার ব্রাহ্মী-প্রজ্ঞার মূর্ত্ত প্রতীক হন
সেই বাসুদেব। ২৩৯।

আদর্শ

ঈশ্বর ব্যতিরেকে উপাস্য নাই—
ঋষিগণ তাঁহারই বার্ত্তিক। ২৪০।

যা'র পরিপূরণী মূর্ত্ত আদর্শে আনতি নাই—
সে সবাইকে মরণপন্থী ক'রে
অমূর্ত্ত ক'রেই তুলতে চায়,
বুঝে চ'লো। ২৪১।

সর্ব্বপরিপূরক প্রথম
এমন যদি কাউকে পাও,
অনুরক্ত হও তাঁ'তেই,
আর, প্রবুদ্ধ বিগতদের প্রতি
নিয়ত-শ্রদ্ধাশীল থাক—
সার্থক হবে, সাফল্য অর্জ্জন করবে,
নতুবা হবে না। ২৪২।

প্রেরিত বা অবতারগণ
সেই সর্ব্বশক্তিমানেরই নিদেশ
বা মনোনয়নের
রক্তমাংস-সঙ্কুল মূর্ত্ত প্রতীক,
দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে
যখন যেখানে যেমন প্রয়োজন—
তাঁ'রই নিদেশের আবির্ভাব তাঁ'রা,—
ধর্ম্মের বা সত্তা-সম্বর্দ্ধনার গ্লানি যা'
তা'র মোচন বা মার্জ্জন-নির্দ্দেশ-বাহী। ২৪৩।

প্রেরিত বা অবতার মহাপুরুষদের ভিতর
কোন ভেদ নাই—
তাঁ'রা প্রত্যেকেই পূর্ব্বতনী-পূরয়মাণ,
দেশ, কাল, পাত্র-ভেদে প্রয়োজন-মাফিক
বাণীবাহক—
সেই একেরই,
শুধু মূর্ত্তি-ভেদ মাত্র। ২৪৪।

পূরয়মাণ প্রেরিত বা অবতার-মহাপুরুষদের ভিতর
ভেদ-চক্ষু এনো না—
একজনকে সমর্থন, অপরকে অবজ্ঞা মানে
সবাইকে অবজ্ঞা করা—
আর, সাথে-সাথে যাঁ'র প্রেরিত তাঁ'রা তাঁ'কেও,—
ঐ ভেদবুদ্ধিই হচ্ছে
ম্লেচ্ছত্বের প্রথম পরিভাষা। ২৪৫।

অবতার কথার মানেই হচ্ছে—
বাঁচা যেখানে বিধ্বস্ত
তা' হ'তে ত্রাণ করার সুলুক যিনি বাতিয়ে দেন—
আর, চলেনও তেমনি,
অথবা ঈশ্বরের নিজের শরীরী মূর্ত্ত প্রতীক
বা তাঁ'রই অবতরণ—
অবতারগণ প্রত্যেকেই পূর্ব্ব-পূরয়মাণ। ২৪৬।

যিনি বর্ত্তমান প্রথম, পরিপূরক, প্রতিপোষক,
সেই পুরুষোত্তমের ভিতর পূর্ব্বতনগণ সবাই
সার্থকতায় কেন্দ্রায়িত, সচেতন থাকেন,
তাঁ'কে গ্রহণ করা মানেই
তাঁ'দের সবাইকে গ্রহণ করা;
আর, তিনিই হ'চ্ছেন সেই পূর্ব্বতনদের ভিতর-দিয়ে
ঈশ্বর-সান্নিধ্যের রাজপথ। ২৪৭।

মেকী অবতার বা কপট সাধক সে-ই—
যে পূর্ব্বতন-পরিপূরণী আদর্শ-ঝঙ্কারে
ঝঙ্কৃত হ'য়ে ওঠে না। ২৪৮।

প্রেরিত বা অবতারগণের বাণী বা কথার মরকোচ
সবাইকে সার্থক ক'রেই চলতে থাকে—
তা' প্রত্যেকের এবং প্রতি-পরিস্থিতির
সার্ব্বজনীন, সর্ব্বসার্থক প্রাজ্ঞ পরিবেষণে—
আর, তা'ই হ'চ্ছে তাঁ'দের একটা মোহন পরিচয়। ২৪৯।

উপযুক্ত পাকওয়ালা আখের রস
যেমন একটা সূতো কিংবা দানা ছাড়া
দানা বেঁধে ওঠে না—
সহজ-ভঙ্গপ্রবণ একটা গুড়ের তালেই পর্য্যবসিত হয়,
তেমনি পরিপূরক আদর্শ ভিন্ন জন ও জাতিও
দানা বেঁধে উঠতে পারে না—
বড় জোর হ'তে পারে একটা ভঙ্গুর জনসমাবেশ;
তাই বলি প্রত্যেককে—
প্রত্যেকের ভিতর পরিপূরক আদর্শকে চারিয়ে দাও,
উদ্বুদ্ধ ক'রে তোল প্রেরণায় ও কর্ম্মে,
দেখবে, তোমার ব্যক্তিত্ব
প্রতিপ্রত্যেকের ব্যক্তিত্বে দাঁড়িয়ে আছে,
—এমনি প্রত্যেকেরই;
সার্থক সামর্থ্যবান্ হ'য়ে উঠবে
সৌকর্য্যে,—জন ও রাষ্ট্রবিনায়কত্বে। ২৫০।

লাখো গোষ্ঠী থাকলেও কিছু হয় না—
যদি গোষ্ঠীপতি একজনই হয়,
পারম্পর্য্যে, পূর্য্যমাণতায়
খোঁটা ঠিক থাকে;
বিচ্ছিন্ন না হওয়ার একমাত্র প্রতিবিধানই-ঐ। ২৫১।

তথাগতদের চরিত্রগত লক্ষণ তিনটি—
তাঁ'রা বৈশিষ্ট্য নষ্ট করেন না
বরং পোষণে বর্দ্ধন-সম্বেগী,
উৎক্রমণী তাঁ'দের বার্ত্তা,
সত্তা-সম্বর্দ্ধনী সমস্ত মতবাদের
সমাধানী পরিপূরক তাঁ'রা—
ঐক্যের একান্ত প্রতীক,
সবারই স্বাভাবিক গুরু। ২৫২।

ঈশ্বরে যুক্ত হ'তে হ'লে
তাঁ'রই মূর্ত্ত আশীর্ব্বাদ—
আদর্শ বা আচার্য্য-সদ্‌গুরুতে যুক্ত হ'তে হয়,
সেই যোগই তোমায় স্বতঃ-উৎকর্ষে
ঈশ্বরে যুক্ত ক'রে তুলবে,
আর, তখনই তুমি
প্রজ্ঞা-অধ্যুষিত গীতার সুরে গেয়ে উঠবে—
"বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ"। ২৫৩।

যে-আদর্শ মানুষে মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠেনি—
তা'তে আত্মসমর্পণ আর আকাশে আত্মসমর্পণ
বা হামবড়ায়ী বৃত্তিতে আত্মসমর্পণ
তাৎপর্য্যে কি একই নয়?
সে-আত্মসমর্পণে কে বা কী নিয়ন্ত্রিত হবে?
ভেবে দেখ, তা'র ফয়দাই বা কোথায়? ২৫৪।

যেখানে আদর্শ নাই—
ধর্ম্মচর্য্যাও সেখানে ব্যাহত,
আবার, যেখানে ধর্ম্মচর্য্যা ব্যাহত—
সেখানে বিচ্ছিন্নতাই প্রভাবান্বিত,
আর, যেখানে বিচ্ছিন্নতা—
অকৃতকার্য্যতাই সেখানে অধিষ্ঠিত। ২৫৫।

বৈশিষ্ট্য-বিধ্বংসী কুৎসিত আদর্শ
সর্ব্বনাশেরই ডাইনী প্রতীক,—
মোহ-প্ররোচনাই তা'র দক্ষ মন্ত্র। ২৫৬।

অসদাচারী, ভেদবুদ্ধিপ্রবণ
ও তদনুপাতিক চলন-চরিত্রহীন যিনি—
তিনি কিন্তু আদর্শ বা প্রকৃত আচার্য্য নন। ২৫৭।

দর্শন

তত্ত্ব মানে তাহাত্ব—
যা' যা' দিয়ে তা' ঘ'টে থাকে ;
তাই, তা' চিন্তা ক'রে যথাবিহিত চলনে
ভ্রমপ্রমাদে কমই পড়তে হয়,
কালে প্রাজ্ঞও হ'য়ে ওঠে। ২৫৮।

প্রত্যেক বস্তু, ব্যাপার বা বিষয়
যে অন্তর্নিহিত মরকোচ নিয়ে
বা জীবন-প্রেরণা নিয়ে
সঞ্চালিত, প্রগতিপন্ন—
সেই মরকোচই হ'চ্ছে তা'র তত্ত্ব। ২৫৯।

যা' যেমন ক'রে হয় বা হয় না—
বাস্তবতায় তা' জেনে
যে চলতে জানে,—
সে-ই তো সত্যিকারের দার্শনিক। ২৬০।

উপপত্তিই যা'র নাই
নিষ্পত্তি তা'র কোথায়? ২৬১।

দেখ—
ধারণার বশবর্ত্তী হ'য়ে নয়কো,—
যা' দেখছ—
তা'রই ধারণা করতে। ২৬২।

জান—
কিন্তু অজানার সম্পদ বাড়াতে নয়কো,
বরং জ্ঞানকে সার্থক ক'রে তুলতে। ২৬৩।

সর্ব্বতোমুখী, সমন্বয়ী, সার্থক জ্ঞানকেই প্রজ্ঞা বলে;
আর, একপেশে—যা' সব-কিছুকে
সার্থক ক'রে তোলে না
এমনতর যে জ্ঞান—
তা'কে প্রতিভা বলা যেতে পারে। ২৬৪।

জানাগুলি সক্রিয়তায়
যখন পারস্পরিক সমন্বয়ে
সত্তা-সম্বর্দ্ধনায় সার্থক হ'য়ে ওঠে—
প্রজ্ঞা আসে তখনই। ২৬৫।

অনুরাগ যেখানে বিচ্যুত—
অধিগমনও সেখানে বিচ্ছিন্ন;
আর, জ্ঞানও সেখানে সমন্বয়হারা,
তাৎপর্য্যহীন, নিরর্থক। ২৬৬।

প্রেষ্ঠস্বার্থী অচ্যুত, সক্রিয় অনুরাগ যা'দের নাই—
তা'দের জানাগুলি বিচ্ছিন্ন,
সমন্বয়ী সার্থকতায় দানা বেঁধে ওঠে না,
আর, অন্তর্দৃষ্টিও অনেকখানি কম। ২৬৭।

বৈশিষ্ট্য যেমন বিচিত্র—
দর্শনও তেমনি বৈচিত্র্যবান;
কিন্তু তা'রা সত্তা-সম্বর্দ্ধনী হ'লে
পরস্পর পরস্পরকে সার্থক ক'রে তুলবেই
এক-পরিণয়নে;
আর, সব দর্শন যেখানে সার্থক হ'য়ে উঠেছে—
প্রজ্ঞা সেখানেই। ২৬৮।

তোমার বেদান্ত
যদি বৈশিষ্ট্যকে ব্যাহত ক'রে তোলে—
তা'র স্বাভাবিক উৎসারণাকে
অতিক্রম ক'রে—
সে-বেদান্তে প্রজ্ঞা কতটুকু?
বাস্তবের সাথে কোন সংশ্রব আছে কিনা তা'র—
চিন্তনীয় তা' কিন্তু। ২৬৯।

বহুত্বের ভিতরে একত্বেরই অনুসন্ধান কর,
সব বৈশিষ্ট্য নিয়ে পাও তাঁ'কে—
আর, পরিবেষণ কর তা' প্রত্যেককে
সংযোজিত সমন্বয়ে,—
সার্থক হবে সকলে। ২৭০।

ঈশ্বর বহু—
তা'ও যেমন অপ্রাকৃতিক,—
সবাই সমান সব দিক দিয়ে—
তা'ও তেমনি অস্বাভাবিক। ২৭১।

পিতা বহু হ'লেও
পিতৃত্ব যেমন এক—
দয়াবান বহু হ'লেও দয়া এক
চিরদিনই;
সাংখ্যের বহুপুরুষবাদও তেমনি—
বহু হ'লেও পুরুষত্বে এক,
আর, তা' অদ্বিতীয়। ২৭২।

বিভিন্নে একত্বের অনুভব—
একত্বে সবৈশিষ্ট্যে বিভিন্নের অনুভূতি—
সংশ্লেষী ও বিশ্লেষী সার্থকতায়—
যথাযথ বাস্তবে,—
ব্রহ্মানুভূতির মেরুদণ্ডই ওখানে। ২৭৩।

মতবাদী প্রজ্ঞা যা'ই কেন হোক না—
তা' যদি মৌলিকতায় পরস্পর পরস্পরের
সহযোগী, পূরণীয়
বা পোষণীয় না হয়—
তা' সন্দেহের। ২৭৪।

এক তথ্যের বর্ণন বহু হ'তে পারে,
কিন্তু প্রতিপাদ্য সব সময়ই এক—
বৈশিষ্ট্য-সহযোগী শৃঙ্খলায়। ২৭৫।

কাউকে কি দেখেছ কা'রো মতন?
প্রত্যেকেই এক—অন্য হ'তে,
এতেও কি বোঝ না—ভগবান কী? ২৭৬।

তুমি কেন জন্মেছ
মোটাভাবেও কি দেখেছ?
থাকাটাকে কি উপভোগ করতে নয়—
চাহিদা ও কর্ম্মের ভিতর-দিয়ে?
পারস্পরিক সহবাসে—
প্রত্যেক রকমে?

তেমনি বুঝছ না
ভগবান কেন সৃষ্টি করেছেন?
উত্তর কী এখন?
নিজেকে অনুভব করতে,
উপভোগ করতে—বিশ্বে,
প্রত্যেক অনুপাতে—দেওয়ায়, নেওয়ায়—
আলিঙ্গনে, গ্রহণে,
কর্ম্মবৈচিত্র্যে,—নয় কি? ২৭৭।

সৃষ্টি থাকবে ততদিন,
ঈশ্বর থাকবেন যতদিন—স্বত্বে—
লীলায়িত পরিচলনায়—
বোধ-উপভোগে। ২৭৮।

ঈশ্বর র'ন সৃষ্টিকে অতিক্রম ক'রে,—
তাঁ'র ঐশ্বর্য্য থেকেই সৃষ্টি;
আর, ঈশ্বরপ্রাপ্তিও হ'চ্ছে
সেই সৃষ্টির সার্থকতা। ২৭৯।

সাধনা

যদি উৎকর্ষই চাও—
তবে উৎকৃষ্টকে অকুঞ্চিত অনুসরণ কর। ২৮০।

যদি বিচ্যুতিকে এড়াতেই চাও—
তবে সর্ব্বতোভাবে
অচ্যুত হও। ২৮১।

যদি ভালই চাও—
তবে অচ্যুতভাবে পূর্য্যমান আদর্শকে
আঁকড়ে ধ'রে
বৈশিষ্ট্যে শক্ত হ'য়ে দাঁড়াও,—
তোমার সৎ-সংক্ষুধ সত্তা
আত্মপুষ্টি-প্রয়াসী হ'য়ে
আদর্শপূরণী বৈশিষ্ট্যানুপাতিক যা' ভাল
স্বতঃপ্রণোদনায়
কুড়িয়ে না নিয়েই পারবে না;
তা'তে পাবে পুষ্টি,
প্রাণে আসবে তুষ্টি,
চলনায় আসবে কৃষ্টি,
সত্তা মিষ্টি হ'য়ে তা'র চতুর্দ্দিকেই
শুভ সৃষ্টি ক'রে চলতে থাকবে;
সজাগ থাক,
ব্যর্থ হ'য়ো না। ২৮২।

মানুষের যিনি পোষক ও পরিপূরক—
বাঁচাবাড়ার বিধি-আস্তীর্ণ উন্নত বর্ত্ম—
রক্তমাংস-সঙ্কুল জীবন্ত আদর্শ—

সেই নারায়ণকে অনুসরণ কর,
অচ্যুত হ'য়ে তাঁ'তে লেগে থাক,
সেবা ও সম্বর্দ্ধনায় নিজেকে
অপাপবিদ্ধ ক'রে তোল—
দুর্দ্দশা তোমার যতই দুর্নিবার হোক না কেন,
সার্থকতা তোমাকে
অভিনন্দিত করবেই করবে—
উপভোগও মুক্তি-সাথিয়া হ'য়ে
সর্ব্বেশ্বর ক'রে তুলবে। ২৮৩।

জীবন্ত, পরিপূরক মূর্ত্ত আদর্শে আনত হও,
তাঁ'র ভিতর-দিয়েই
অমূর্ত্ত ভগবানের সাক্ষাৎলাভ কর,
প্রাজ্ঞ হবে—
অমূর্ত্তের মূর্ত্ত বৈশিষ্ট্যে,
আবার, মূর্ত্তের অমূর্ত্ত পরিবেদন
তোমার চোখে প্রাঞ্জল হ'য়ে উঠবে,—
আর, সেখানেই বাস্তব ব্রহ্মদর্শন। ২৮৪।

তুমি তোমার ভরদুনিয়ায় যা' দেখ,
যা' শোন, যা' পাও—
তা'র প্রতিপ্রত্যেককে অনুধাবন কর,
অন্বেষণ কর তোমার প্রিয়পরমের সার্থকতাকে,
আর, কাজে তা' মূর্ত্ত ক'রে তোল—
ব্রাহ্মী-জ্ঞান তোমাকে প্রাজ্ঞ ক'রে তুলবে। ২৮৫।

যিনি ঈশ্বরবেত্তা
ঈশ্বর তাঁ'তেই জাগ্রত। ২৮৬।

ব্যর্থ তা'রা—
যা'রা পূর্ব্বপূরয়মাণ বর্ত্তমান মহানকে
অনুসরণ করে না। ২৮৭।

যিনি স্বভাবতঃই বিগত-পরিপূরক, উত্তম—
তাঁ'তে অটুট হ'য়ে লেগে থাক,
তাঁ'কে অনুসরণ কর ;
আর, উন্নত যাঁ'রা
তাঁ'দের প্রতি শ্রদ্ধাশীল রও,
তাঁ'দের চরিত্র কুড়িয়ে যা' ভাল
চরিত্রে সমাবেশ কর,
সাধুচলন সমাধানী প্রাখর্য্যে
শুভে সম্প্রসারিত হবে,—
আর, প্রাপ্তিও হবে তেমনি। ২৮৮।

ঈশ্বরের সাথে কোন সর্ত্ত করতে যেও না—
নিঃসর্ত্তে তাঁ'কে ভালবাস,
সেবা কর,—
আর, তাঁ'কে পাও—নিঃসর্ত্তে। ২৮৯।

আমরা ব্রহ্ম বা আত্মার উপাসনা করি
ইষ্ট বা আদর্শের প্রতি
অচ্যুত ভালবাসার ভিতর-দিয়ে—
অনুসরণে, পরিপালনে, পরিপূরণে, পরিরক্ষণে ;—
এমনি ক'রেই প্রাজ্ঞ হ'য়ে উঠি,
বুঝি, জানি
উপভোগ করি তাঁ'কে—
আর, এই হ'চ্ছে সাধনার তুক্। ২৯০।

ইষ্ট বা আদর্শে অচ্যুত আনতিই হ'চ্ছে যোগ,
আর, এই যোগে
চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয়
অর্থাৎ বৃত্তিগুলি তা'দের
আপন খেয়ালমত চলতে চায় না,
চলে ইষ্ট বা ঈপ্সিতকে পরিপূরণ করতে,
তাই, "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ",—

আমি বলি—
“যোগাৎ চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ”। ২৯১।

আদর্শে অচ্যুত, উদগ্র অনুরতি যেমনতর
তোমার তেজ বা বীর্য্যও তেমনি;
যদি তেজী হও বা বীর্য্যবান হও—
তোমার যা'-কিছু সংযত ও সংহত করতে
কিছুই লাগবে না,
যা' চাও তা' লাভের পথে
যেমন-যেমন বাধাই আসুক,
তা'কে অতিক্রম ক'রে তা' পাওয়াও
তোমার পক্ষে কঠিন হবে না,
তোমার চলনও রইবে প্রদীপ্ত,
উন্নতিও হবে উচ্ছল। ২৯২।

যা'তেই আমাদের উপভোগ-ঈপ্সা থাকে—
আমাদের চিন্তা, চলন, বলনও
সেইরকম বুদ্ধিমরকোচ নিয়েই চলতে থাকে,
আর, তা' পেতে গেলে যা' করতে হয়
তা'তে তেমনি প্রয়াসশীল হই—
নৈপুণ্যও আসে তেমনি,
এমনি ক'রেই তা'কে পূরণ করি—
হয়ে উঠি—পাই,
আবার, এই হওয়া-পাওয়ার
অনুভূতিগুলিই হ'চ্ছে উপভোগ,
আর, এ সবই কসরৎ-কাঠিন্য-বিহীন কসরৎ। ২৯৩।

তোমার ইষ্ট যিনি
একমাত্র তাঁ'কেই ধারণ কর সর্ব্বতোভাবে—
চলনে, চরিত্রে—কায়মনোবাক্যে,—
তা'ই তোমার ধর্ম্ম;

যা'-কিছু কর, তা' কর একমাত্র
তাঁ'রই জন্য—
তাঁ'রই পরিপোষণে, পরিবর্দ্ধনে, সেবায়—
তা'ই তোমার কর্ম্ম;
একমাত্র তাঁ'তেই থাক—
তা' সবরকমে—সম্বোধি নিয়ে—
তা'ই তোমার সত্তা—পরমপুরুষার্থ। ২৯৪।

বরফের পুতুল
জলকে যতটুকু আত্মদান করল—
সে ততটুকুই জল হ'ল,
আর, পেলও জলকে ততটুকু;
ঈশ্বর-সংস্থ ইষ্টে আমরাও তেমনতর। ২৯৫।

আমরা আমাদের
আকাঙ্ক্ষা-পরিপোষণী আত্মম্ভরী বুদ্ধিতে
যেমন ক'রেই হোক
তাঁ'র কাছ থেকে যত নেই, দেই না—
তা' কিন্তু 'আমরা'ই হ'য়ে যায়—
তা'তে আমাদের হওয়াও হয় না,
পাওয়াও হয় না;
জল-থেকে-গড়া বরফের লক্ষ পুতুলও
যদি জলে আত্মদান না করে
তা'দের জল হওয়াও হয় না,
পাওয়াও হয় না,
উপভোগ তো দূরের কথা—
মূষিকের মূষিকত্বই বৃদ্ধি পেতে থাকে;
তাই বলি, তাঁ'কে নেও,
আর তোমাকে দেও—
তা' সর্ব্বতোভাবে,
সার্থক হবে। ২৯৬।

চিনি হবার বুদ্ধি রেখো না—
বরং কর, পাও,
আর, খাও তা',—যত পার,
আর, খেয়ে যা' হবার তা' হও। ২৯৭।

প্রবৃত্তিগুলি যখন তোমাকে
আর বশে রাখতে পারল না,
তুমি তখন তা'দের নিয়ন্তা হ'য়ে দাঁড়ালে;
আর, এই নিয়ন্তৃত্বে
তুমি যখন ঈশ্বরে সার্থক হ'য়ে উঠছ—
অনুরতিতে, চলনে, চরিত্রে,
সামঞ্জস্যে,—
তখনই তুমি মুক্ত—জীবনে,
আর, মুক্তির তাৎপর্য্যও ওখানেই। ২৯৮।

পরিবর্দ্ধিত বা উন্নত হ'তে গেলে
এমন কিছুকে বা কাউকে ধরতে হবে
যা' বা যিনি তোমার প্রবৃত্তির এলাকার বাইরে,
আর, তা'র অনুরতিতে, পরিপূরণে
তোমার সব-কিছুকে
দানা বেঁধে উঠতে হবে তাঁ'তে;—
পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনে
তুমি শতধা হ'লেও তোমার ও-ভাব আর ঘুচবে না;
যেমন মিছরি—
সূতো না থাকলে কি মিছরি দানা বাঁধে?
লাখ ভাঙ্গ না কেন
দানাত্ব কিন্তু ঘুচবে না;
তুমি যখন দানা হবে
কত কে তোমাতেও আবার অমনি ক'রে
দানা-বাঁধা হ'য়ে উঠবে। ২৯৯।

ঈশ্বরে দানা বেঁধে ওঠ
তাঁ'তে অনুরাগের ভিতর-দিয়ে,—
যা'ই হোক—যে অবস্থায়ই পড়, নষ্ট পাবে না। ৩০০।

সাঁতার শিখে জলে নামতে যেও না—
লাখো বছর চেষ্টাতেও তাহ'লে
সাঁতার শিখতে পারবে না কিন্তু,
যা' শিখবে তা'তে নামো,
দীক্ষিত হও, ঠেকো—শোধরাও,
দেখতে-দেখতেই পাকা সাঁতারু হ'য়ে পড়বে—
ঘাবড়িও না। ৩০১।

সৎদীক্ষা—
কোন দীক্ষা বা গুরুকে ত্যাগ নয়—
বরং প্রতিপদক্ষেপে তা'রই পুরশ্চরণ—অনুপূরক। ৩০২।

আগে দীক্ষিত হও—সৎনামে,
সদ্‌গুরু হ'তে—
অচ্যুত অনুরাগে,
তারপরে যা'ই কেন কর না,
লেগে যাও আপ্রাণ
সদনুপূরক চলনে,
তোমার কৃতকার্য্যতা জয়ে বিভূষিত হবে—
আর, এই-ই তা'র রাজপন্থা। ৩০৩।

সবার মূলে যিনি—
তাঁ'তে সার্থক হ'য়ে উঠেছে সমন্বয়ে
যার যা'-কিছু সব—
তাঁ'তে আত্মনিয়োগ কর—সেবায়
অর্থাৎ পরিরক্ষণায়, পরিপোষণায়,
পরিপূরণায়—সক্রিয়ভাবে;

পাবে সব—সার্থক সমন্বয়ে—
তাঁ'তে—তাঁ'কে—আরোতে। ৩০৪।

বাবাকে যে ভাষায়ই ডাকি না কেন,
সে বাবাকেই ডাকা,—
ঈশ্বরকে যা' ব'লে
যে-নামেই ডাক না কেন,
তা' ঈশ্বরকেই ডাকা;
আর, যা' ধ'রে তাঁ'তে এগিয়ে যাওয়া যায়—
তা' সদ্‌গুরু-সন্নিধান। ৩০৫।

ঈশ্বরানত-আচার্য্য যিনি—
যিনি হাতে-কলমে ক'রে জেনেছেন—
তিনিই প্রকৃত উপদেষ্টা;
তাঁকে ভালবাস,
সেবায় সংরক্ষণ, পরিপোষণ, পরিপূরণ কর,
তাঁ'র উপদেশ চরিত্রে মূর্ত্ত ক'রে তোল—
সার্থক হবে। ৩০৬।

আচার্য্যবান্ যা'রা—
তা'রাই প্রজ্ঞার অধিকারী হ'য়ে থাকে। ৩০৭।

ঈশ্বরের অনুগ্রহ যাঁ'তে স্ফুট, যাঁ'র চরিত্রে মূর্ত্ত—
তাঁ'তে অনুরাগ যাঁ'র চলন-নিয়ামক,
প্রজ্ঞানুপূরক তিনিই তদ্দ্যোতক,
আর, তাঁ'কে ভালবাসার ভিতর-দিয়েই
আমরা চলতে পারি ঈশ্বর-সান্নিধ্যে। ৩০৮।

ইষ্টে যে যেমন সংহত—
সংযমও তা'র তেমন স্বতঃ। ৩০৯।

ঈশ্বরে যুক্ত হও,—
যুক্ত হওয়ার তাৎপর্য্যই হ'চ্ছে—
সাদরে তাঁ'র পথে চলা,
জীবনে তাঁ'র ইচ্ছাই পূরণ করা,
আর, চরিত্রে তাঁ'কে মূর্ত্ত ক'রে তোলা—
তবেই তো সিদ্ধি। ৩১০।

তুমি অনুসরণ কর—
আর, তা' তোমার বৈশিষ্ট্য-মাফিক
চরিত্রে যেমন ক'রে উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে—
তা'ই তোমার বৈশিষ্ট্যের উৎকর্ষ। ৩১১।

বীজ কথার মানেই হ'ল
যা' দু'দিকেই-গজিয়ে ওঠে—
ভিতরে—বাইরে ;
বীজমন্ত্র-জপে সত্তাতরঙ্গ
এমন উস্‌কানি পায়
যা'র ফলে, বৈধানিক পরিণয়নে
অনেক-কিছুরই অনুভূতি
অন্তরে বিকশিত হ'য়ে ওঠে,
আর, তা'র প্রতিফলনে বাহ্যিক দর্শনও
অন্তর্ধীসম্পন্ন হয়। ৩১২।

অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠ হ'য়েই
বীজমন্ত্র জপ করতে হয়,
নতুবা, বিকেন্দ্রিকতায়
বিক্ষেপই নিয়ে আসে ;
তাই, যোগের সার্থক মরকোচই হ'চ্ছে—
অচ্যুত ইষ্টানুরাগ
অর্থাৎ ইষ্টে অচ্যুতভাবে যুক্ত হওয়া,
আর, করা—সার্থকতায়। ৩১৩।

বীজ যেমন তা'র উপযুক্ত মাটিতে
যথাযথ অচ্যুতভাবে
যুক্ত না হ'লে
অঙ্কুরিত হয় না—
তেমনি আচার্য্যে, আদর্শে বা ইষ্টে
যথাবিহিত অচ্যুতভাবে যুক্ত হ'য়ে
তপশ্চরণ না করলে
বীজমন্ত্রও অঙ্কুরিত বা উদ্‌গত হয় না—
কি বাইরে—কি ভিতরে। ৩১৪।

জপ্য যা'—
তা' পুনঃ-পুনঃ মননে আবৃত্তি ক'রে,
প্রাণন-উদ্দীপনে তা'র অর্থকে
আরোতে পরিস্ফুট করাই
জপের তাৎপর্য্য। ৩১৫।

ইষ্টে সার্থক ধ্যান,
ধ্যানে সার্থক জ্ঞান,
জ্ঞানে সার্থক কর্ম্ম,
কর্ম্মে সার্থক প্রেম,
আর, সবই সার্থক ঈশ্বরে। ৩১৬।

যেখানে যে-গুণের প্রকাশ—
তা'ই হচ্ছে ভগবানের মূর্ত্ত আশীর্ব্বাদ,
আর, সেখানে তা'কে অবলম্বন ক'রেই
সে-গুণের কর্ষণ করতে পারি
কিংবা আমাদের ভিতর
তা'র চাষ করতে পারি—
দেবার্চ্চনার তাৎপর্য্যও ঐ। ৩১৭।

প্রার্থনা কর আর সেই পথে চল—
যথাবিহিত সক্রিয়তায়,—
সুফল পাবে। ৩১৮।

স্তব কর—
তা' অন্তরে-বাইরে—সক্রিয়তায়,
স্তুত হবার প্রত্যাশা রেখো না—
স্তব স্তুতিমুখর হ'য়ে
চরিত্রে জমাট বেঁধে উঠবে,—
জাজ্জ্বল্যমান দীপ্তি ও তৃপ্তিতে সার্থক হবে। ৩১৯।

সত্তায় দাঁড়াও,
প্রবৃত্তিকে আয়ত্তে রাখ,
থাকার পরিপোষণে তা'কে কাজে লাগাও,—
সংযমী হবে—স্বভাবতঃ। ৩২০।

প্রবৃত্তি তোমাকে সেবা করুক—
বাঁচায়, বাড়ায়,
তুমি বেহাতি হ'য়ে প'ড়ো না তা'তে,
সেবা করতে যেও না তা'দের,
সামর্থ্যের অধিকারী হবে। ৩২১।

নজর রেখো,
প্রবৃত্তিগুলি যেন সব সময়
সত্তাসঙ্গতি লাভ করে,
সত্তা যেন কখনই
প্রবৃত্তি-সঙ্গত হ'য়ে না ওঠে,
অস্তিত্ব দৃঢ়তর হবে। ৩২২।

নিঝুম হ'য়ো না,
এন্তার হও ইষ্টানুগ চলনে—

সংযমে, সৌহার্দ্দ্যে,
সক্রিয় সন্দীপনায়—
বাধাকে অতিক্রম ক'রে—কৌশলে, অবাধে;
বড় হওয়ার প্রলোভন রেখো না,
বড় করতে প্রলুব্ধ হও,—
বড় হবার তুক্‌ই ওই। ৩২৩।

চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা, ত্বক্
সজাগ রেখো সব বিষয়ে—
পারস্পরিক সমন্বয়ে, সুনিয়ন্ত্রণে
সতর্ক-সন্ধানী ক'রে রেখো—
প্রস্তুতি-উদ্যমে বোধ ও সিদ্ধান্ত নিয়ে
তীক্ষ্ম ক'রে—
ধরতে পারবে ঢের,
বিহিতও করতে পারবে;
এমনতর সক্রিয় প্রয়োগ
তোমার ইন্দ্রিয়গুলিকে অমনতর উন্নতিতে
স্বস্থ ক'রে তুলবে
অভ্যাসে—সহজভাবে। ৩২৪।

দোল দাও—নিজে দু'লো না,
'অচলোঽয়ং সনাতনঃ' হ'য়ে থাক—
সনাতনকে অচ্যুতভাবে আঁকড়ে ধ'রে,
সব দোল লীলায় উথলে উঠবে
সার্থক হ'য়ে
উপভোগ করবে তাঁ'কে—
লীলায়। ৩২৫।

যদি পেতে চাও—
তবে যা' দেখছ
তা'র অন্তরে কী আছে তা' দেখ—
সক্রিয়তায়,

বাস্তবে আরো ক'রে,
আরোর ক্রমে,
পাওয়ার পক্ষপাতিত্বে
অমৃতও মিলতে পারে। ৩২৬।

জীবনের প্রতি তা'রাই তত কৃতঘ্ন—
পথ পেয়েও যা'রা বাঁচার প্রচেষ্টায়
বিরত থাকে,
আর, যা'রা নিজের প্রতিই কৃতঘ্ন—
অপরের প্রতি তা' হওয়া
তা'দের স্বাভাবিক। ৩২৭।

জীবন যা'তে চলে তা' যেমন
কাঁটায়-কাঁটায় না করলে হয় না—
ব্যত্যয় হয়,
তেমনি জীবন যা'তে বাঁচে তা'ও
কাঁটায়-কাঁটায় না করলে হয় না—
মৃত্যুতে পায়;
তাই, চল,—যা'তে বাঁচ
তা'তে অভ্যস্ত হ'তে-হ'তে—
বিহিতভাবে। ৩২৮।

মনকে বেশী চাপাচাপি করতে যেও না,
তা'তে ঠান্ডা হবে না,
তা'ই ব'লে, চ'লোও না তা'র প্ররোচনায়—
ইষ্টানুবর্ত্তন ছাড়া,
বরং ইষ্টে অনুরাগ বাড়াও—সক্রিয়ভাবে,
ছাপিয়ে তোল সে-অনুরাগকে
সমস্ত বৃত্তি অতিক্রম ক'রে—
কেন্দ্রায়িত হ'য়ে উঠবে তা'তে বরং অনেকখানি। ৩২৯।

চিন্তা, শ্রম ও চরিত্র
বাস্তব সামঞ্জস্যে
ইষ্টানুগ ক'রে তোলাই হ'চ্ছে—
সার্থকতার সোপান। ৩৩০।

যা'ই কর না—
হিসাব রেখো বিহিতভাবে,
ঐ হিসাবেই থাকে নিকাশের পথ,
আর, ওতে স্মৃতিও চলতে থাকবে উৎকর্ষে,
পশ্চাদপসারণী চিন্তায়,
আবৃত্তি-মননে—
স্মৃতিবাহী চেতনার দিকে। ৩৩১।

যা'তে অভ্যস্ত হবে যত বেশী—
তোমার প্রকৃতিও তেমনতর
রূপ নেবে,
তাই, অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠাই সিদ্ধ হওয়া। ৩৩২।

কসরত ক'রে চরিত্রকে সাজান যতকাল থাকে—
ততদিন বোঝা যাবে যে
তা' সত্তায় গাঁথেনি,
তাই, অভ্যাস এমন ক'রে করতে হয়
যা'তে তা' কসরতের পারে যেয়ে
স্বতঃ হ'য়ে ওঠে। ৩৩৩।

মানুষের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যগঠনকে
উৎকর্ষ-প্রকৃতিতে নিয়ন্ত্রিত ক'রে
গ'ড়ে তুলতে হ'লেই চাই—
অপ্রমেয়, নিরবচ্ছিন্ন, নিবিষ্ট তপঃসম্বেগ-অভ্যস্ত
স্বাভাবিকতা—

যা' স্বতঃ হ'য়ে ওঠে—
বোধে, ব্যবহারে, চলনে;
তাই, ভাঙ্গার চাইতে গড়া মুশকিল। ৩৩৪।

যা'রা ভোগ করে—
কিন্তু সত্তা-সম্বর্দ্ধনী-তপোবিরত,
তা'দের অন্তর্নিহিত যে-সমাবেশ—
যা'র ফলে সক্রিয় হ'য়ে উঠেছিল
ঐ ভোগপূরণী প্রয়োজনীয় উপকরণের
উপচয়ী আহরণে—
তা' ক্রমশঃ ক্ষয় হ'তে থাকে বৃত্তিসংঘাতে,
অবশ, অলস ও অসহায় হ'য়ে ওঠে ক্রমশঃ,
অশক্ত, নির্ভরশীল জীবন হ'য়ে ওঠে দিন-দিন;
তাই, ভোগলোলুপ যদি হ'য়েই থাক—
সত্তা-সম্বর্দ্ধনী তপে
বিরত থেকো না কিন্তু,—
পরিণাম পঙ্কিল হ'য়ে উঠবে না। ৩৩৫।

তপের মরকোচই হ'ল
বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক ব্যাপারকে
নিয়ন্ত্রণী সমাবেশে
সত্তা-সম্বর্দ্ধনী ক'রে তোলা—
সক্রিয় উপচয়ে যা' সার্থক হ'য়ে উঠে
অধ্যাত্মজীবনকে উৎকর্ষে উচ্ছল ক'রে তোলে। ৩৩৬।

মানুষের কুপ্রবৃত্তি তা'র নিজের কাছে
আগে নিজ সমর্থনে
গা ঢাকা দিয়ে থাকে,
পরে এৎফাঁক ক'রে
নানান ভাঁওতায়
মানুষের চোখে ধূলো দিতে থাকে;

তাই, যদি ভালই চাও—
আগে নিজের কাছেই নিজে ধরা পড়,
সঙ্গে-সঙ্গে তা'র সুনিয়ন্ত্রণ করতে থাক। ৩৩৭।

ইষ্টকর্ম্মের ভিতর-দিয়েও
যদি ইষ্ট-সংযোগ বা সংসর্গ না থাকে,
তা'তেও অধঃপতন আসতে পারে—
হীনম্মন্য প্রবৃত্তি-প্ররোচনার ভিতর-দিয়ে। ৩৩৮।

ওঠো, জাগো—
বরণীয় যিনি তাঁ'তে
নিবুদ্ধ হও;
ঊষা এলো আজ
এ জীবনে নবীন হ'য়ে
নবীন উদ্যমে—অর্ক আলোকে,—
উদ্বুদ্ধ ক'রে তোল
তাঁ'রই জীবনমন্ত্রে;—
ওঠ, আসন গ্রহণ কর,
প্রার্থনা কর,
প্রবুদ্ধ হ'য়ে সকল কর্ম্মে
তাঁ'কে পরিপালন কর—
শান্তি আসুক,
স্বধা আসুক,
স্বস্তি আসুক,
তোমার জীবনে জীবন্ত হ'য়ে। ৩৩৯।

সূর্য্য পাটে বসেছে—
সন্ধ্যা তা'র তামসী বিতানে
ঘাটে-বাটে ছড়িয়ে পড়েছে—
স্নিগ্ধ ক'রে
বিশ্রামে ভুবনকে আলিঙ্গন ক'রে;

তাপস! শান্ত হও!
বরেণ্য যিনি
তোমার সব মন দিয়ে
তাঁ'তে ছড়িয়ে পড়,—
উপাসনা কর তাঁ'র—
দিনের সব কর্ম্মের সাথে
যা'-কিছু করেছ স্মরণে এনে
নিবেদন কর তাঁ'কে—সার্থকে;
বিশ্রামের সুষুপ্তি-অঙ্কে
এলিয়ে দিয়ে
তোমার সসত্ত্ব শরীর,
উন্মাদনার সৎমন্ত্রী সোমরস পান ক'রে
সুপ্তি পাও,—তৃপ্তি পাও—
সুস্থি পাও—
উদাত্ত জীবনে আবার জেগে উঠতে। ৩৪০।

জন্মে, কর্ম্মে, ধী-তে যাঁ'রা শ্রেয়—
তাঁ'দের প্রতি অচ্যুত অনুরাগে—
তা' যেমনই হোক না কেন,
চরিত্র যদি তা'তে অনুরঞ্জিত হয়—
শ্রেয়কেই প্রসব করে। ৩৪১।

বন্ধ্যা যেখানে জ্ঞান,
ব্যর্থ সেখানে ধ্যান। ৩৪২।

অনুরাগ সৃষ্টি কর,
মনোযোগ তা'কে আপনিই
অনুসরণ করবে,
আর, একাগ্রতা হবে—
স্বতঃস্ফূর্ত্ত। ৩৪৩।

তুমি ভগবানকে যেমনভাবে
যতটুকু যা' দেবে,
হওয়াটাও তোমার তেমনি হবে—
আর, ঐ হওয়াটাই পাওয়া। ৩৪৪।

যদি শক্তি চাও,
ভক্তিটাকে আঁকড়ে ধর—
অটুটভাবে,
আর, তা'কে ব্যভিচারিণী ক'রো না,
কথায়-কাজে তা'কে পরিপালন কর—
দীপ্ত হবে—কৃতার্থে। ৩৪৫।

মানুষ করে—হ'বার জন্য,
আর, হওয়াটাই প্রাপ্তি,—
আবার, ঐ প্রাপ্তিটাই
করা ও হওয়ার ক্রমিক পর্ব্ব,—
আর, এই পর্ব্বেরই ধাপে-ধাপে
মানুষ আরোর পথে চলতে থাকে,
কর,—হও,—চল—
আর, এই চলার সার্থকতা—
তা'—অসীমে। ৩৪৬।

ঈশ্বরকে তোমার যা'-কিছু যতখানি
যেমন ক'রে দেবে,—
তুমিও তাঁ'তে ততখানি
তেমন ক'রেই হবে,
আর, এই হওয়াটাই তোমার প্রাপ্তি। ৩৪৭।

তুমি যতটুকু করবে—
হবেও ততটুকু,—
পাওয়াও হবে তোমার তেমনি। ৩৪৮।

তোমার ঈশ্বরানত গুরুভক্তি
যতক্ষণ পর্য্যন্ত সক্রিয়ভাবে
অচ্যুত না হ'চ্ছে,—
তোমার প্রাণ সর্ব্বতোভাবে যতক্ষণ না
ইষ্টপ্রতিষ্ঠ হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে
ততক্ষণ যথাসম্ভব তোমাকে
সাধু বা সৎসঙ্গের
প্রাচীর-বেষ্টিত ক'রে রেখো,
শিষ্য করতে যেও না—
নিজেও ম'রো না—
পথভ্রষ্ট ক'রে অন্যেরও সর্ব্বনাশ ক'রো না;
ইষ্ট-উদ্দীপ্ত চলা, বলা
যখন তোমাতে স্বতঃ হ'য়ে দাঁড়াবে,—
স্বভাব হ'য়ে উঠবে—
অবিচ্ছিন্নভাবে—
সে-ই কিন্তু সিদ্ধির লক্ষণ। ৩৪৯।

রিপুগুলোকে ততটুকুই ব্যবহার ক'রো
যতটুকুতে সত্তা পুষ্টি পায়,
বজায় থাকে,—
আর, সম্বর্দ্ধনায় উন্নীত হ'য়ে চলে। ৩৫০।

ভুল না করতে চেষ্টা কর,
কিছুকে অবজ্ঞা করতেও যেও না,
যে কাজে লাগে না তা'কেও জান,
যে-কাজে লাগছে তা'কেও জেনে রাখ,
যখনই যেটা প্রয়োজন হবে,
ব্যবহার করতে পারবে—
বঞ্চিত হবে না। ৩৫১।

অন্যায্য বা অন্যায় ক'রে
স্পর্দ্ধা দেখাতে যেও না,
অন্যায়কে অন্যায় ব'লে স্বীকার ক'রো,
চেষ্টা ক'রো তা' হ'তে রেহাই পেতে—
আর, ব'লোও তেমনি,—
তা'তে তোমার ক্ষতি অন্যতে
সংক্রামিত হবে না। ৩৫২।

প্রণিধান-প্রবৃত্তি যা'র কৃশ—
ধারণাও তা'র স্বল্প ও অমার্জ্জিত ;
—অনুশীলন কর,
বেড়ে উঠবে—উৎপ্রেক্ষায়। ৩৫৩।

জেনে হওয়া—
আর, তা' জীবনের সাথে গেঁথে নেওয়া
অর্থাৎ চরিত্রে রূপায়িত করা তা'কে—
তাই-ই অনুভূতি। ৩৫৪।

তুমি তোমার মস্তিষ্ক বা বুদ্ধিবৃত্তিকে
যথাসম্ভব রেহাই দিও না,—
যত্ন নিতেও তাচ্ছিল্য ক'রো না তা'র—
বুদ্ধিবৃত্তি ক্রমশঃ উৎকর্ষেই চলতে থাকবে। ৩৫৫।

ভুল করতে পার,
আর, মানুষই ক'রে থাকে তা',
তাই ব'লে, ভুলকে সমর্থন ক'রো না—
প্রশ্রয় দিও না,
ধরতে পেলেই তৎক্ষণাৎ নিরাকরণ কর,
আর, নিরাকরণ ক'রে যা' পেলে
তা' চরিত্রে এস্তামাল ক'রে ফেল,
ওর অপনোদন হবে ক্রমশঃই। ৩৫৬।

ভুলই যদি ক'রে থাক—
তবে তা' শোধরাও—যত শীঘ্র সম্ভব,
আর, তোমার ভুল যদি কা'রো
ক্ষতি ক'রে থাকে,—
তা'কেও শোধরাতে হবে,
স্বস্থ ক'রে তুলতে হবে,
নয়তো, ও-শোধরানো সর্পিল গতিতে
তোমাকে ব্যাহত ক'রে তুলতে পারে কিন্তু একদিন। ৩৫৭।

যে কা'রো আপন হ'তে জানে না,
কাউকে আপন করতেও
জানে না সে,
ব্যর্থ তা'র স্বার্থ,—
ব্যর্থ তা'র সমাধান। ৩৫৮।

কাউকে তুষ্ট করতে গেলেই
নিজে কষ্ট সহ্য করতে হয়,
আর, তা' যা'র যেমন সুখের—
আত্মপ্রসাদও তা'র তেমনি। ৩৫৯।

শ্রদ্ধা যা'তে যেমন—
পরিণতিও তা'তে তেমনি। ৩৬০।

যে যা'তে যেমন শ্রদ্ধাবান—
জ্ঞানীও তা'তে তেমনি,
তৎপরও তেমনতরই,
আর, সংযতেন্দ্রিয়ও হয় তেমন। ৩৬১।

যে-নিষ্ঠা সক্রিয়তায় মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে না—
কাজে,—উপচয়ে,—
তা'কে নিষ্ঠা ব'লে ধ'রো না—
বঞ্চিত হবে। ৩৬২।

পরশ্রীকাতরতাবিহীন,
প্রবৃত্তি-প্রলোভনমুক্ত,
ইষ্টস্বার্থপ্রতিষ্ঠা-পরায়ণ যে সর্ব্বতোভাবে,—
ভগবানের প্রকট হওয়া
তা'র কাছে সুগম। ৩৬৩।

ভগবানের জন্য মরা বরং সহজ—
কিন্তু ভগবানের জন্য যে বাঁচতে পারে—
সে-ই সাবাস। ৩৬৪।

যে ইষ্টার্থে আত্মোৎসর্গ করে—
সে অনন্ত জীবন পায়,
আর, যে অবজ্ঞা করে তাঁ'কে,
সে তা' হারায়। ৩৬৫।

ইষ্টার্থে যা'রা সব হারায়
যা'-কিছু উৎসর্গ ক'রে,—
হাজার গুণে তা'রা পায়ই তা'—
ইহজীবনেই,
পরে হয় অনন্ত জীবনের অধিকারী;
আর, তা' যা'রা করেনি বাস্তবে—
তা'রা অনুসরণও করেনি—পায়ওনি। ৩৬৬।

একত্ব যেখানে ভূমায়—
সেখানে ভেদ নাই,
একত্ব যেখানে বৈশিষ্ট্যে—
সেখানে বিভেদ,
আর, বৈশিষ্ট্যের ভিতর-দিয়েই
ভূমাকে উপলব্ধি করতে হবে,
তাই, বৈশিষ্ট্যকে তাচ্ছিল্য ক'রে
যা'রা ভূমাকে উপলব্ধি করতে যায়
তা'রা বিভ্রান্তির পথেই চলে। ৩৬৭।

তোমার জ্ঞান, বিজ্ঞান,
সংশ্লেষণ, বিশ্লেষণ
যদি কোথাও সমাবিষ্ট হ'য়ে
মূর্ত্তি পরিগ্রহ না করল,
বা কোন মূর্ত্তিতে সার্থক হ'য়ে না উঠল—
প্রীতি-উৎসারণায়,—
তুমি সুষ্ঠুত্বের প্রসাদ থেকে
দূরেই থাকলে। ৩৬৮।

সত্তায় মিলিত হও,
চিত্তের দ্বারা যুক্ত হও,
আনন্দে বর্দ্ধিত হও,
তোমার কেন্দ্রায়িত অনুরাগে উচ্ছল হ'য়ে
অন্তর্নিহিত সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী শক্তি
স্বতঃস্ফূর্ত্ত ফুল্ল কল্লোলে
দিগন্ত ভূমায় পরিব্যাপ্ত হোক—
গুণে—গঠনে—কর্ম্মে—
সেই বাসুদেবেই
সার্থক হ'য়ে উঠুক তা'। ৩৬৯।

অনুরাগ

ভালবাসা—যা' বাঁচা-বাড়ার পরিপোষণী নয়,—
ডাইনী তা'—চরিত্রে। ৩৭০।

যে-ব্যাপারেই হোক না কেন—
নিজেকে সংশোধন ক'রে অনুরত না হ'য়ে
যা' হ'তে যতখানি বিরত হ'চ্ছ—
তা'তে তোমার অনুরতিও তত কম;
প্রিয়তে অটুট থেকে পরিশুদ্ধভাবে
শ্রেয়কে মূর্ত্ত ক'রে তোল,—
শুভ ও সার্থকতার ওই-ই পথ। ৩৭১।

চাহিদা-উপভোগী ক্ষুধা—
যা' নিজের ইন্দ্রিয়কে প্রীত করতে চায়,
তা'কে বৃত্তি-নেশা বলে,
আর, বাঞ্ছিতকে প্রীত ক'রে
যে-ভাব আত্মপ্রসাদপ্রবণ হ'য়ে ওঠে—
তা'কেই অনুরাগ বা ভক্তি বলতে পার। ৩৭২।

বাঞ্ছিতের বিক্ষোভ যদি তোমার
অনুরাগের প্রবৃদ্ধির বদলে
বিচ্যুতি এনে দিল,
তবে বাঞ্ছিতে অনুরাগ তোমার
কতখানি ভণ্ড,—
আর, তা' কেমনতর স্বার্থান্ধ ফন্দিবাজি—
সহজেই অনুমেয়। ৩৭৩।

প্রীতি যা'তে ছিন্ন হয়—
ভালবাসা তা'তেই,—
অন্যে নয় কিন্তু। ৩৭৪।

ব্যভিচারিণী যেখানে প্রীতি—
ব্যর্থ সেখানে আরতি। ৩৭৫।

ভালবাসা যা'দের সেবাবিমুখ, স্বার্থকঞ্জুষ—
দাবীও তা'দের দৈন্যভরা, অস্বাভাবিক,—
প্রাপ্তিটাও ক্লেদময়। ৩৭৬।

অনুরাগ যেখানে অবাধ্য,
অথচ বিরোধী যা' তা' হ'তে আত্মসংযম
যেখানে কঠোর হ'য়ে দাঁড়ায়,
কিন্তু তা'তে উৎফুল্লও করে না, উদ্দামও করে না,—
সেবা সেখানে অপরাধসঙ্কুল,
আত্মপ্রতিষ্ঠ হামবড়াইয়ের
বাবুগিরি ছাড়া কিছুই না,—
অনুরাগ সেখানে স্বার্থসিদ্ধির বা বিলাসী—
তাই, বহুদর্শিতা আর জ্ঞানও মূঢ়। ৩৭৭।

প্রীতি যা' স্বার্থ-সমীক্ষু,
তা' জোঁকেরই মতন শোষক—
রক্তচোষা। ৩৭৮।

কাজ-বাগানো ভালবাসায়
প্রতিদানী-তৃষ্ণা বিরল,
আর, তা' দায়িত্বহীন,
বিচ্ছেদবিলাসী, লোকমতবিধূর। ৩৭৯।

প্রীতি যেখানে পদদলিত,
ক্ষোভও সেখানে সন্দেহসঙ্কুল—
হৃদয়বিদারক। ৩৮০।

যে যা'র জন্য কষ্ট সহ্য ক'রেও সুখী,—
মান-অভিমানের ধারও ধারে না
ছেড়ে থাকাও মুস্কিল,—
দিয়ে সুখী ক'রে সুখী হওয়াই যা'র উপভোগ,—
সে তা'কে ভালবাসে ;
আর, দেওয়ার বা পাওয়ার লোভে সেবা—
জেনে রেখো,
তোমার কেউ নয় সে—
তুমিও তা'র কেবা? ৩৮১।

আদর্শে কপট ভালবাসা—
বঞ্চনার সোনার কলসী—
যা' শূন্য। ৩৮২।

অনুরাগ বা আসক্তির অভাবে
কথাও বেফাঁস, ব্যর্থ-স্বার্থী হ'য়ে পড়ে—
আর, চলনে পা'-ও প'ড়ে বেতালে,—
আত্মশ্লাঘায় ঈপ্সিতকে অজ্ঞাতসারে
জলাঞ্জলি দিয়ে চলে ;
আসক্তি ও অনুরাগ যত বেশী—
অমনতর ব্যতিক্রমও হয় তত কম। ৩৮৩।

প্রবৃত্তি যা'র পরিচালক,
ঈপ্সিত যা'র প্রয়োজন-সিদ্ধির উপকরণ,—
যা'ই হোক আর যেমনই হোক,
প্রেম তা'র ভ্রান্ত। ৩৮৪।

যে ভালবাসায় অনুবর্ত্তিতা
উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে না—
সুখে সানন্দ চলনে—
বাধাকে ব্যাহত ক'রে,
তা' ক্লীব ত' বটেই—বিকৃতও। ৩৮৫।

সেবা যেখানে সক্রিয়-অনুবর্ত্তিতাহীন—
প্রীতি বা ভালবাসা সেখানে সন্দেহের। ৩৮৬।

ভালবাসার আড়কাঠি
যেখানে আদায়ী প্ররোচনা—
প্রীতি-প্রতারণা সেখানে সহজ-সম্ভাব্য। ৩৮৭।

সেবা-বিমুখ, অকৃতজ্ঞ-প্রীতি
প্রবঞ্চনা ও স্বার্থসিদ্ধির হাতছানি;—
সাহচর্য্যহীনতাই এর নির্দ্দেশক—
যা' অনুস্যূত থাকে ওর অন্তরে। ৩৮৮।

প্রয়োজনের পরিচর্য্যা ফুরিয়ে গেলেই
সম্বন্ধ যেখানে শিথিল,
প্রীতি সেখানে আবিল ত' বটেই—
কৃতঘ্নও হ'তে পারে। ৩৮৯।

চলছ বা ভাবছ ভালবাস ব'লে যা'কে—
তা'র তিরস্কার বা ত্রুটিতে যখনই দেখবে
তোমার অভিমান এসে দাঁড়িয়েছে—
দাম্ভিক প্রকৃতি নিয়ে—
বুঝো, তা'কে ভালবাস না তুমি অন্তরে,—
তা'র তোয়াজের খাতির কর মাত্র,
অচ্যুত থাকতে পারবে না তা'তে তুমি—
যতদিন অমনতর আছ। ৩৯০।

অনুরাগ যেখানে অচ্যুত নয়—
আবেগও সেখানে ছন্নছাড়া,
আর, অনুপ্রাণনাও সেখানে বিচ্ছিন্ন,
বোধ, সামঞ্জস্য, সমন্বয় ও সার্থকতা
সেখানে অবিন্যস্ত,—ঐক্যহারা—ইতস্ততঃ। ৩৯১।

নিজের কোন কামনাকে কেন্দ্র ক'রে
যদি কাউকে ভালবাস,
ভালবাসার কেন্দ্র সেই কামনা—
যা'কে ভালবাস বলছ সে নয় কিন্তু;
কাম্য তোমার যে বা যা'—
কর্ম্মও হবে তেমনতর—
ফলও পাবে তেমনি। ৩৯২।

বৃত্তির খাতিরে যা'রা ভালবাসে—
তোয়াজের একটু খাঁক্‌তিতেই
অসন্তুষ্ট হয় বা বিগড়ে' যায় তা'রা। ৩৯৩।

প্রীতির রং-এ যদি অন্তর তোমার
রঙ্গিল হ'য়ে না ওঠে,
শুধু স্বার্থ বুদ্ধি নিয়ে যদি চল,—
ঢং-এ কিন্তু রং ধরবে না কিছুতেই। ৩৯৪।

যেখানে তোয়াজে তৃপ্তি,
ত্রুটিতে নারাজ, বিরক্তি বা বিরতি—
সেখানে প্রীতি নাই,—
আছে হীনমন্যতার
খোসামোদী-সেবা-চাহিদা। ৩৯৫।

প্রীতি তখনও প্রকৃত হ'য়ে ওঠেনি তোমার—
যতক্ষণ প্রিয়-স্বার্থ ও প্রতিষ্ঠা

তোমারই নিজের হ'য়ে না উঠছে,—
আর, সেবাসম্বুদ্ধ হ'য়ে ওঠেনি—
সক্রিয় পরিচর্য্যায় স্বতঃ হ'য়ে;
প্রীণন-পরিকল্পনা অলস—
সক্রিয় হ'য়ে ওঠেনি বাস্তবে—
পুষ্টি দিতে তা'র,—
তৃপ্তি দিয়ে,—সম্বর্দ্ধনায়
অধীশ্বর ক'রে তুলতে তা'কে—
আর, ঐ উপভোগের আত্মপ্রসাদে
ভরপুর ক'রে তুলতে নিজেকে। ৩৯৬।

কুটিল যা'দের আনতি—
পরিস্থিতিও তা'দের জটিল। ৩৯৭।

অভিমান যেখানে প্রখর—
প্রীতিও সেখানে কাতর। ৩৯৮।

অভিমানে আছে—
নিজের ওজন বাড়িয়ে তোলা,—আত্মসমর্থন,
প্রীতিতে থাকে প্রিয়কে বাড়িয়ে তোলা
আর প্রিয়-সমর্থন;—
তাই, নরকের বা নিকৃষ্ট হওয়ার
মূলই হ'চ্ছে অভিমান। ৩৯৯।

বাস্তবিক যদি ঈশ্বর-অনুরাগী হও—
তাঁ'র পথে চলা
অর্থাৎ তাঁ'র বিধিতে চলা
তোমার কাছে আদরেরই হ'য়ে উঠবে;
যদি না চল—
আর, তাঁ'র নামের মোসাহেব-গিরি কর,
ফয়দা কিন্তু পাবে না তা'তে,

লাভ হবে—তাঁ'কে দোষারোপ করা—
আর, নিজে বিধ্বস্ত হওয়া। ৪০০।

শিথিল অনুরাগ
এড়ানর পথই খোঁজে—
প্রায়শঃ। ৪০১।

তোমাকে চায় না—
প্রবৃত্তির পূজারী যে—
সত্তা-সম্বর্দ্ধনী সহযোগিতা যা'তে অবজ্ঞাত—
তা'কে যত চাইবে,—
বিধ্বস্তিকেই আলিঙ্গন করতে হবে—
আর, পাবেই বিড়ম্বনা উপঢৌকন। ৪০২।

অনুরক্তদের ভিতর
দ্বন্দ্ব, অসহিষ্ণুতা, অসহানুভূতি
ও অনৈক্য
প্রিয়তে প্রীতি-অভাবই সূচিত করে। ৪০৩।

আদর্শে শিথিল অনুরাগ যা'দের—
উদ্দেশ্যও তা'দের বিচ্ছিন্ন, বিভ্রান্ত,
সমন্বয়হীন—ভবঘুরে। ৪০৪।

শিথিল অনুরাগ
অপ্রতুলতারই আমন্ত্রক। ৪০৫।

শ্লথ যা'তে অনুরাগ—
উদ্যমও তা'তে শিথিল,
দায়িত্বও সেখানে ক্ষীণ,
অর্জ্জনও ম্লান সেখানে। ৪০৬।

স্বার্থ-সংক্ষুধ পাওয়ার বুদ্ধি
যেখানে যেমন উদগ্র,
ইষ্টানতিও সেখানে তেমনতরই অনৃত। ৪০৭।

কর্ম্মোদ্ভাবন-প্রবৃত্তি যা'দের
যেমন অবশ বা মন্থর—
সেবা-সাহচর্য্যে—শ্রেষ্ঠ উপচয়ে,
প্রীতি তা'দের তেমনতর ক্লীব—
প্রায়শঃই গোড়ায় গলদওয়ালা,
আবেগ তা'দের প্রবৃত্তিস্বার্থী—সাধারণতঃ। ৪০৮।

অচ্ছেদ্য অনুরতি যতদিন না থাকে—
যাঁ' হ'তে পাও তাঁ'তে,—
ভগবানের লক্ষ কৃপাও
ব্যাহত করবে তুমি—পেতে ;—
পেলেও পাবে না তা'। ৪০৯।

প্রীতি যেখানে প্রভুত্ব করে—
কুৎসা, দোষদর্শিতা ও কুবাক্য-প্রয়োগপ্রবৃত্তি
সেখানে মুহ্যমান ও অবসন্ন হ'য়েই থাকে। ৪১০।

যা'র উপর নেশা—
দিশাও হয় তেমনি। ৪১১।

অনুরাগ যেখানে অবাধ—
উদ্যমও সেখানে অক্লান্ত,
অর্জ্জনও অপ্রতিহত সেখানে। ৪১২।

ভালবাসা যেখানে যেমন—
ফলও ফলে সেখানে তেমন। ৪১৩।

যদি কোন কিছুতে ঈপ্সা থাকে—
তা'র অন্তরায় যেমন পছন্দ হয় না,
তেমনি ঈশ্বরানুরাগ যদি থাকে
তার অন্তরায়গুলি ভাল লাগে না—
এড়াতে ইচ্ছা হয়,
অতিক্রম করতে চেষ্টা করে। ৪১৪।

দিয়ে-থুয়ে ক'রে
যেটাকে যে ধ'রে রাখে—
ক্ষমতাও সেখানে তদনুপাতিক বেশী। ৪১৫।

দীপ্ত যেখানে অনুরাগ,
কাম যেখানে মন্থর,—
প্রেম সেখানে স্বচ্ছন্দতাই লাভ করে। ৪১৬।

অনুরাগ যা'র যেমনতর শুদ্ধ, সক্রিয়,
সুষ্ঠু, সন্ধিৎসু ও সতর্ক—
তা'র প্রিয়র অবস্থানও তেমনতর পবিত্র—
সেবা-সৌজন্য-বেষ্টিত। ৪১৭।

যা'কে তুমি যেমনতর ভালবাসবে—
সে তোমাতেও থাকবে তেমনতর। ৪১৮।

যা'র জন্য যা'কে ত্যাগ করতে পার যেমনতর,
তোমার ভালবাসা বা আসক্তিও
তা'তে তেমনতর। ৪১৯।

ইষ্টনিষ্ঠা সেখানেই—
অনুরাগ যেখানে উদ্ভাবনী বুদ্ধি নিয়ে
উপচয়ী ইষ্টকর্ম্মে ব্যাপৃত ক'রে তোলে—
সেবায়, স্মরণে, মননে, কর্ম্মে, কৌশলে—
বাস্তব রূপায়ণে। ৪২০।

আনতিই যদি থাকে—
বুঝের বালাই বোঝা হ'য়ে দাঁড়ায় না,—
আর, বুঝ আপনি আসে—
স্বতঃ-প্রবর্ত্তনায়—নিজ গরজে—
সুঝের আওতায়। ৪২১।

অনুরাগ যেমনতর—
অবস্থানও তেমনতর। ৪২২।

চলস্রোতা, একমুখীন অনুরাগ
প্রজ্ঞা-পরাগেই পরিশোভিত হ'য়ে থাকে—
প্রায়শঃ। ৪২৩।

প্রেম, ভক্তি বা ভালবাসা
যেখানে যেমনতর,
সক্রিয় কর্ত্তব্যপ্রবণ বুদ্ধিও সেখানে
তেমনতর। ৪২৪।

অত্যাচারিত হ'য়েও
প্রীতি যেখানে অচ্ছেদ্য,—
ভালবাসা সেখানে মুক্ত। ৪২৫।

সোয়াস্তির জন্য
যা'কে পেতে ইচ্ছা করে
বা যেখানে যেতে ইচ্ছা করে,
প্রীতি হাত বাড়িয়ে আছে সেই দিকেই
প্রায়শঃ। ৪২৬।

প্রীতিচক্ষু প্রিয়কে উপভোগ করায়,
আর, প্রীতির সেবা
প্রিয়তে প্রবুদ্ধ ক'রে তোলে। ৪২৭।

অন্তরায়-অতিক্রমী, সেবা-সুন্দর
সান্নিধ্যপ্রাণতা
অনুরাগের আদিম অনুগতি। ৪২৮।

যা'কে খুশি ক'রে
তুমি সুখী হও নির্ব্বিবাদে,
নিরবচ্ছিন্নভাবে—সহ্য ক'রেও,—
প্রেম তোমার সেইখানেই—
সে-ই তোমার প্রিয়। ৪২৯।

অনুরাগ মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে মুক্ত ক'রে তোলে,
কর্ম্মসামঞ্জস্যও তা'র সার্থক হ'তে থাকে ;—
শ্রেয়-প্রীতি-আবেগের
সার্থকতাই ওইখানে,—
সে দীপ্ত আর প্রাজ্ঞ হ'য়ে ওঠে—
অনেক দিক দিয়ে। ৪৩০।

ভালবাসা কিন্তু পারস্পরিক নয়কো—
তা' পূরণ-ক্ষুধাসম্ভূত স্বতঃই ;
ভালবাসায় সেবা-দক্ষ হ'য়ে ওঠে,
পরিরক্ষণ, পরিপোষণ
ও পরিপূরণ-প্রবৃত্তি হয় মুখ্য,—
প্রিয়র স্বার্থ হ'য়ে ওঠে তা' সব দিক দিয়ে,
আর, তা' সত্তার অনুপূরক ব'লেই
সার্থক হ'য়ে ওঠে—প্রিয়র ভালবাসায় ;
এমনি ক'রেই প্রিয়ও ভালবাসতে থাকে,—
তখন পরস্পর পরস্পরের চাওয়ায়
অক্ষুণ্ণ ও অবিচ্ছিন্ন হ'য়ে ওঠে ;—
আর, এই করাগুলি যেখানে
পরস্পরের পরিপোষক নয়—
সেখানে হয় ওর উল্টো,
এই-ই হ'ল ভালবাসার আসল ব্যাপার। ৪৩১।

তুমি নিজের মতন ক'রেই
ঈপ্সিতের স্বার্থ দেখ—
সেবাপ্রয়াসী হও,
বিবেচনায় যেমন আসে
তা'র সক্রিয় অনুমোদন কর,
নিরোধ করতে হ'লে
তা'ও সক্রিয়ভাবেই কর,
এই হ'চ্ছে ভালবাসার প্রথম লগ্ন। ৪৩২।

অনুরাগ প্রবৃত্তিগুলিকে
কারণমুখী ক'রে তোলে—
সহজ আবেগে,—সফলভাবে গুছিয়ে,
চরিয়ে,—বশে এনে—
অন্তর পাঁতি-পাঁতি ক'রে খুঁজে;
আর, প্রিয়-বিরোধী যা'
তা'র ত্যাগে স্বস্তি লাভ ক'রে
উৎফুল্ল হ'য়ে ওঠে;
আর তাই, অনুরাগীকে মুক্তি
দাসীর মত সেবা ক'রে থাকে। ৪৩৩।

প্রীতি যেখানে প্রকৃত—
লোকমতের তোয়াক্কাও সেখানে কম,
বরং তা' সামঞ্জস্যে লোকমত সংহত ক'রে
স্বপক্ষে নিয়ন্ত্রিত করে,
আর দক্ষ, সমীক্ষু সেবায়
তা'র ঈপ্সিতকে অভিনন্দিত ক'রে তোলে। ৪৩৪।

অনুরাগ মানুষকে সহজ-দায়িত্বশীল
ও সমর্থক ক'রে তোলে,
সে সর্ব্বক্ষণ সব দিক দিয়েই
তা'র প্রেষ্ঠের সমর্থন-পরিপূরণী ধাঁজ
বহন ক'রেই চলে,—

বিরুদ্ধের প্রতিরোধ তা'র স্বতঃ—
সাবধানতা সন্তর্পিত ও স্বতঃ-চেষ্টাশীল,
অবিরোধী নিরোধ তা'র প্রাঞ্জল;
এ যেখানে যত কম—
শ্রদ্ধা বা অনুরাগের দমও
সেখানে তত শিথিল। ৪৩৫।

অনুরাগ মুকুলিত হয়
সন্তর্পিত সেবার ভিতর দিয়ে—
যা'তে আছে উদ্দাম আগ্রহ,
আর উৎফুল্ল আত্মসংযম—
পরিরক্ষণে, পরিপোষণে, পরিপূরণে। ৪৩৬।

অনুরাগই একমাত্র দীপনরজ্জু
যা' ধ'রে মানুষ উন্নতও হ'তে পারে—
অবনতও হ'তে পারে,
শ্রেয়-সংশ্লিষ্ট অচ্যুত অনুরাগ
মানুষকে উন্নতই ক'রে তোলে—
আর অবনতে আসক্তি জাহান্নমেই নিয়ে যায়;—
শ্রেষ্ঠ-সংবদ্ধ অনুরাগী হও—
প্রতিটি কাজে তা' প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠুক,—
সংবর্দ্ধিত হবে কৃতিত্বে। ৪৩৭।

যা'তে তোমার অনুরাগ যেমন অবিচ্ছিন্ন—
তুমি তোমার সবটা নিয়ে তা'তে
তেমনি রঙ্গিল হ'য়ে উঠবে,
আর, রঙ্গিল হওয়াটা যতই তোমার স্বভাবকে
প্রকৃষ্ট ক'রে তুলবে—
প্রকৃতও হবে তুমি তেমনি;
অনুরাগের বৈশিষ্ট্যই তা'ই। ৪৩৮।

প্রেম যেখানে প্রাঞ্জল
প্রাণও সেখানে সবল,—
আবার, কৌশলও কুশল সেখানে। ৪৩৯।

সাচ্চা অনুরাগের নিশানাই হ'চ্ছে—
বাঞ্ছিতের বিরক্ত ব্যবহারেও ফুলে ওঠা,—
উদ্দাম হওয়া তাঁ'রই প্রতি,
আর, তা' দেবদুর্লভ। ৪৪০।

অনুরাগ যা'তে যত প্রবল,
বৃত্তি-বিভ্রমও সেখানে তত কম—
সামঞ্জস্য ও সার্থকতা তত সুন্দর। ৪৪১।

বাঞ্ছিতে আকাঙ্ক্ষা যেমনতর,
অনুরাগের রূপও তেমনতর—
চলন ও প্রাপ্তিও তেমনি। ৪৪২।

তোমার অনুরাগ যতই অচ্যুত ও প্রবল,
অনুভব ও এগিয়ে যাওয়া
ততই ক্ষিপ্র ও সুন্দর,—
চরিত্রশুদ্ধিও তত অনাবিল। ৪৪৩।

নীতি

উন্নত হও—আর উন্নত কর ;
কিন্তু স্বার্থসমারোহে
অবনতির বিস্তার এনো না। ৪৪৪।

বড়কে ছোট করতে যেও না,
বরং নিরোধ কর—সে চেষ্টাকে,
যত পার
ছোটকে বড় করতে চেষ্টা কর বিহিতভাবে—
যা'তে বড় হ'তে পারে তা'রা বাস্তবে—সত্তায়। ৪৪৫।

বৈশিষ্ট্যকে উৎক্রমণশীল ক'রে তোল
শিষ্ট চলনে—
নষ্ট ক'রো না তা'কে বিরুদ্ধাচারে, অনাচরণে,
অপরিপোষণে। ৪৪৬।

অন্যায় ক'রো না—
দুর্দ্দশা তোমাকে দুঃস্থ ক'রে তুলবে না। ৪৪৭।

অন্যায়ের প্রতিবাদ কর—
পার ত' এমনি ক'রেই তা'কে নিরোধ কর—
মঙ্গলের অধিকারী হবে ;
আর, সেই ত' আশীর্ব্বাদের দূত। ৪৪৮।

মন্দকে নিরোধ কর—
কিন্তু বিরোধ সৃষ্টি ক'রো না
—পারতপক্ষে। ৪৪৯।

যদি স্বার্থই চাও—
তোমার স্বার্থ যে, তা'র স্বার্থ হ'য়ে দাঁড়াও,
স্বার্থান্ধ হ'য়ে তা'কে উপেক্ষা ক'রো না,
স্বার্থপরতায় স্বার্থকে বিসর্জ্জন দিও না,
স্বার্থ তোমার অনাবিল হ'য়ে উঠবে। ৪৫০।

যদি চাও,
এমন দাঁড়ায় দাও—
যা'তে তোমার পাওয়াটা
স্বতঃস্ফূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে। ৪৫১।

বৃত্তিনেশা ও বাঞ্ছিতানুরাগের মধ্যে
আপোষরফা ক'রে চ'লো না—
বিকৃত চলন তোমাকে বিক্ষুব্ধ করবে কম। ৪৫২।

কথায় কাজে যা'র মিল নেই—
খ্যাতি তা'র যতই থাকুক—
যদি তা'তে নির্ভর করতে চাও,
খুব হিসাব ক'রে ক'রো—
নচেৎ ঠকবে,—বিপদেও পড়তে পার। ৪৫৩।

কাজে গাফিল, বাক্‌বিলাসী যা'রা—
যদি পার তা'দিগকে ব্যবহার করতে—
ভালই,
কিন্তু আস্থা রেখে চ'লো না—
বঞ্চিত হ'তে পার। ৪৫৪।

যা'রা নিচ্ছেই—
অথচ দেওয়ার ধান্ধা
যা'দের উৎফুল্ল ক'রে তুলছে না—
মনে মনে ধ'রে রেখো,
ব্যর্থতার সিঁড়ি তা'রা তোমার—

পা' দিও না,—নির্ভর ক'রো না—
প্রত্যাশাও ক'রো না;
যদি দুর্গতি না আনে,
আর সম্ভব যদি হয়—
দিতেও সঙ্কুচিত হ'য়ো না,
কিন্তু সাবধান থেকো,
শঙ্কা নিকটেই—
কারণ, প্রলুব্ধির অন্তরালে
কৃতঘ্নতারই বসবাস। ৪৫৫।

নিশ্চেষ্টদের কল্যাণ অবসাদগ্রস্ত;
যথাবিহিত চেষ্টা কর,
আয়ত্তে আন—
আর, উপভোগ কর কল্যাণকে। ৪৫৬।

বিপদকে অযথা ডেকে এনো না,
যত পার তা' সামলে চল—
সংযত হ'য়ে—বিচক্ষণতায়,
যা'তে তা'র গ্রাসে না পড়—
এড়াবে—বিপাককে। ৪৫৭।

ঋষিদের কথার
মনগড়া তর্জ্জমা করতে যেও না,
বোঝ, অভ্যাস কর, অনুভব কর,
আর, সেই অনুভূতি দিয়ে
তোমার পারিপার্শ্বিককে উদ্বুদ্ধ ক'রে তোল,
নতুবা ঠকবে আর ঠকাবেও সবাইকে। ৪৫৮।

অজ্ঞতাকে বিজ্ঞ-পরিবেষণ ক'রো না,
উদ্ভট্টি বাহাদুরীর প্রলোভনে
অন্যকে অমঙ্গলের কবলে ফেলে দিয়ে
তোমার লাভ হবে এই—

সর্ব্বনাশ তোমার কাছে নির্লজ্জ হ'য়ে আসবে,—
ধ্বংস হবে অনিবার্য্য। ৪৫৯।

যদি বাহাদুরীই চাও—
বীর হও,—সুদক্ষ হও,
যেমন ক'রে পার, অজ্ঞতাকে অতিক্রম ক'রে
বিজ্ঞতায় উপনীত হও,
আর, প্রত্যেককে সেই পথে সাহায্য কর,
লোকবান্ধব হও—
তবে ত' বাহাদুর। ৪৬০।

যা'কে দিয়ে তুমি সুবিধা পাচ্ছ—
তা'র জন্য যদি তোমার
কিছু অসুবিধাও ভোগ করতে হয়,
তৃপ্তি ও আনন্দের সঙ্গে তা' কর ;—
ঐ অসুবিধা তোমাকে
অনেক অসুবিধা থেকে বাঁচিয়ে রাখবে। ৪৬১।

যা'র উপর দাঁড়িয়ে আছ, তা'র চাহিদা কী
তা' যদি তোমার ঠিক থাকে,
একটু ভেবে দেখলেই ঠিক পাবে—
কিসে, কোথায়, কি ভাবে,
সে ব্যাহত বা বর্দ্ধিত হ'তে পারে ;—
ঐ দিকটা নজরে রেখে
যেমন ক'রে সম্ভব তা'র পরিপূরণ কর,—
ভুলে কমই পড়বে,
সার্থকও হবে,
আর, আশীর্ব্বাদী আত্মপ্রসাদও
উপভোগ করবে অবাধে। ৪৬২।

সংশোধনই যদি চাও—
নিজের ভুলকে নিজেই আবিষ্কার কর,

আর, কাজের ভিতর দিয়ে তা'কে
তখনই পরিশুদ্ধ কর—
বালাই হ'তে বাঁচবে অবিলম্বে। ৪৬৩।

তোমার অজ্ঞতা বা খাঁক্‌তিকে
কখনও প্রশ্রয় দেবে না ;
আর, যতখানি তা' দেবে,
পারগতায় বঞ্চিত হবে ততখানি। ৪৬৪।

অন্যায় অনেকেই করে,
কিন্তু অন্যায়ের প্রতি ভালবাসা
দোষের আরো ;
ভাল যা' তা'কেই ভালবাস,
অন্যায়ে বিরত থাক,—মুক্তি পাবে। ৪৬৫।

অন্যকে ক্ষমা করতে পার—
খুবই ভাল,
কিন্তু নিজ খাঁক্‌তিকে ক্ষমা করতে যেও না—
খাঁক্‌তি তোমাকে পেয়ে বসবে—
ঠিকই জেনো। ৪৬৬।

চলার সাথে-সাথেই
গলদ সারতে থাক—
পৌরুষ অব্যাহতই থাকবে তা'তে। ৪৬৭।

যদি পার—চেয়ো না,—দিও—
যা'কে দেবে তা'র প্রয়োজন জানতে পারলেই—
যেমন তোমার ক্ষমতায় কুলোয় ;
আর, যদি চাইতেই হয়
এমনভাবেই চেও—
যা'র কাছে চা'চ্ছ,—

অনিচ্ছাবশতঃই হোক,
আর অক্ষমতাবশতঃই হোক,—
যদি না দিতে পারে,
ক্ষুণ্ণ বা বিরক্ত না হও,
আর সেও না হয়। ৪৬৮।

শত্রুর সাথে বিরোধ ক'রো না—যথাসম্ভব,
কিন্তু এমন উচ্ছল নিরোধ সৃষ্টি ক'রে রাখ—
যা' দুর্ভেদ্য, অনমনীয়, অকাট্য ;
যদি সৎপ্রণোদনা থাকে
অবসর পাবে শত্রু তা' বুঝতে,
শান্তিও আসতে পারে নির্ব্বিরোধে। ৪৬৯।

শত্রুতাকে যদি জীয়িয়েই রাখ—
তোমার থাকা বা চলার ব্যত্যয়ও
জীয়ন্ত র'য়েই চলবে ;
যত শীঘ্র পার, বিরোধ ও শত্রুতাকে
মিটিয়ে ফেল। ৪৭০।

হিংসায় অহিংস থেকো না,
সত্তায় অহিংস হও—
রোগকে ভালবাসতে যেও না,
রোগীকে ভালবাস ;—
কর তা'ই যা'তে সে রোগমুক্ত হয়,—
সৎ যা' ভালবাস—অসৎ যা' তা'কে নয় ;—
যা'কে ভালবাসবে—
সে-ই কিন্তু পেয়ে বসবে তোমাকে,
আর, তা' যে-রকমের—
পরিণতিও পাবে তুমি তেমনি। ৪৭১।

ক্রোধান্ধ হ'য়ো না—
বুদ্ধি বিপর্য্যস্ত হবে,

অন্যায়ে প্ররোচিত হবে—
ক্ষতি হবে তোমারও আর অন্যেরও ;
বরং তেজী হও,
কুপ্রবৃত্তির অপনোদন কর—
সূক্ষ্ম দৃষ্টি নিয়ে, সামঞ্জস্যে
সবাইকে স্বস্থ ক'রে তোল। ৪৭২।

যা'রা তোমার হ'তে চায় না,
কিন্তু তোমাকে তা'দের করতে চায়,—
ঠিক জেনো,
ক্রূরবুদ্ধি অন্তরীক্ষে ওত পেতে ব'সে আছে,—
তোমার সাথে তা'দের খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ,
তোমাকে পদানত করতে চায়,
সাবাড়ে আত্মসাৎ করতে চায়,—
সাবধান!
হিসাব ক'রে চ'লো। ৪৭৩।

উলঙ্গ হও সেখানেই—
যে তোমার পরিধেয় হ'য়ে র'বে—
দীপন সৌন্দর্য্যে। ৪৭৪।

রিক্ত হও তা'তেই—
যে তোমায় পূর্ণ ক'রে দেবে—
উচ্ছলে—পূত সমীক্ষায়। ৪৭৫।

উন্মুক্ত হও সেখানেই—
যে তোমাকে মুক্ত ক'রে তুলতে পারে—
সব দিক দিয়ে। ৪৭৬।

ভয়ে অবসন্ন হওয়াটা কিন্তু
সহিষ্ণুতা নয়কো ;

বরং সেবাপরায়ণ, সহিষ্ণু হও—
আর যত পার
ভীতিকে নিরাকরণ কর। ৪৭৭।

প্রস্তুত থাক—
প্রয়োজনেরও পাঁচগুণ হ'য়ে অন্ততঃ,
সব রকমে, সব দিক দিয়ে—
যথা-বিন্যাসে,
যেন সময়কালে সন্তপ্ত হ'তে না হয়। ৪৭৮।

প্রভাব হোক অমোঘ—
কিন্তু প্রতাপ যেন জ্বালাময়ী প্রখর না হয়,
মানুষ শান্তি পাবে,—দীপ্ত হবে,
সার্থক হবে নিজেও—
উপভোগে আর নন্দনায়। ৪৭৯।

সমর্থ ক'রে তোল মানুষকে—
শঙ্কায় স্তম্ভিত ক'রে দিও না;—
আদর্শে সচলসম্বেগী কর—
যা'র যেমন বৈশিষ্ট্য তেমনি ক'রে তা'কে
উৎকর্ষে উদীয়মান ক'রে রাখ,
নিজেও চল অমনি—কথায় ও চরিত্রে—
তৃপ্ত হবে মঙ্গলে। ৪৮০।

যদি পার বিশ্রী বা মন্দকেও
হতাশ ক'রো না,—
আশা দাও—
উৎকর্ষে বিন্যস্ত কর,
যা'তে জন ও সমাজ
উদ্বর্দ্ধনেই চলতে পারে—সাফল্যে। ৪৮১।

আলো দেখে বহু কীট পতঙ্গ
মুগ্ধ হ'য়ে আত্মসমর্পণ করতে
উদগ্র আবেগে ছুটে যায়—
ব্যাঙ্-টিকটিকির মত অনেক জীব
সেখানে কিন্তু মজুত থাকে,
তা'দের আলোতে আগ্রহ মানে
ওদের ধ'রে খাওয়া—উদরপূর্ত্তি;
অমনতর ব্যাঙ্-টিকটিকির মতন
সাধু, আচার্য্য, প্রেমিকও কিন্তু বহুত আছে—
একটু নজর ক'রে চ'লো। ৪৮২।

ভগবান সবার কাছেই সমান—
প্রত্যেকের আপন বৈশিষ্ট্যে,
তিনি দয়ালু—তা' প্রত্যেকেরই পক্ষে,
তাঁ'র দিকে যত এগুবে—
তাঁ'র দয়াকে তুমি পাবেও ততটুকু,
প্রবৃত্তি-প্ররোচনায় দূরে গেলে—
দূরেই র'বেন তিনি তোমার কাছে;
তাঁ'র বিধির রাস্তায় এগিয়ে চল,
তাঁ'র আলোকে আলোকিত হও,—
পাও,—আর উপভোগ কর—
তাঁ'কে তোমার সবতায়। ৪৮৩।

সহ্য কর, কিন্তু দেখো—
মুহ্যমান না হ'তে হয় তা'তে—
আর তা' যেন মৃত্যু-আমন্ত্রণী
না হয়। ৪৮৪।

অন্যের কুৎসিত ব্যবহার তোমার প্রতি যা'
যত পার সহ্য কর,—

কিন্তু কুৎসিত যা' তা'কে প্রশ্রয় দিও না—
যথাসম্ভব বিরোধ সৃষ্টি না ক'রে ;
নয়তো তোমার সহনশীলতা বন্ধ্যা হ'য়েই চলবে। ৪৮৫।

কোন ভাব, আবেগ বা ব্যাপারে
বেকায়দা হ'তে যেও না,
সংযমকে হাতেই রেখো,
যেখানে যেমন প্রয়োজন তা'কে ব্যবহার ক'রো,
বেকায়দা হ'লেই উচ্ছৃঙ্খলতা
বা বিকৃতি পেয়ে বসতে পারে কিন্তু। ৪৮৬।

প্রবৃত্তি-বেহাতি হওয়া মানেই
তা'দের তোমাকে পেয়ে বসা ;
আর, এই পেয়ে-বসাটা যদি সুষ্ঠু না হয়,
সম্বর্দ্ধনী না হয়—
গিলে ফেলবে তোমাকে,
অমানুষ ক'রে তুলবে ;
সংযত হ'য়ে সাবধানে চ'লো। ৪৮৭।

বেকায়দাই যদি হও,—বেহাতিই যদি হও—
হ'য়ো ঈশ্বরনেশায় ;
ইষ্টানুরাগ বাস্তব সক্রিয়তায়
পেয়েই যদি বসে তোমাকে—
তা' কিন্তু সৌভাগ্য ;
তা'তে বেঁফাস হবে না,
বেতালে পা' পড়বে না তোমার। ৪৮৮।

তোমার দিক দিয়ে যা'রা গুরুজন
তা'দের তো মান দেবে—পরম নিষ্ঠায়,
আর, যা'রা তোমার মান রেখে চলে
তা'দেরও মান বাঁচিয়ে রাখতে ত্রুটি ক'রো না—
যথাযোগ্যভাবে,

এমন-কি, অমানীকেও মান দিতে ভুলো না—
তা'র মত ক'রে;
লোকের মান বাঁচিয়ে রাখলে
তোমার মানও জীয়ন্ত রইবে। ৪৮৯।

বৈশিষ্ট্যবান বড় বৃদ্ধদিগকে মেনো—
তাঁ'দের সেবা, সাহায্য, শুশ্রূষার ভিতর-দিয়ে
উৎকর্ষের অধিকারী হও—
বৈশিষ্ট্যে সুষ্ঠু বিশেষত্ব আহরণ করতে পারবে,
ত্বরিত হ'য়ে উঠবে উদ্বর্দ্ধনে,
আচরণ ক'রে তা'। ৪৯০।

মানুষ যদি মানুষের
পরিপূরণী বৈশিষ্ট্যের কাছে
মাথা নত করতে না জানে,
ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের কাছে মাথা নত করা—
তা'র পক্ষে একটা হাস্যোদ্দীপক্ কায়দা ছাড়া
আর কিছুই নয়;
যদি দেখতেই জান
এবং জ্ঞানই থাকে—
আমার নবীন সেনের সেই কথা মনে হয়—
"বিধ্বস্ত মানব!
না পূজিবে কেন বল ক্ষুদ্র বালুকায়?" ৪৯১।

লোভ ক'রো না—
অযথা লোভ মানুষকে
সহজে বিমূঢ় করতে পারে;
ফলে নষ্ট পায়—বিপাকে। ৪৯২।

ধুরন্ধর হওয়া ভাল—
তাই ব'লে ধড়িবাজ হ'তে যেও না। ৪৯৩।

শায়েস্তা হও,
শাস্তি পেতে হবে না। ৪৯৪।

পরিবারে কেন, অনেক জায়গায়ই—
সাহচর্য্যে অভ্যস্ত স্বল্পবুদ্ধিরা
সশ্রদ্ধ নজরে দেখতে অভ্যস্ত হয় না
বা পারে কম,
তা'রা নিজের ভ্রান্ত দাঁড়ায় মেপে
প্রায়ই ভুল দেখে বা ভাবে;
তাই, সম্মানযোগ্য ব্যবধান রেখে
আচারে-ব্যবহারে,
কথায়-বার্ত্তায় তা'দিগকে সক্রিয়ভাবে
যত উদ্বুদ্ধ ও আগ্রহান্বিত
ক'রে তুলতে পারবে,
তুমিও তা'দের কাছে ততটুকু
মাঙ্গলিক হ'য়ে উঠবে;
তাই, যেখানেই যাও—
আর যেখানেই থাক,
সম্মানযোগ্য ব্যবধানটাকে বজায় রেখো—
তা'তে তোমারও ভাল,
অন্যেরও ভাল হবে। ৪৯৫।

ভাঙ্গতে বিবেচনা ক'রো,
গড়তে অগ্রণী হ'য়ো কিন্তু—
বিশেষতঃ মাঙ্গলিক যা' তা'তে। ৪৯৬।

সত্তা-সম্বর্দ্ধনী সনাতন যা'
তা'কে ভেঙ্গো না—
মাজ ঘষ, গ্লানি দূর কর,
নূতন ক'রে তোল আরোতে;
সার্থক হবে সম্বর্দ্ধনা—
নয়ত' পয়মাল অবশ্যম্ভাবী। ৪৯৭।

ভাঙ্গতে যদি হয় তা'ই ভেঙ্গো—
যা' আদর্শ-পরিপন্থী,
সত্তা-সম্বর্দ্ধনার প্রতিকূল, গ্লানিদুষ্ট,
আর গড়বে তা'ই—মাজবে তা'ই
অপসারিত করবে তা'র গ্লানি—
যা' সত্তা-সম্বর্দ্ধনার প্রতিপোষক,
ইষ্টানুগ, আদর্শ-প্রতিষ্ঠ,
বৈশিষ্ট্যের পরিবর্দ্ধক ;—
শুভ-সংক্রমণে বিধ্বস্তি এড়িয়ে
বর্দ্ধিত হবে—নিঃসন্দেহে। ৪৯৮।

দঙ্গল বাঁধ মঙ্গলকে মূর্ত্তি দিতে—
আর অমঙ্গলকে নিরোধ করতে ;—
ভাল হবে সবারই,
ক্ষয় ও ক্ষতির ভিতরেও। ৪৯৯।

নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে যেও না,—
আদর্শকে প্রতিষ্ঠা কর সবার ভিতর—
সুন্দরভাবে ;
আর, তা' যত সুন্দর হবে, ব্যাপক হবে,
অচ্যুত হ'য়ে রইবে তা'দের ভেতরে,
তুমিও প্রতিষ্ঠিত হবে নির্ব্বিরোধে—
তেমনতরই। ৫০০।

মানের দাবী ক'রো না,—
করার ওজনকে বাড়িয়ে তোল—
সেবায়, সংরক্ষণে, পরিপোষণে, পরিপূরণে ;
মান অযাচিতভাবে
তোমাকে অভ্যর্থনা করবেই করবে—
প্রতিষ্ঠা নিয়ে। ৫০১।

বিশ্বাস কর,
কিন্তু অব্যবস্থ হ'য়ো না,
বেকুব হ'তে যেও না—
প্রকৃতি চিনে তা' কর। ৫০২।

ভক্ত হও—
ভাক্তিক হবার লোভে নয়কো,
বরং ঈপ্সিতেরই লোভে। ৫০৩।

ভক্তিকে ব্যভিচারিণী ক'রে তুলো না কিন্তু;
তোমার ঈপ্সিতকে কেন্দ্র ক'রে
তাঁ'রই ভিতরে দুনিয়ার যা'-কিছুকে
উপভোগ কর,
সার্থক হবে—প্রজ্ঞায়—প্রেমে। ৫০৪।

মুক্ত হও—
প্রবৃত্তি-প্রলোভন থেকে,—
দায়িত্ব এড়াতে নয়কো। ৫০৫।

যা' ত্যাগ করতে চাও
একটানেই ছিঁড়ে ফেল,
ধীরে-ধীরে ত্যাগ—
অভ্যাস-বিফলতারই প্রতিপোষক—
প্রায়শঃ। ৫০৬।

ভোগই যদি করতে চাও
তবে সামাল থেকো, দেখো—
ভোগেরই উপভোগ-সামগ্রী তুমি না হ'য়ে ওঠ,
সত্তা বা স্বাস্থ্যকে না হারাও। ৫০৭।

প্রবীণ হও ব্যক্তিত্বে—বিজ্ঞতায়,
কিন্তু স্থূল হ'তে যেও না। ৫০৮।

স্থবির হও জ্ঞানে,—
নিনড় হ'য়ো না। ৫০৯।

যদি ভালই চাও—
যে তোমার সত্তাসংরক্ষক—
নিজের ক্ষতি ক'রেও আগে তাঁ'কে বাঁচাও,
তাঁ'কে পুষ্ট কর—
পরে আত্মপুষ্টিতে প্রবৃত্ত হ'য়ো;
তোমার কল্যাণের পথ প্রশস্তই হবে। ৫১০।

যে তোমাকে দেয়, পরিপালন করে,
অবাঞ্ছিতভাবে তাঁ' হ'তে নেওয়ার প্রলোভনকে
কঠোরভাবে নিরোধ কর—
তা' নিজের বেলায়ও যেমন,
অন্যের বেলায়ও তেমনি;
যত্নে যোগ্য হও, অর্জ্জী হও,
তাঁ'কে পুষ্ট কর,
নিজেও পরিপালিত হও—
শক্তি ও আত্মপ্রসাদ উপচে উঠবে তোমাতে। ৫১১।

অভাবের তাড়নায় যদি অস্থির হ'য়ে থাক—
দিন চলে না এমনি যদি হ'য়ে থাকে,—
তবে তোমার পছন্দমতন সংগ্রহ ক'রে
নিঃস্বার্থভাবে মানুষকে কিছু দিও—
জো পাবে। ৫১২।

প্রত্যাশারহিত প্রীতি-সম্বেগে
দরদী-হস্তে মানুষকে দাও—যেমন পার;
এই অনুকম্পী দানই
জীবন্ত হ'য়ে তোমার দৈন্যকে
দণ্ডিত করতে কার্পণ্য করবে না। ৫১৩।

দুঃখ আসবেই—
আর, তা' এসেই থাকে সবারই,
দুর্ব্বল হ'য়ো না, তা'র নিরাকরণ কর,
আর, চলনকে এমনতর বিন্যস্ত কর—
ভবিষ্যতে ওটা যেন
তোমাকে কমই স্পর্শ করতে পারে। ৫১৪।

বেঁচে থাকলেই—
মনের প্রত্যাশা র'য়েই যায় কিছু-না-কিছু
অন্ততঃ প্রীতি-প্রত্যাশা—
যা' অবদলিত হ'লে
হৃদয় খান্-খান্ হ'য়ে যায়;
তাই, নিরাশ ক'রো না মানুষকে,—
ঈশ্বরে অচ্যুত থেকে
সক্রিয় প্রীতি-চর্য্যায় উদ্বুদ্ধ রেখো—
তৃপ্তি পাবে, থাকবেও স্বস্থ। ৫১৫।

এগিয়ে যাও—
অপচয়ী হ'য়ো না,
বিবেচক দৃষ্টি নিয়ে চল—
উপচয়ে;
লাভবান হবে,
অন্যেও পথ পাবে তোমাকে দেখে। ৫১৬।

সু যা'ই কিছু করবে—
নগদা-নগদি,—
ওর বাকী রেখো না—
ফাঁকিতে পড়বে কিন্তু। ৫১৭।

মনোযোগী হও
প্রণিধানের সহিত—

সহানুভূতি নিয়ে,
বুঝবে—ব্যবস্থাও করতে পারবে। ৫১৮।

অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বই
প্রণিধানের অন্তরায়—প্রায়শঃ ;
যা' বুঝতে যাচ্ছ
নির্দ্বন্দ্ব হ'য়ে প্রণিধান কর ;
বোঝ, বিবেচনা ক'রে
প্রত্যয়ী সিদ্ধান্তে উপনীত হও। ৫১৯।

যদি বলতে পার,—ভালই,
বেকুব হ'য়ো না কিন্তু,
ব্যর্থ হ'য়ো না কিন্তু,
ব্যাহতও ক'রে তুলো না ;
তোমার বলা যেন
বিপত্তির আমন্ত্রক না হয়—
যদি রাস্তা না থাকে বরং চুপ থাকা ভাল। ৫২০।

কাউকে কিছু বলতে
নিজের দিকে তাকিয়ে দেখো,—
যা' বলতে যাচ্ছ
তা' তোমার ভিতরে ফুটন্ত কিনা ;
যদি থেকে থাকে তা'
তোমাকেই জড়িয়েই তা' বলবে,
আর, নিজের চলা-বলাকেও
সাথে-সাথে সংশোধন ক'রে ফেল ;
তা'তে তোমাকে দেখে
তা'রও সংশোধন হবে,—
তুমিও সংশোধিত হবে। ৫২১।

হামেশাই তোমার সাক্ষী
তুমি হ'তে যেও না,—

তুমি কী—
তা' তোমার পারিপার্শ্বিক যত প্রতিপাদন করে—
ততই সাবাসের। ৫২২।

যেখানে বোবা থাকা ভাল,—থাক,
তাই ব'লে, বেকুব হ'য়ো না কিন্তু,
আর, কুৎসিতকেও বিস্তার লাভ
করতে দিও না—
যে-কায়দায়ই পার তা'। ৫২৩।

ভেবে দেখ—ঝলকে,
ভরসা দাও—ভালতে,
কিন্তু ভরসা দিয়ে
বিফলমনোরথ ক'রো না,
পিছে হটে' যেও না,—
ভরসা তোমার কাছে
ভাস্বর হ'য়ে থাকবে। ৫২৪।

একতায় উচ্ছল ক'রে তোল সবাইকে—
অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠায়,—
আশীর্ব্বাদে স্বচ্ছল হ'য়ে চলবে। ৫২৫।

ভাল যা'—
তা'র সমর্থন কর
সক্রিয়ভাবে,
সম্বর্দ্ধনা দাও আপ্রাণতায়;
আর, এ যত করবে—
কায়েমও হ'বে তা' তত—
অভ্যস্ত হ'য়ে উঠবে তা'তে সবাই। ৫২৬।

মনকে সরিয়ে—
ভাল কিছুতে ব্যাপৃত কর—

সক্রিয়ভাবে—
কাম বা যে-কোন রিপু আপনি পালাবে। ৫২৭।

নরককে স্বর্গ ভেবো না—দম্ভে,
—ও শয়তানের। ৫২৮।

যা' বদ্‌খত, বিচ্ছেদী—
তা' বাদ দিয়েই চ'লো,
আর অমনতর 'বাদ'কেও—বাদ দেওয়া ভাল। ৫২৯।

মন্দ বা কুৎসিতকে ভালতে ন্যস্ত কর—
যা'তে সে ধীরে-ধীরে ভাল হ'তে পারে—
ভাল'র সশ্রদ্ধ সহবাসে। ৫৩০।

বোঝ যা' ভাল নয়—
তা' করা হ'তে আগে তুমি
নিজেই বিরত হও,
সাথে-সাথে অন্যকে বোঝাও,—বল ;
ভাল কি মন্দ যা' জান না—
তা'তে জেদ করতে যেও না ;
এতে তোমারও ভাল,
অন্যেরও ভাল হবে—
প্রত্যাশা করা যায়। ৫৩১।

সময়ের মাত্রায়,
কথায়, কাজে কারো মিল দেখলে পরে
প্রয়োজনীয় দায়িত্বশীল কাজে
তা'কে ব্যবহার করা সম্বন্ধে
বিবেচনা করতে পার। ৫৩২।

অবস্থা বুঝে চেও,
অভাব বুঝে দিও। ৫৩৩।

চাইতে হ'লে উদ্বুদ্ধ ক'রে—
স্ফূর্ত্তি দিয়ে,
আর, দিতে হ'লেই অভাবে, অবসাদে,
প্রয়োজন-ক্লিষ্টতায়—
যেখানে যা' যেমন প্রয়োজন। ৫৩৪।

তোমার করণীয় যা'—
অন্যের মুখাপেক্ষিতায়
তা'তে শৈথিল্য ক'রো না,—
বিবশতায় বিপর্য্যয়ী বিড়ম্বনা হ'তে এড়াবে। ৫৩৫।

জয়ই যদি চাও—ভয় ক'রো না,
বিঘ্ন-প্রতিষেধী কৌশল-চলনায় চল—
লাভের পথে এগিয়ে—
ইষ্টপূরণে। ৫৩৬।

মূঢ়ত্বে প্রভাবান্বিত না হ'য়ে
প্রবুদ্ধ হওয়াই ভাল—
ক'রে, বুঝে, চ'লে—
অচ্যুত আনতি-সহকারে—
দক্ষতায়। ৫৩৭।

প্রেরণাই যদি চাও,—
প্রেরিত হও শ্রেয়ে—
সমস্ত হৃদয় দিয়ে—
সেবায়, সক্রিয়তায়—
সার্থক উদ্যমে। ৫৩৮।

তোমার চলন যেন সত্তাকে
সমৃদ্ধির পথেই নেয়,
বিধ্বস্তি হ'তে সামাল থেকো—
ফ্যাসাদে পড়ো না—লোভের দায়ে। ৫৩৯।

এক লাফেই গাছের মাথায়
উঠতে যেও না—
বিনা ব্যাহতি-নিরোধী আয়োজনে ;—
প'ড়ে সাবাড় হ'তে পার। ৫৪০।

চুক্তিতে না পোষায় ব'লো,
আবেদন ক'রো—
চুক্তি ক'রে তা' খেলাপ ক'রো না ;
তা'তে অযোগ্যতায় তোমারও চরিত্র নষ্ট হবে,
যা'কে চুক্তি দিয়েছ—
সেও বিব্রত হ'য়ে পড়বে—লোকসানে,
প্রতিষ্ঠাও অপদস্থ হবে তোমার। ৫৪১।

যা'দের চরিত্র
দুষ্ট সংসর্গে অভিভূতি-প্রবণ,
অন্তরে প্রতিষেধী নিরোধ কম,—
লোক সংস্রবে বুঝে-সুঝে চলা উচিত
তাদেরই বিশেষতঃ। ৫৪২।

যা'দের কথায়-কাজে ঠিক নেই—
সেবাপ্রবণ নয়কো যা'রা—
তা'দের উপর নির্ভর করা ঠিক নয়,
পার তো, তা'দের ব্যবহার কর—
যেখানে যেমন প্রয়োজন। ৫৪৩।

চাল-দুরস্ত হওয়া ভাল,
বেচালের পরিণতি
বিপর্য্যস্ত হওয়া ছাড়া
আর কী হ'তে পারে? ৫৪৪।

সৎ-সহৃদয়ী, সক্রিয় সহানুভূতি
লোকের কাছে যেমন পাও—

তুমিও তেমনি ক'রো তোমার পরিবেশে;
পরম্পরায় অমনি চারিয়ে গেলে
তুমিও লাভবান হবে তেমনি,
আর, এর উল্টো করলে আসবে ওরই সঙ্কোচন। ৫৪৫।

অন্তরকে বিনীত তেজোদ্দীপ্ত ক'রে রেখো,—
সৌজন্য, সদ্ব্যবহার, সদালাপ ও সৎসেবায়
যেন সবাই তোমাতে সার্থক-উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে;
বৈশিষ্ট্য-মাফিক প্রাজ্ঞ পরিবেষণে,
ব্যবহারের ভিতর দিয়ে
তোমার হৃদয়কে সঞ্চারিত ক'রে দিও—
হৃদয় পাবে। ৫৪৬।

তুমি ছোট হও তা'তে ক্ষতি নাই,
কিন্তু পূত থাক,
ছোটর বড়তে শ্রদ্ধা
তা'কে বড় ক'রে দিতে পারে,
কিন্তু অপবিত্র যে র'য়েই যায়—
তা'র বড় হওয়া দুষ্কর। ৫৪৭।

নিয়ত এমনভাবেই লক্ষ্য রেখে চ'লো
যা'তে তোমার কথা বা চালচলন
সব সময়ই মূল উদ্দেশ্য ও আদর্শকে
সমর্থন করে সবদিক দিয়ে;—
নয়তো ঠকবে,—
বিচ্ছিন্নতায় বিক্ষিপ্ত হ'তে হবেই
তোমাকে। ৫৪৮।

মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়,
উন্নতির আনন্দে,—
কিন্তু অন্তরকে আঘাত করতে নেই—
সত্তাসংরক্ষণী জরুরী অবস্থা ছাড়া। ৫৪৯।

লোককে বাজে ব্যবহার ক'রো না
বাজে ব্যবহৃত হ'তেও দিও না—
লক্ষ্য রেখো, যা'তে তোমা হ'তে
মানুষ প্রেরণা পায়—
উপচয়ে, সম্বর্দ্ধনে,—সক্রিয় হ'তে;
নিজের বেলায়ও তেমনি,
মনে রেখো, পরিবেশ তোমার পরম স্বার্থ—
তোমার সত্তাপোষণী সংগ্রহ
তা'দের দিয়েই। ৫৫০।

ভিক্ষা-লোভী হ'তে যেও না,
ভিক্ষা-ব্যবসায়ীও হ'তে যেও না;
ভিক্ষাটা—
নিজেকে পরিরক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ,
সমাবেশ ও সংশুদ্ধির জন্য—
সেবাচর্য্যার ভিতর-দিয়ে
বাক্যে, ব্যবহারে, অনুকম্পায়
দাতা ও গ্রহীতা উভয়কেই
সংবুদ্ধ ও সম্বর্দ্ধিত করতে—
বাস্তব কর্ষণায়। ৫৫১।

ছোট্ট-খাট্ট ব্যাপারে মানুষ যখন
অসংযত হ'য়ে চলে,
তখনকার আচার-ব্যবহার দেখেই
বুঝতে পারা যায়—
প্রকৃতিতে সে কী;
দেখে হিসাব ক'রে চলো—
ঠক্‌বে কম। ৫৫২।

তোমার ভুলের জন্য তুমিই দায়ী,
অন্যে নয়,—

তোমার ভুল যেন অন্যকে
ক্ষতিগ্রস্ত না করে,
যদি ক'রে থাকে, তাহ'লে পরিপূরণ কর,
নইলে, স্বভাবের অভিশাপ
তোমাকে রেহাই দেবে না নিশ্চয়ই। ৫৫৩।

নিজেকে পাপে খরচ ক'রে ফেলো না,
পুণ্যে প্রদীপ্ত হও,
আর, প্রদীপ্ত ক'রে তোল সবাইকে—
যেখানে যেমন ক'রে
যে কায়দায় পার,
সুধী চাতুর্য্যে ;—
সে-দীপন তোমাকেও উদ্বর্দ্ধনে
দীপ্ত ক'রে তুলবে—জীবনে। ৫৫৪।

এমন কিছু ক'রো না যা'তে
তোমার নিজের বংশ-বৈশিষ্ট্যের
অপলাপ হয়—
আর, অন্যেও নাকারা হ'য়ে
নিকেশ পায় ;
তা'তে তোমারও সর্ব্বনাশ,
অন্যেরও সর্ব্বনাশ। ৫৫৫।

প্রেষ্ঠই হোক আর বান্ধব-স্বজনই হোক না কেন,
তা'র বিষয়ে যখন
দোষ দেখার প্রবৃত্তি
উন্মুখ হ'য়ে উঠেছে তোমার—
আত্মস্বার্থসন্ধিক্ষুতায়
বা কারও সহযোগিতায় দাঁড়িয়ে
অথচ ওর কারণ নিরূপণ করবার
প্রবৃত্তি নিতান্তই মন্দ,—
নিরাকরণ-প্রবৃত্তি তাচ্ছিল্য-তৎপর,—

ঐ প্রেষ্ঠ, বান্ধব বা স্বজনের সংসর্গে
তোমার সুফল আশা কম—
তা' যত শ্রেয়ই হোক না ;
সেখান হ'তে একটু দূরে থেকে
সংস্রব রাখাই তোমার পক্ষে ভাল—
যদি ভালই চাও—
যতদিন-না ঐ দোষদৃষ্টি
অর্থ নিয়ে নিরাকৃত হ'চ্ছে তোমাতে ;—
যদিও তুমি প্রেয় যা'র—তা'র পক্ষে
এটা দুর্ব্বহও হ'য়ে উঠতে পারে,
তাই তা'র সঙ্গে, তা'কে নন্দিত রাখার
সক্রিয় দায়িত্ব নিয়ে চলাও কিন্তু
তোমার পক্ষে মনুষ্যত্বেরই পরিচায়ক। ৫৫৬।

বজ্রের মত নির্ঘাত হও,
বৈশিষ্ট্যানুগ, সত্তা-সম্বর্দ্ধনী কৃষ্টিকে
ব্যাহত করে যা'—
নিরোধ করতে তা'কে
পুণ্যের মত উদাত্ত হ'য়ে ওঠ,—
প্রেমের মত কোমল হ'য়ে ওঠ—
কৃষ্টিপরিপোষণী, সত্তা-সম্বর্দ্ধনী যা'—
তা'তে ব্যষ্টি ও সমষ্টিকে উৎসারণী ক'রে। ৫৫৭।

যা' গোপন রাখাই শ্রেয়—প্রেয়-সার্থকতায়,
বেকুবি, বিভ্রান্তি-সততায়
তা'কে উন্মোচন করতে যেও না,
ফলে, তুমিও যাবে—
হারাবেও সব ;
তাই, সৎ হওয়া ভাল, সাধু হওয়া ভাল,
কিন্তু মূঢ় সাধুত্ব—সাধুত্ব নয়কো—
বরং সর্ব্বনাশের। ৫৫৮।

যা' জীবনের পক্ষে ক্ষয় ও ক্ষতিকর
এমনতর সংবাদ, ব্যাপার, সন্দেহ, সঙ্কেত
বা ধারণাকে—তা' যা'ই হোক না কেন—
উদ্দীপ্ত আগ্রহ নিয়ে সন্ধিৎসার সহিত
তৎক্ষণাৎ পরীক্ষা ক'রে নিশ্চিত হও,
আর, তা'র ব্যবস্থিতিতে
কখনও শ্লথ হ'য়ো না,
তৎক্ষণাৎই তা'র সুব্যবস্থা কর ;—
তা'তে নিশ্চিতভাবে রুদ্ধ বা
ব্যর্থ হ'য়ে উঠবে তা'। ৫৫৯।

কথায়-কাজে এমনতর ব্যবহার
করতে নাই—
যা' নাকি প্রতিক্রিয়ায় আততায়ীর মত
নিজেকে আক্রমণ করে। ৫৬০।

সংজ্ঞা

ধৰ্ম্ম তা'ই যা'তে সবাইকে
বাঁচা-বাড়ায় ধ'রে রাখে,
আর, সার্থক ক'রে তোলে তাঁ'তে—
যিনি যা'-কিছুকে ধ'রে আছেন। ৫৬১।

তা'ই বলা, তা'ই করা
আর তেমনি চলা—
যা' নাকি সত্তাকে ধারণ করে
সার্থকতার সহিত,
নিজের মত ক'রে অন্যেরও—সবৈশিষ্ট্যে—
তা'ই ধৰ্ম্ম;
আর, সত্তা-সম্বৰ্দ্ধনাকে যা' ক্ষয় করে
তা'ই অধৰ্ম্ম। ৫৬২।

ঋষি তাঁ'রাই—
যাঁ'রা মন্ত্রদ্রষ্টা অর্থাৎ
তত্ত্ব বা তাঁহাত্বের সূত্রদর্শী। ৫৬৩।

যিনি জানেন তাঁ'র প্রতি অনুরাগ
ও তাঁ'কে অনুসরণ—
জ্ঞেয় যা' তা'কে জানবার
বা পাবার সার্থক সূত্র,—
আর, তাই-ই উপাসনা। ৫৬৪।

যা' মানুষের পক্ষে শুভ
অর্থাৎ সত্তাকে স্বস্থ রাখে
তাই-ই সত্য,—

আর, যথার্থ এমন
যা' মানুষের পক্ষে অশুভকর,—
তা'ও মিথ্যা অর্থাৎ অশুভ বা
অমঙ্গলবাহী ;
তাই, সত্যের সাধনা মানেই হ'চ্ছে
সক্রিয় লোক-কল্যাণী চলন,
আর তা'তেই প্রাজ্ঞ হওয়া—সিদ্ধ হওয়া। ৫৬৫।

আদর্শে বা ঈপ্সিতে
নিরবচ্ছিন্ন সক্রিয় অনুরাগই যোগ—
অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন সক্রিয়ভাবে লেগে থাকা,
আর, এই অনুরাগী সক্রিয় লেগে থাকাই
চিত্তবৃত্তিকে নিরোধ ক'রে
সার্থক ক'রে তোলে—
কিন্তু দমন বা নিগ্রহ আনে না,
আর, এই সার্থকতাই আনে প্রজ্ঞা। ৫৬৬।

অচ্যুত ইষ্টনিষ্ঠ যা'রা—
সক্রিয়, সুসম্পন্নকর্ম্মা, ইষ্টীচলন-প্রচেষ্ট—
এমনতর লোককেই সাধু ব'লে জেনো,
অমনতরদের সঙ্গ করাই
সৎসঙ্গ করা। ৫৬৭।

ইষ্টকে সক্রিয়ভাবে দিয়ে
উপচয়ে সার্থক হ'য়ে উঠছে—
আর, পারিপার্শ্বিকের তদনুপাতিক
সেবা ও পরিচরণ—
এই হ'চ্ছে সাধুর মোক্ষম পরিচয়। ৫৬৮।

যে গতি বা চলন
উঁচুর দিকে নিয়ে যায়
তা'ই ঔদার্য্য ;

ঔদার্য্য স্বেচ্ছাচার নয় কিন্তু—
বরং আদর্শ বা ঈশ্বরের দিকে যাওয়া। ৫৬৯।

নিজেকে নিজে অনুভব
বা উপভোগ করার ইচ্ছা থেকেই
সৃষ্টি উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠল ঈশ্বরে,
যা'-কিছু সব তাঁ'তেই ফুটে উঠল—
নানারকমে—একৈক বিশেষত্বে—
আলিঙ্গনে,—গ্রহণে,
তাই, তিনি লীলাময়;
যা' ফুটে উঠল তা' কিন্তু তিনি নন—
তাঁ'রই আর তাঁ'তেই। ৫৭০।

মনে-মনে কোন বিষয়ের নানারকম চিন্তাকে
ধ্যান বলে,
আবার, ঐ চিন্তাগুলির
সার্থক সমন্বয়ী যে-সিদ্ধান্ত
তা'কে ধারণা বলে,
এই ধারণায় সুনিবিষ্ট মনেরই
সমাধি সাক্ষাৎকার হয়;
আর, সমাধি মানেই সম্যক্ ধারণ—
সব রকমে—সব দিক দিয়ে—
তা'র মূল-সহ। ৫৭১।

পূজার তাৎপর্য্যই হ'চ্ছে
যাঁ'কে পূজা ক'রছ তাঁ'কে
নিজের ভিতর বাড়িয়ে তোলা—
সম্বর্দ্ধিত করা,
বাইরেও তেমনি;
শুধু ফুল-চন্দনের পূজোতেই
পূজো সার্থক হয় না কিন্তু। ৫৭২।

চরণপূজো মানেই চলনপূজো—
চরিত্রপূজো—
পূজো করছ যাঁ'র তাঁ'র চলন
নিজের ভিতর সম্বর্দ্ধিত ক'রে
তেমনিভাবে চলা। ৫৭৩।

পতিত হওয়া মানেই
আদর্শ ত্যাগ করা—
আদর্শের পথে না চলা,
জীবন নিয়ন্ত্রিত না করা। ৫৭৪।

প্রায়শ্চিত্ত মানে চিৎ-ত্বে গমন করা
অর্থাৎ চিত্তকে আঁতিপাতি ক'রে খুঁজে,—
যে-বুদ্ধি প্ররোচিত ক'রে পাতিত্য ঘটিয়েছে
তা'কে অপসারণ ক'রে
আদর্শ বা কৃষ্টি-পথে যথাবিহিত চলা;
আর, বৈধানিক ক্ষতির অনুপূরকরূপে
আহার, ঔষধ ও উপবাসের
ব্যবস্থা করা। ৫৭৫।

শরীর ও মনের যুক্ত আগ্রহে
ঈপ্সিতে কেন্দ্রায়িত হ'য়ে
তাঁ'রই ভরণ-কামনায় উপার্জ্জন ক'রে
দৈনন্দিন সর্ব্বপ্রথমে
তাঁ'কে যে-অর্ঘ্য নিবেদন করা যায়—
তা'কে ইষ্টভৃতি বলে;
প্রাত্যহিক এই ভক্তি-অবদান
মানুষের বিধানে
এমনতরই শক্তি সমাবেশ করে—
তা'র আগ্রহ-অনুরতি-মাফিক,—
কোন আপদের সম্মুখীন হ'লেই
এমন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ ক'রে তোলে—

যা'তে প্রায়শঃ অনায়াসেই
মুক্তাপদ হ'য়ে উঠতে পারে সে—
একে সামর্থী-যোগও বলা যায়;
তাই, ইষ্টভৃতি-পালনে বঞ্চিত হ'য়ো না—
আপদে বাঁচতে কমই বঞ্চিত হবে। ৫৭৬।

যা' নষ্ট পাওয়ায় তা'ই মিথ্যা;
মিথ্যা ব্যবহার, মিথ্যা কথা
নাশেরই আমন্ত্রক,—
অহিতের পরম বান্ধব;
যা'তে মঙ্গল হয় তা'ই কর, বল—
মঙ্গলও ভালবাসবে তোমাকে—
সত্যও তাই। ৫৭৭।

জীবনের গমনে বা চলনে
যিনি যথাবিহিত সক্রিয় অনুরাগতৎপর—
বাস্তবভাবে,—
তিনিই আত্মারাম। ৫৭৮।

নিয়ত-গমনপ্রবণ, বিবর্ত্তনে—
প্রতি রূপে—তাৎপর্য্য-তৎপরতায় সংবেদী-সত্তা—
বিশেষ ও নির্ব্বিশেষ উপচিয়ে যা' স্বতঃ স্ব—
তা'ই আত্মা। ৫৭৯।

যিনিই উত্তম বা শ্রেষ্ঠ পরিপূরক—
তিনিই ষড়ৈশ্বর্য্যশালী সাধারণতঃ,
আর, তিনিই পুরুষোত্তম। ৫৮০।

যিনি পূজার্হ, পরিপূরক,—শ্রেষ্ঠ—
তিনিই মহাপুরুষ—
যাঁ'র বর্দ্ধনা মানুষকে
বর্দ্ধিত ক'রে তোলে। ৫৮১।

উপাসনা মানেই কাছে বসা,—
নিকটে থাকা;
যা' নিয়ে আমরা থাকি
ব্যাপৃত হ'য়ে,—তন্মুখতায়
তা'রই উপাসনা করি আমরা বস্তুতঃ;
উপাসনা যেমন
সান্নিধ্য ও উপভোগও তেমন। ৫৮২।

সুদর্শন মানে সম্যক্ দর্শন—
ভাল ক'রে দেখা—
পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখা;
তোমার সুদর্শন—
যা'-কিছু প্রত্যেককে এমন ক'রে দেখুক—
যা'তে অন্তর্নিহিত মঙ্গলকে
উদ্ঘাটন করতে পারে;
আর, তা'রই এমনতর চক্র সৃষ্টি কর—
যা'র ফলে, জন ও জাতি উৎকর্ষে
অবাধ হ'য়ে চলতে পারে—নিয়ত,—নির্ব্বিরোধে,
ভগবানের সুদর্শন-চক্র
আশীর্ব্বাদী হ'য়ে
তোমাতে পরিশোভিত হোক। ৫৮৩।

যা' ক্ষয়শীল—তা-ই ক্ষর;
নানারকমে পরিবর্দ্ধিত হ'য়েও
যা' তা'ই থাকে—
যেমন মৌলিক উপাদান—তা' অক্ষর;
আর, এই ক্ষর এবং অক্ষরকে
অতিক্রম ক'রে যা' আছে—
সব যা'-কিছু স্বস্থ ও সংস্থ হ'য়ে আছে ও চলছে যা'তে—
তা'ই ক্ষরাক্ষরাতীত। ৫৮৪।

ব্যোমতরঙ্গের বিভিন্ন রকম ও স্তর
যা' মূর্ত্ত হ'য়ে প্রকট হয়েছে নানাভাবে,—রকমে—
সেই অন্তর্নিহিত তারঙ্গিক
প্রতিশব্দই হ'চ্ছে বীজমন্ত্র। ৫৮৫।

যা'তে গিয়ে সুখ পাওয়া যায় তা'ই স্বর্গ;
আর, তা'তে নিরবচ্ছিন্নভাবে থাকা
বা তা' পাওয়াই স্বর্গলাভ—স্বস্থসত্তায়—বর্দ্ধনায়;
তা' ইহ এবং পর—দুই কালেই। ৫৮৬।

শুধু যথার্থ কথাই সত্য কথা নয়কো
যদি তা'তে হিত না আনে;
সত্তার সম্বর্দ্ধক যা', পরিপোষক যা'—
তা'ই কিন্তু সত্য—তা' সবারই। ৫৮৭।

বহুত্বে একদর্শী, প্রাজ্ঞ—অথবা ঐশী-গুণব্যঞ্জক যাঁ'রা
সহজ সক্রিয় চলায়—
তাঁ'রাই দেবতা। ৫৮৮।

দৈববাণী মানে দীপ্তবাণী—
যে-বাণী অন্তরে প্রকাশিত হ'য়ে
আবছা, অজ্ঞাত যা'-কিছুকে
আলোকিত ক'রে তোলে,
বোধসমীক্ষায় নিয়ে আসে,—
জানার পাল্লায় এনে দেয়। ৫৮৯।

থাকার ভাব বা অস্তির ভাব
অন্তরে পরিপোষণ ক'রে চলাই
আস্তিক্যবুদ্ধির তাৎপর্য্য। ৫৯০।

প্রস্তুতি সব সময়—সব দিক দিয়ে—
সমাহারী সামঞ্জস্যে,—বাস্তবে—

তা'ই হ'চ্ছে যোগ-অভিব্যক্তি—
দক্ষ নৈপুণ্যে। ৫৯১।

কি ক'রে কেমন ঠেকে,
বোধ হয় বা হয়—
তাই-ই অনুভূতি—মোক্তা কথায়। ৫৯২।

বৈশিষ্ট্যপালী সত্তাসংরক্ষণ, আত্মপ্রজনন
এবং ঐক্যের পথে একত্বে
অর্থাৎ ঈশ্বরে সংবর্দ্ধন—
এই তিনটির সুষ্ঠু পরিকর্ষণই হ'চ্ছে
কৃষ্টি-তাৎপর্য্য। ৫৯৩।

দাও—দান কর—
অন্তর্নিহিত দয়াকে উদ্বুদ্ধ ক'রে,
মূর্ত্ত ক'রে তোমার চরিত্রে,—
প্রাণ ওষ্ঠাগত হ'লেও তা'কে ত্যাগ ক'রো না;
আর, দয়া মানেই হ'চ্ছে সংরক্ষণ, পরিপালন
যা' সৎ বা সত্তা—তাঁকে,—
ফুল্ল প্রাচুর্য্যে। ৫৯৪।

শুধু যথার্থভাষী হ'লেই চলবে না,
তোমাকে জীবহিতী হ'তে হবে—
সর্ব্বতোভাবে, সবরকমে—বাস্তবে,
ইষ্টানুগ সার্থকতায়;
তবে তো সত্যব্রতী—নয়তো কাকলী মাত্র। ৫৯৫।

নিরবচ্ছিন্ন ইষ্টপ্রতিষ্ঠ
উপচয়ী-কর্ম্মাই কর্ম্মযোগী;
আর, তাঁ'তে সমন্বয়ী-সংন্যস্ত যিনি
তাঁ'রই কর্ম্মসন্ন্যাস সার্থক। ৫৯৬।

নীতিকে সদনুবর্ত্তী ক'রে
সময়ে যা' উপযুক্ত, যোগ্য—
বিহিতভাবে বিবেচনার সহিত তা'ই করাই
শাস্ত্রের অনুশাসন—
সম্বর্দ্ধনী তুক্। ৫৯৭।

আদর্শ, কৃষ্টি, সংহতি ও সম্বর্দ্ধনায়
সত্তাকে সন্দীপ্ত করতে
যে যা'-ই কিছু করুক না কেন—
তা-ই পুণ্যের। ৫৯৮।

সাধ্য যা'—
তার সাধনা যা'রা করে—
তা'রাই তো সাধু। ৫৯৯।

পঞ্চবর্হিঃ যা'রা স্বীকার করে,
আর সপ্তার্চ্চিঃ অনুসরণ করে,
তা'রা যেই হোক আর যা'ই হোক—
আর্য্য বা আর্য্যীকৃত। ৬০০।

ইষ্ট, কৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্যের
পরিপোষণী যা' নয়—
এমন চলা, বলা, করাকেই
পাতিত্য বলে। ৬০১।

যিনি ব্রহ্মবিৎ—
তিনি ব্রহ্মের বিশিষ্ট সাকার মূর্ত্তি,—
আর তিনিই ব্রহ্মলাভের বিশিষ্ট পথ। ৬০২।

ধর্ম্মহীনতা কথার মানেই হ'চ্ছে—
সত্তাচর্য্যাহীনতা। ৬০৩।

এক কথায়, কৃষ্টি মানেই হ'চ্ছে
তা'রই চাষ করা
যা'তে মানুষ বাঁচতে পারে, বাড়তে পারে—
একটা পরিপোষণী সামঞ্জস্যে। ৬০৪।

লোক-সত্তার পরিপোষণী
আচার-ব্যবহারই সততা। ৬০৫।

বৃত্তিমুগ্ধ নেশাকেই মোহ বলা যায় ;
ভক্তি কিন্তু চেতন, চিরচক্ষুষ্মান। ৬০৬।

ইচ্ছার অনুপ্রাণনায়
আয়োজন যখন
বিন্যস্ত হ'য়ে রূপায়িত হ'য়ে ওঠে—
তা'কে বলে ভাব—যা' বাস্তবায়িত। ৬০৭।

জীবন-মনের তৃপ্তিপ্রদ যা'র—যা'
তা'ই তা'র কাছে সুন্দর। ৬০৮।

ইন্দ্রিয়নিগ্রহ মানে
ইন্দ্রিয়নিপীড়ন নয়কো—
ইন্দ্রিয়-প্ররোচনায় অভিভূত না হওয়া—
গ্রহণ না করা। ৬০৯।

ব্যভিচারকে সাধারণতঃ
তিন ভাগে ভাগ করা যায়,
তা'র মধ্যে প্রধান ধর্ম্ম-ব্যভিচার
অর্থাৎ যা'তে সত্তা সংরক্ষিত হয়—সবৈশিষ্ট্যে,—
সেদিকে না চ'লে
তা'র বিপরীত দিকে চলা,
তা'র পর কৃষ্টি-ব্যভিচার

অর্থাৎ সত্তাসংবর্দ্ধনী অনুশীলনকে ত্যাগ ক'রে
ক্ষয়শীল প্রবৃত্তিচলনে চলা;
আবার আছে দৈহিক ও মানসিক ব্যভিচার
অর্থাৎ প্রবৃত্তি-কামনায় অভিভূত হ'য়ে
শরীর, মন ও প্রজননের অপকর্ষী যা'
তা'কে অবলম্বন ক'রে চালিত হওয়া। ৬১০।

যে-কোন চিন্তা, ব্যাপার বা বিষয় থেকে
শরীর ও মনকে
সরিয়ে নেওয়াই হ'লো—
প্রত্যাহার। ৬১১।

অচ্যুত একনিষ্ঠ অনুরাগের সহিত
মনকে উদ্বুদ্ধ ক'রে
তা'র বিক্ষিপ্ত চাঞ্চল্যের বিরাম এনে
প্রাণন বা বাঁচন-ক্রিয়ার
সুপরিবেষণই প্রাণায়াম,
ইষ্টানুগ অচ্যুত অনুরাগের সহিত
মন্ত্রজপ বা ঐ অনুরাগপোষণী মন্ত্রমননের সহিত
বিহিতভাবে পূরক, রেচক, কুম্ভকাদি দ্বারা
এই ক্রিয়া সাধারণতঃ সাধিত হ'য়ে থাকে। ৬১২।

যম মানেই নিজেকে সংযত রাখা,
আর, এই সংযত রাখতে হ'লেই
নিজেকে সংযুক্ত রাখতে হয়
আদর্শে বা ইষ্টে—
তাঁ'রই পরিবর্দ্ধনী সেবাসৌকর্য্য-স্বার্থে;
আর, নিয়ম মানেই হ'লো—
নিজেকে সংযত রেখে,
ঐ সংযত চলনায় এমনতরভাবে
নিয়ন্ত্রিত হওয়া

যা'তে ব্যর্থতার বেভুল পরিখায়
পা' দিতে না হয়। ৬১৩।

ত্যাগ মানেই—
সত্তা-সম্বর্দ্ধনার অন্তরায়ী যা'
তা' হ'তে বিরত থাকা। ৬১৪।

চরিত্র তা'ই যা' চলনে
ফুটে ওঠে—
ও চারিয়ে যায় পরিবেশে। ৬১৫।

অভ্যাস, আচার, ব্যবহার, বিদ্যা
যা'র সমন্বিত, ইষ্টানুগ, সেবা-বিনীত,
সক্রিয়, পরিপূরণী মাধুর্য্য-যুক্ত
দক্ষ ও নিপুণ যেমন—
দুনিয়ায় বড়ও সে তেমন। ৬১৬।

চাল-চলন, আচার-ব্যবহারে যেমন সক্রিয় রকম—
সেই-ই হ'চ্ছে গুণের রূপ,
আর, তা'ই তা'র ব্যঞ্জনা বা প্রকাশ। ৬১৭।

আফলোদয় নিরন্তর-কর্ম্মাই
কর্ম্মবীর। ৬১৮।

যে কথা কয় কম, সার্থকভাষী,
লোককে ক্ষুব্ধ না ক'রে
সামঞ্জস্যে ও সম্প্রীতিতে কাজ করতে পারে—
অচ্যুতভাবে, উপচয়ে—
সহ্য ক'রে—সম্বেগে,
দায়িত্ব ও দূরদৃষ্টি নিয়ে—
আদর্শপ্রাণতায়,—

সেই-ই কিন্তু সত্যিকার কর্ম্মী,
নইলে, আবোল-তাবোলই ধ'রে নিও। ৬১৯।

গবেষণাশীলতার কতকগুলি
চরিত্রগত লক্ষণ আছে, যথা—
শ্রদ্ধাশীলতা, উন্মুখতা, অনুসন্ধিৎসা,
অনুশীলন-প্রবণতা,
প্রণিধানপরতা, নিরন্তরতা,
নিশ্চয়ী তৎপরতা,
উদ্দেশ্যানুধাবকতা, বিবেচনা-প্রবণতা,
সংযম, সুচরিত্র,
আর, শরীর ও মনের সমঞ্জস সুস্বাস্থ্য। ৬২০।

ব্যক্তি, ব্যাপার বা বিষয়কে
এমনতর উদ্বোধনার সহিত নিয়ন্ত্রণ করা—
যা'তে স্বতঃ-উৎসারণায় তা'রা
তোমার উদ্দেশ্যপূরণী না হ'য়ে
থাকতে পারে না,
আর, এমনতর কুশল-কৌশলী কথাবার্ত্তা
বা ব্যবহারের পরিবেষণ
যা'র যেমন তীক্ষ্ণ আর ত্বরিত,
ধী ও কর্ম্মে সে তেমন চতুর। ৬২১।

কথা বা কাজ গড়িয়ে গিয়ে
কখন কোথায় কী রূপ ধরতে পারে—
তা'ই বুঝে যে চলতে পারে—
সুনিয়ন্ত্রণে,—
সেই-ই হ'চ্ছে ধুরন্ধর—আসলে। ৬২২।

সত্তাকে বা সত্ত্বকে
যা'রা তাচ্ছিল্য করে,
ক্ষুব্ধ করে,—ক্ষুণ্ণ করে,

এমনতর প্রবৃত্তি-প্রলুব্ধ, ভোগলিপ্সু যা'রা
তা'রাই সাধারণতঃ ম্লেচ্ছ অর্থাৎ নাস্তিক-ধর্ম্মী—
তাৎপর্য্যে। ৬২৩।

শয়তানী যা'র অন্তরে,
অবান্তর তা'র সৎকথা;
বৈশিষ্ট্য-বিচ্ছিন্ন ক'রে
যা' সত্তার অপলাপ ঘটায়—
তা'ই শয়তানী। ৬২৪।

সৎ,—সত্য বা থাকাকে
যা' বিধ্বস্ত করে—ধ্বংস করে, অসম্বর্দ্ধিত করে,
তা'র সহিত যা' অসহযোগ করে—
তা'ই কিন্তু হিংসা—
তা'ই অধর্ম্ম—মিথ্যাও সেখানে। ৬২৫।

যদি কাউকে অস্পৃশ্যই ব'লে মনে কর—
তবে তা'রাই তা'
যা'দের আচার ও চরিত্র অননুবর্ত্তনীয়,—
যা'দের সংসর্গ বা সংস্পর্শ
সত্তাকে দুর্গত ক'রে তোলে। ৬২৬।

অনিষ্টকর মিথ্যা ধারণার বশবর্ত্তী হ'য়ে
যা'রা চলে বা করে—
তা'রাই মিথ্যাচারী—তাৎপর্য্যে। ৬২৭।

দুর্ব্বলতা মানেই—
সন্ধিৎসা-হারা শ্লথ বোধি,
অনুশীলনে অবজ্ঞা বা অল্পতা। ৬২৮।

কৃপণ মানেই হীনমন্য, দৈন্যগ্রস্ত,
দুর্ব্বল, যোগ্যতাহীন ও স্বার্থগৃধ্নু। ৬২৯।

যা'তে নির্ভর করলে
সে পালে না, রাখে না, বা বয় না—
সেই-ই অপাত্র। ৬৩০।

একতায় যে বিচ্ছেদ আনে
সে ছেদক,—
আর ছেদক যে
সে শয়তান। ৬৩১।

সত্তা-বিধ্বংসী চলনকেই
অপকর্ম্ম ব'লে থাকে,
দুঃস্থ হ'য়ে ওঠে তা'তে সবাই—
তা' মুখ্য বা গৌণভাবে। ৬৩২।

দম্ভ কুড়িয়ে নিয়ে রাশি করে
অকৃতজ্ঞতার একদর্শী ন্যায়—
স্বার্থ-উচ্ছ্বাসে ;
বিনয় আনে ভক্তি-পরিবেষণে
প্রিয়-প্রতিষ্ঠা—
পরাক্রমী বহুদর্শী প্রাণ-মূর্চ্ছনায়। ৬৩৩।

দ্বন্দ্বী-বৃত্তি মানেই—
কাউকে কথা দিয়ে তা' না করা,
বা এক উদ্দেশ্যে সংগ্রহ ক'রে
অন্যতে খরচ করা ;
এই অভ্যাস—
লাভপ্রদ যা'ই করতে যাওয়া যাক—
তা'র ভিতর এমন ফাঁক সৃষ্টি ক'রে দাঁড়ায়,
যা'তে তা'র থেকে বঞ্চিত হওয়া ছাড়া
আর পথই থাকে না। ৬৩৪।

প্রবৃত্তিগুলি তখনই রিপু—
যখনই তা'রা আদর্শ বা সত্তার প্রতিকূলে
মানুষকে উদগ্র ক'রে তোলে—
আয়ত্তের বেহাতি হ'য়ে যায়,
টানে—জাহান্নমে। ৬৩৫।

উৎস বা মূলকে পরিপূরণ করে না—
এমনতর হ'য়ে মানুষ যখন
অন্যে ব্যাপৃত হ'য়ে চলে,—
ভ্রান্তি কিন্তু তা'কেই বলে। ৬৩৬।

যা' থেকে পাওয়া যায়—
তা'তে ভাব না থাকাই অভাব। ৬৩৭।

প্রত্যক্ষভাবেই হোক
আর পরোক্ষভাবেই হোক,—
আলস্য ও অযোগ্যতাকে
যা' ইন্ধন জোগায়—তাই-ই দুর্নীতি—
যা' সত্তা-সম্বর্দ্ধনাকে শোষণ ক'রে
দুঃস্থ ক'রে তোলে। ৬৩৮।

যে-কথা মিলন আনতে পারে না,
বিরোধ ও বিপর্য্যয়ে সৌহার্দ্দ্য
সৃষ্টি করতে পারে না—
তা' কিন্তু উচিত কথা নয়;
আর, যে বলে তা'—সেও উচিত-বক্তা নয়,
সে বিরক্তিভাজনই হ'য়ে উঠে—
মূর্খ দাম্ভিকতায়। ৬৩৯।

সদাচার তা-ই
যে-চলন স্বাস্থ্য, জীবন ও চরিত্রকে
জীয়ন্ত ক'রে তোলে। ৬৪০।

মুদ্রা মানেই হ'চ্ছে—
উৎপাদনী শ্রমের মুদ্রিত অভিজ্ঞান,
যা'র বিনিময়ে তদনুপাতিক
পাওয়া যেতে পারে,
তাই, সে অর্থ। ৬৪১।

বৈধানিক সংস্থিতি যা'র যেমন—
প্রকৃতির পরিমিতিও সহজাত তেমনি তা'র,
ওকেই বলে বিশিষ্টতা। ৬৪২।

অবস্থামাফিক
যে-কোন বিষয়ে
উপযুক্ত সিদ্ধান্ত—যা' সাম্য-পরিবেষণী—
মোটা কথায়, তা'কেই বিচার বলা যেতে পারে। ৬৪৩।

যিনি রোগীর মনকে
সুব্যবস্থ ক'রে তুলতে পারেন,
পারিপার্শ্বিককে তা'র অনুপূরক
ক'রে তুলতে পারেন,
তদনুকূল আহার ও পরিচর্য্যা
নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন,
রোগানুপাতিক ঔষধ ব্যবস্থা করতে পারেন,
আর, আরোগ্যকে ত্বরিত করতে পারেন—
তিনিই বিজ্ঞ বিধায়ক, বৈদ্য বা চিকিৎসক। ৬৪৪।

সু-যোগ মানেই—
সু-এ যুক্ত হওয়া বা রত হওয়া—
অর্থাৎ কোন ব্যাপার হাসিল করতে গেলে
যেমন যুক্ত বা রত হ'লে
তা' সহজ-সাধ্য হ'য়ে ওঠে—
তা'ই সুযোগ;

আর, সুবিধা হচ্ছে—
তা' হাসিল করার ভাল উপায়,
বিধি বা কায়দা। ৬৪৫।

ভাগ্য মানে ভজনা—
অর্থাৎ যা'র যা'তে অনুরাগ—
যে-রকম সেবা তা'তে
নিষ্পন্ন করে যেমন ক'রে—
তেমনি তা'র ভাগ্য। ৬৪৬।

প্রবৃত্তি হ'য়ে মাথায় যা' গোঁজা থাকে
তা'ই কপাল,
মানুষ করেও তেমনি,
তাই বলে কপালের লেখা বা কর্ম্মফল;
ঐ গুঁজে-রাখাটা যেমন সুন্দরভাবে করবে—
কপালও ভাল হবে,
কর্ম্মফলও হবে তেমনি। ৬৪৭।

তোমার কর্ম্ম যত বাস্তবায়িত হবে,
আর লোকপূরণী হবে
যেমনতরভাবে,—
তোমার ওজনও তেমনি;
আর, ঐ ওজনটাই হ'চ্ছে
তোমার মান বা সম্মান। ৬৪৮।

অন্তর্নিহিত আবেগ যখন কর্ম্মে উপ্‌চে' ওঠে—
তখনই সে শক্তি,
আর, সেই শক্তি যখন কর্ম্মকে
বাস্তবায়িত করতে যায়
তা'কে বলে শ্রম,

আর, শ্রমে যা' বাস্তবায়িত হয়
তা'-ই হ'ল কর্ম্ম,
আবার, এই বাস্তবায়িত যা'
মানুষের বা জীবের প্রয়োজন-পূরণ যেমন করে,
তা'র কদর বা দামও তেমনি ;
কদরমাফিকই কাটতি হয়,—
আর কাটতিমাফিক আয়। ৬৪৯।

থাকাটাকে নাড়া দিয়ে
যা' জানিয়ে দেয়—
তা'ই বেদনা ;
উৎফুল্ল ক'রে তোলে যা'তে—
তা'তেই উপভোগ ;
আর, উদ্দাম ক'রে তোলে যা'তে
তা'ই আবেগ। ৬৫০।

যার যেমন প্রয়োজন
তা'কে তেমনি ক'রেই পরিবেষণ—
তা'কেই সাম্য বলে ;
মানুষ কেন, কোন কিছুই যখন
একটার মতন আর একটা নয়,—
তেমনি সাম্য মানে
একই রকম ক'রে সব—এটা নয় কিন্তু। ৬৫১।

কর্ম্ম

যা' সম্পাদন করতে হবে
তা' যথাসময়েই ক'রো—
নতুবা ভণ্ডুলেই যাবে কিন্তু। ৬৫২।

কৃতী হও—
কিন্তু কর্ম্মজঞ্জাল সৃষ্টি ক'রো না। ৬৫৩।

সময়কে অবজ্ঞা ক'রে
কোন কাজ ক'রো না—পাপ ক'রো না;
যা' করবে তা' যথাবিহিত সত্বরতায়
মূর্ত্ত ক'রে তোল,
নয়তো, সব কিছু ভণ্ডুলেই যাবে—
ব্যর্থ হবেই,—
চলবে অবসাদে—
স্বাস্থ্য হ'য়ে উঠবে ব্যাধির আকর। ৬৫৪।

যা' করতে হবে
যথাসময়ে তা' যদি না কর,
ঐ না-করা না-পারাকে আমন্ত্রণ ক'রে
তোমাকে ভূতের মতন চেপে ধরবে,
পুঞ্জীভূত না-করা,
না-পারার সাথে হাত মিলিয়ে
তোমার জীবনটাকে জ্যান্ত শবের মতন
ক'রে তুলবে,
সম্বল হবে আপশোষ আর দীর্ঘনিঃশ্বাস,
দুঃস্থতা বিদ্রূপ হাসিতে
তোমাকে অপদার্থ প্রতিপন্ন করবে,

অভাব-বেঘোর, দলিত অহং নিয়ে
গা' ঢেলে দিতে হবে ব্যাধির স্রোতে,—
তোমার জীবনের উপসংহার হবে
খাবি-খাওয়া। ৬৫৫।

করায় গাফিলতী—
সময়ের অপব্যবহার
দয়াকে দৈন্যেই পর্য্যবসিত করে। ৬৫৬।

শোন আর শুভ যা' তা' কর—
যথাবিহিত সময়ে, যথাবিহিত রকমে,—
উপযুক্ততার সহিত তা' সম্পাদন যদি না কর,
অভ্যাসে আয়ত্তে যদি না আন
বঞ্চিত হওয়াকে কেউ নিরোধ করতে পারবে না ;
এখনই ওঠ! দেখ কেমন ক'রে কার্য্যে তা'কে
মূর্ত্ত ক'রে তুলতে পার—
আর, তা'ই কর এখন থেকেই। ৬৫৭।

যা' তোমার করণীয়
যখনই তা' করছ না,
যে-সময়ে যেগুলো তোমার বাস্তবে
পরিণত করবার ছিল
তা' করলে না,
অবহেলায় সময়কে সাবাড় করলে—
বুঝে প্রস্তুত হ'য়ে থেকো—
ব্যাধি, বিপাক ও বিধ্বস্তি অদূরেই
তোমার জন্য অপেক্ষা করছে;
সাবধান হও—সামাল থেকো। ৬৫৮।

যখনই তোমার মনে দ্বন্দ্ব এসেছে—
তুমি পারবে কিনা,—

ঠিক জেনো, তোমার চাওয়াটা
তখনও হজম হয়নি,—
না-পাওয়ার অনেক কিছু
তোমার চাওয়ার অন্তরালে লুকিয়ে আছে;
অনাবিল সঙ্কল্প পারগতাকে অনেকখানি
অবাধ ক'রে তোলে। ৬৫৯।

যা' করবে তা' সময়মত'—
নতুবা বেহুদা বুদ্ধি
তোমার সবই ব্যর্থ ক'রে দেবে। ৬৬০।

যে কাজে তুমি যতখানি গোঁজামিল দেবে,
তার মধ্যে ততখানি গোঁজা-অমিল
থাকবেই থাকবে—
কৃতকার্য্যতাও সেখানে তেমনতরই
ব্যাধিগ্রস্ত। ৬৬১।

অসেবাপ্রবণ, অপটুকর্ম্মা,
দীর্ঘসূত্রী, অকৌশলী, গালবাজি নেশা নিয়ে
যা'ই কেন না কর,
তা' নিরর্থকতায় পর্য্যবসিত হবে—
ব্যর্থ-অভিপ্রায় হ'য়ে অবসাদকেই
অর্জ্জন করবে,
যেমন নেশা তেমনি পেশা। ৬৬২।

পারস্পরিক যোগাড় যেখানে নেই—
কর্ম্ম সেখানে দক্ষতায় ক্ষুণ্ণ। ৬৬৩।

যোগাড়ে যা'রা তাচ্ছিল্যপূর্ণ—
কর্ম্মপ্রয়াস তা'দের মৌখিক,
আর প্রত্যাশার গোঙ্‌রানি মাত্র। ৬৬৪।

যা' করাই ভাল
তা'তে 'পারি না' ভেবো না—
ব'লোও না তা',—
বরং কর—তা' করাই শ্রেয়। ৬৬৫।

'হয় না' বা 'পারি না'—এমনতর ভাবা ও বলা
করার শক্তিকেই স্তম্ভিত ক'রে তোলে ;—
তাই, যা' করতে হবে
তা'তে ঐরকম ভাবা বা বলা
পারগতা থেকে বঞ্চিতই করবে তোমাকে ;—
তুমি করবেও না, হবেও না,—
আর পাবেও না তা'। ৬৬৬।

আল্‌সে নির্ভরশীলরা
আপন গলদে তা' দিয়ে
খেতে চায় পরের উপর ;—
ফলে—বেকুব অকৃতিত্বই সাধ্য হ'য়ে দাঁড়ায়। ৬৬৭।

অপ্রচেষ্ট, আল্‌সে নির্ভরশীল যেই হ'য়ে উঠছ—
লাখো রকমের বিশ্বাস করার দোহাই দিয়ে
নিষ্ফলতার আপশোষে
জীবনে কৃতার্থতা ও সার্থকতাকে
জলাঞ্জলি দিয়েই চললে—
এটা ঠিকই জেনো,
এখনও শুধ্‌রে দাঁড়াও। ৬৬৮।

পিছটানেই যা'রা ব্যাপৃত—
ক্রমাগতি যা'দের কেটে যায় ঘন-ঘন,
'কী হবে' দুশ্চিন্তায় মুহ্যমান,—
দুর্ভাগ্য তা'দের অদৃষ্টকে
আবৃতই ক'রে রেখে দেয়। ৬৬৯।

প্রাপ্তির প্রত্যাশায় যা'দের পেয়ে বসে
করায় এগিয়ে চলা তা'দের দুরূহ,
নিঃশেষ হবার পথচারী তা'রা—
ভ্রাম্যমাণ তা'রা আপশোষে। ৬৭০।

কর্ম্মতৎপরতার সাক্ষ্য চালবাজি নয়কো,—
বরং তা' জ্ঞানকর্ম্মের
সমন্বয়ী কৃতিত্বে—সাফল্যে। ৬৭১।

লাখ বলা কী করতে পারে কা'র—
যদি সে স্বতঃ-উৎসারিত প্রণোদনায়
করায় তা' মূর্ত্ত ক'রে না তোলে? ৬৭২।

তুমি যেমন চাও—
ইচ্ছা কর পেতে,—
তোমার চলা-বলা যদি তদনুগ না হয়,
তোমার চাওয়া
আপশোষেরই অভিযাত্রী। ৬৭৩।

সময়কে অবজ্ঞা ক'রে
যা'রা কাজে অভ্যস্ত—
তা'রা কৃতীর সং ছাড়া আর কী?—
হোলির রাজা। ৬৭৪।

অবজ্ঞাত-নিষ্পাদন,
দায়িত্বহীন কৰ্ম্ম-ব্যস্ততা
নিরর্থক ভবঘুরেই ক'রে তোলে। ৬৭৫।

চাও,—কিন্তু করবে না কিছু তা'র জন্য—
ফিরে দেখ,
ধিক্কার পেছু নিয়েছে তোমার। ৬৭৬।

শ্রম যা'র কুশল, উপচয়ী,
উপার্জ্জনক্ষম,—
আত্মপ্রসাদ তো তা'কে
অভিনন্দিত করেই। ৬৭৭।

আগ্রহ যেমন, উদ্যমও তেমন,
সক্রিয়তাও তদনুপাতিক ;—
আর, প্রাপ্তিও সেই ফলনে। ৬৭৮।

আগ্রহ-উদ্দাম হও—
কর,
শক্ত হ'য়ে ওঠ—সক্রিয়তায়,
যোগ্যতা-জ্ঞানাঞ্জনে পরিশোভিত হবে। ৬৭৯।

আগ্রহ-উদ্দীপনায় যা' করা যায়,
তা'র কষ্টটাও মিষ্টি হ'য়ে ওঠে
কৃতকার্য্যতায়—
সার্থকতাও হাসে স্মিতহাসি। ৬৮০।

যা'তে আগ্রহ যত সক্রিয়,
মনোযোগও সেখানে তত বেশী,
আর, এই মনোযোগই আনে
উদ্যম ও উন্মাদনা—
ফন্দি-ফিকির তা' থেকেই বেরোয়,
যথাবিহিত নিষ্পন্ন হ'লেই
তা' হ'তে আসে কৃতকার্য্যতা—
আর জ্ঞানও হয় তেমনি। ৬৮১।

যা'তে যে উপযুক্ত—
তা'র ধাঁজও পায় সে সহজে। ৬৮২।

যেমন কাজে যে লিপ্ত—
বুদ্ধিও তেমনই দীপ্ত। ৬৮৩।

নিখুঁত করা—
অল্প হ'লেও ঢের ভাল,—
এলোমেলো অসম্পূর্ণ বহুর চাইতে। ৬৮৪।

অসম্বদ্ধ বহুব্যাপৃতি
জঞ্জালই সৃষ্টি করে;
সুসংবদ্ধ নিয়ন্ত্রিত যা'
তা' কষ্টের হ'লেও
সোয়াস্তি ও আনন্দেরই। ৬৮৫।

করার সহযোগিতা যেমন—
হওয়া বা পাওয়াও তদ্রূপ। ৬৮৬।

যখন যেটা করবে তা'
সম্যক্‌ভাবে করবে,
যথাবিহিত সরঞ্জাম নিয়ে—
প্রস্তুত হ'য়ে,
বিষয়ান্তর যেন তোমাকে
বিচ্ছিন্ন করতে না পারে;
এমনি করাটাই কিন্তু যোগবাহী,
আর, সুকৌশল তা'র সাথিয়া। ৬৮৭।

ব্যাপারের ক্রমান্বয়ী সমাবেশে
অবস্থার সৃষ্টি হয়—
তা' সু-ও হ'তে পারে, কু-ও হ'তে পারে;—
ও-গুলিকে সু-এ সমাবেশ ক'রে
সুফলকে স্বতঃ ক'রে তোলাই
ধৃতি ও কৃতির লক্ষণ,—
চাতুর্য্যও ঐখানে। ৬৮৮।

যা' করবে তা'
পাকাপাকি,
নিষ্ঠায়
সত্তা-সম্বর্দ্ধনী ক'রে,—উপচয়ে। ৬৮৯।

যে-কোন ব্যাপারেই হোক না কেন—
আগে তলিয়ে বোঝ,
সব দিক দিয়ে বিবেচনা কর,
তা'কে বাস্তবে পরিণত করতে
যা' করতে হয় কর—
ক্ষিপ্রতার সহিত—যথাসময়ে। ৬৯০।

উদ্দেশ্যকে প্রণিধান কর,
আর, তা' পরিপূরণে যখন যে-অবস্থায়
যা' সমীচীন বিবেচনা কর—
তেমনি ক'রেই তা' কর,
তা' হয়তো বাঁধাধরা রকমের না-ও হ'তে পারে,—
ঠকবে কম। ৬৯১।

আগে ভেবে দেখ—তুমি কী চাও?
বিবেচনা কর তারপর
কেমন ক'রে তা' হ'তে পারে,
সবটার সাথে সামঞ্জস্য রেখে
কাজে তা'কে মূর্ত্ত ক'রে তোল—
নন্দিত হবে—প্রাপ্তিতে। ৬৯২।

যা' সাধবে তা' যথাবিহিত রকমে,
কাঁটায়-কাঁটায় বুঝে, ক'রে—
কৃতার্থ হবে সাফল্যে। ৬৯৩।

যা' করবে ভেবেই করবে,
আবার ক'রেও ভেবো,

বিবেচনা ক'রো কি ক'রে
আরও ভাল করা যেতে পারে,—
ভবিষ্যতে সময় এলেই
তা'কে আবার ব্যবহার ক'রো;
এতে তোমার চলন ক্রমশঃ
মার্জ্জিত হ'তে থাকবে। ৬৯৪।

কাউকে দুঃখ দিতে
নিজে দুঃখ দেওয়ার কষ্ট বহন ক'রেই
তা' করতে হয়,
আর, তা'র প্রতিক্রিয়ায় তেমনি ক'রেই তা'
আলিঙ্গন করবে তোমাকে—
আরোতে কিন্তু। ৬৯৫।

করা মানেই বাধাকে অতিক্রম ক'রে
উদ্দেশ্যকে বাস্তবে পরিণত করা;
আর, কর্ম্মের জীবনই ঐখানে—
প্রসাদও তা'তেই। ৬৯৬।

করনি কী—তা'র খতিয়ান ক'রে,
করবে কী—কেমন ক'রে—কোন্ কাজে—
তা'র সিদ্ধান্তে এসো,
কাজে লাগ,
কৃতকার্য্য হও,
কুশলকর্ম্মা হ'য়ে উঠবে সত্বরই। ৬৯৭।

যে-কোন ব্যাপারেই হোক—
একা যদি পার,
অন্যের সাহায্য নিতে যেও না—
সময়ে লক্ষ্য রেখে;
এতে যোগ্যতাই বেড়ে ওঠে—
যোগ্যতা বাড়াবার মক্‌সও ঐ-ই কিন্তু। ৬৯৮।

কর,—
তীক্ষ্ম আগ্রহে লক্ষ্য রেখে চল—
কত কম সময়ের ভিতর
তা' সুসম্পন্ন করতে পার
নিখুঁতভাবে ;
আর, অভ্যস্ত হ'ও তা'তে ক্রমশঃ,—
অভিনন্দিত হবে—যোগ্যতায়। ৬৯৯।

তোমার ভালর জন্য
যে যা' করছে—
তা'তো করছেই,
তুমি কর—তা'দের ভালর জন্য,
যত পার,—যেমন ক'রে ;
তোমার পারাকে বাড়িয়ে তোল—
এমনি ক'রেই—আরোতে,
তোমার পাওয়া স্বতঃস্ফূর্ত্ত হ'য়ে
চলতে থাকবে—
অবাধে। ৭০০।

যা' তোমার পক্ষে মঙ্গলপ্রসূ তো বটেই—
অন্যের পক্ষেও,—
তা' কর ;
আর, যা' তোমার পক্ষেও না,
অন্যের পক্ষেও না—
তা' ক'রো না ;
আবার, তোমার পক্ষে মঙ্গলপ্রসূ—
অন্যের পক্ষে নয়কো—
তা' যেন তোমাতেই নিবদ্ধ থাকে। ৭০১।

আগে জান—বাস্তবতায়, ব্যবহারে,
বোধে, চকিতে, সার্থকতায় ;

ব্যবস্থা ক'রোও তদনুরূপ—
অভ্রান্তভাবে,
ত্রুটিকে অচ্ছেদ্য প্রাচীর-পরিবেষ্টিত ক'রে—
যদি কিছু থাকে;
চমক-ক্ষিপ্রতায় যা' করণীয় তা' ক'রে ফেল,
জয় আসবে—
অন্তরায়ী জাঙ্গাল অতিক্রম ক'রে। ৭০২।

কর্ম্মব্যাপৃত ক'রে তোল
উপযুক্ত সবাইকে—
উপচয়ে;
শান্তি, শৃঙ্খলা ও সম্বর্দ্ধনা—
পাবে এ-তিনকেই—মুখ্যতঃ। ৭০৩।

যত্ন কর—অন্যে নির্ভর না ক'রে—
সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বাঙ্গীণতায়—
সুফলে সমাধান না হওয়া পর্য্যন্ত—নিয়ত;—
সুকৌশলী জ্ঞান ও পারদর্শিতায়
তোমার যোগ্যতা পরিশোভিত হবে—
ধিকৃত হবে না দারিদ্র্যে। ৭০৪।

যা' ইচ্ছা তা'ই কর
তা'তে ক্ষতি নাই,
যদি তোমার প্রত্যেকটি করা
মূলকে পরিপোষণ করে—
সব রকমে—সামঞ্জস্যে,—
তৃপ্ত হবে—সৌকর্য্যে,—প্রজ্ঞায়। ৭০৫।

আত্মস্বার্থী অনুরাগ যা'র
নিজেকেই কেন্দ্র ক'রে কর্ম্মরত থাকে,
তা'র বুদ্ধিবৃত্তি মুক্ত হয় না—

বরং যেমন যত প্রচেষ্টারত রয়—
কেন্নোর মত পাকে-পাকে জড়িয়েই চলতে থাকে,—
করে অনেক, শেষ ফক্কা ;—
ফলে হয় অবসন্ন, ব্যাহত—
সার্থকতায় দরিদ্র ;
তাই, কর্ম্ম করতে হয় ঈশ্বরপ্রীতির জন্য,
ইষ্টসেবায়—ইষ্টার্থে ;
তেমনিতর কর্ম্মই হ'চ্ছে অনাসক্ত কর্ম্ম—
আর, তা' নিজেরও নির্ব্বিরোধ পরিপূরক—
তৃপ্তির—দীপ্তির। ৭০৬।

যেমন থাকতে চাও—
সেই স্বার্থে পারিপার্শ্বিককেও
স্বার্থান্বিত ক'রে তোল,
কর ও করাও তেমনি, যদি পার,
তা'দের থাকার স্বার্থে তোমার থাকাটাও
অনেকটাই সুগম হ'য়ে চলবে। ৭০৭।

সাজে বড় হওয়ার চাইতে
কাজে বড় হওয়া ঢের ভাল ;
পারগতার চাইতে বড় সাজ
আর কী হ'তে পারে? ৭০৮।

কখন, কোথায়, কী কাজে,
কী মাত্রায়, কেমন ক'রে,
কী কী করতে হবে—
বুঝে-বুঝে, শুনে-শুনে, দেখে-দেখে,
ক'রে-ক'রে তা'র ধারণা ক'রে নিও ;
যেখানে যতটুকু যা' করলে কাজের ফয়শালা হয়
সেখানে ততটুকু তা' করণীয় ;
অধিক মাত্রায় তা' বিষিয়ে যায়—
কম মাত্রায়ও ফল হয় না,

তাই, ধারণা ক'রে মাত্রা-জ্ঞানটাকে
যতটুকু সম্ভব শায়েস্তা ক'রে নিও—
ফল পাবে। ৭০৯।

কর্ম্মসাফল্য যা'দের স্তুতিমুখর—
বাস্তবে,
সেবাপ্রবণ তা'রা হ'য়েই থাকে—
জেল্লাও তাদের দেবপ্রভ। ৭১০।

যা'রা দিতেই ভালবাসে—
নেওয়ার প্রলোভন নেই,
অথচ এতটুকু পেলেও উৎফুল্ল হ'য়ে ওঠে—
করেও তেমনি,—
অন্যথা তা'রা যেমনই হোক,
প্রাপ্তি তা'দের অবিরল। ৭১১।

শরীর-মন যদি সুস্থ থাকে—
তবে কাজ করার অভ্যাসই
কর্ম্মঠ ক'রে তোলে। ৭১২।

সিদ্ধান্তই যদি ক'রে থাক—
আর, তা' যদি শুভই হয়,
বাধা ও বিড়ম্বনার তোয়াক্কা রেখো না—
নিখুঁতভাবে ক'রে যাও—
তীক্ষ্ম নজরে,
তোমার কৃতকার্য্যতাই বিপাক থেকে
উদ্ধার করবে তোমাকে—গৌরবে। ৭১৩।

নেতা

যিনি আদর্শে উৎসর্গীকৃত নহেন—
পরিপোষণ, পরিরক্ষণ, পরিপূরণী চর্য্যা যাঁ'কে
প্রজ্ঞাপ্রদীপ্ত ক'রে তোলেনি,—
তিনি যেখানে নেতা,
বিশৃঙ্খল বিপর্য্যয়ই সেখানে লভ্য। ৭১৪।

যে নিয়ন্ত্রিত নয়
সে কি নেতা হ'তে পারে?
নিয়ন্ত্রণ কি ক'রে করতে হয়—
তা' তা'র বোধের অগম্য—
বরং সে হয় বিশৃঙ্খলার উদ্‌গাতা। ৭১৫।

না-জেনেও জানার দাবীতে যা'রা নিয়ন্ত্রণ-ব্যাপৃত—
বঞ্চনা ও বিভ্রান্তির ব্যাকুল আর্ত্তনাদের জন্য
তা'রাই কিন্তু প্রকৃত দায়ী;
ও-পথে সর্ব্বনাশ-হাতে শয়তান দাঁড়িয়ে রয়
অদূরেই কিন্তু। ৭১৬।

যা'রা মানুষের মূল্যে
নিজে বড় হ'তে চায়—তা'রা পড়ে,
যা'রা নিজের মূল্যে
মানুষকে বড় করতে চায়—তা'রা দাঁড়ায়। ৭১৭।

সাধারণ লোক বোঝে কম,
আর, বিস্মৃতিপ্রবণও তা'রা বহুত,
তা'দের দূরদৃষ্টিও কম সঙ্কীর্ণ নয়,

নিজেদের ভাল কী আর তা' কত দূরে,
কেমন ক'রে—
তা'ও ধরতে পারে কম;
স্বার্থের প্রলোভন দেখিয়ে,
সুখসুবিধার প্রলোভনে—
যদি জাহান্নমেও নিয়ে যায়—
প্রায়শঃ তা'তেও তা'রা সমবেত হয়, চলে,
তাই, উপযুক্ত নেতাই তা'দের নিয়ন্তা;
নীত না হ'য়ে, নিয়ন্ত্রিত না হ'য়ে
নেতৃত্বের আবদারে
লোকের সর্ব্বনাশ করতে যেও না,—
নিজেও সর্ব্বনাশে আত্মোৎসর্গ ক'রো না;
শক্ত হও, সময়ের সদ্ব্যবহার কর,
সার্থক হও—আর সবাইকে সার্থক করে তোল—
মঙ্গলের মালায় তোমার কণ্ঠ
পরিশোভিত হোক। ৭১৮।

বৃত্তি

তোমার প্রবৃত্তি যেমনই থাক্ না কেন—
তা' যদি সৎ-নিয়ন্ত্রিত না হয়—
তবে সত্তাকে সে
সাবাড়ে পরিচালিত করবেই কিন্তু। ৭১৯।

চিত্ত যেমন বৃত্তি-সমাচ্ছন্ন,
ব্যক্তিত্বও তেমনি গ্রহগ্রস্ত। ৭২০।

মন যত বৃত্তি-অভিভূত—
অজ্ঞতাও উচ্ছল সেখানে—তেমনি,
দীপ্তিও নিভু নিভু তা'তে,
দৃষ্টিও হয় আব্ছা—
কৃষ্টিও অবকীর্ণ। ৭২১।

যে ভোগ শ্রেয়-বিরোধী—
ইষ্ট বা সত্তার্থী নয়কো—
অস্তিত্বকে পরিপোষণ ক'রে তোলে না—
তা' জাহান্নমেরই লালিমা। ৭২২।

প্রবৃত্তি যখন সত্তাকে
বিধ্বস্তির পথে টেনে নেয়,—
পাপ তখনই আগলে ধরে,
আর, মরণ অদূরেই অপেক্ষা ক'রে রয়। ৭২৩।

যে ঝোঁক্ বা ঝুঁকি
ইষ্টনিবেশী ও ইষ্টানুগ নয়—

তা' প্রায়শঃই বিচ্ছিন্ন ও উদ্ভ্রান্ত—
বিপদ-সঙ্কুল হামবড়াইরই নামান্তর। ৭২৪।

প্রবৃত্তির এতটুকু প্রশ্রয়
তোমার নিরাশ্রয় হওয়ার পথ
আল্‌গা ক'রে দেবেই কি দেবে;
তাই, সাবধান থেকো কিন্তু
—চেতন থেকো। ৭২৫।

প্রবৃত্তিপরতন্ত্র যতক্ষণ তুমি,—
ইষ্ট বা আদর্শ-নিদেশ
পরিপালন করতে পারবে না,
ব্যত্যয়ী পথে পরিচালিত হবেই তা'
তোমার ভিতর দিয়ে,
চরিত্র রঙ্গিল হ'য়ে উঠবে না তাঁ'তে,
ঢং থাকলেও রং ধ'রবে না কিন্তু—
ফলে, সার্থকতা হারাবে। ৭২৬।

ব্যর্থতায় দোষারোপ বা বিস্ফোরণ যেখানে—
ভেবে দেখো,
উপাসনা ছিল কোন্ প্রবৃত্তির,
কেমন ক'রে
স্বার্থসংশ্লিষ্ট সে কোথায়,
আর, তা' কী ও কেমন
নির্ণয় ক'রে যা সমীচীন তা-ই ক'রো। ৭২৭।

বেকুবিতে যা'রা আচ্ছন্ন হ'য়ে আছে,
সৎপরামর্শ তা'দের অপ্রীতিকর—
যদিও বাঁচার উৎকণ্ঠা অবাধ্য তা'দের। ৭২৮।

লোভে মজলে যুক্তিও মানে না,
নিষেধও মানে না,
ঠকতেই চায়—ঠকবেই। ৭২৯।

মানুষ
করণীয় যা'—তা' যখন করে না,
অথচ নানান ভাঁওতায় ঐ না-করাকে
সমর্থন করে—
সংশোধন-বিমুখ হ'য়ে,
শয়তান তখন হাসে—
আর, দয়া হতভম্ব হ'য়ে ওঠে। ৭৩০।

ধর্ম্মকথা ক'য়ে
আত্মস্বার্থ-বাগানো বুদ্ধি যখনই আসবে,
বুঝো তখনই—
কাপট্যবুদ্ধির আবির্ভাব হ'চ্ছে—
সাবধান! ৭৩১।

নিজে প্রবৃত্তির পথে চ'লে
ভগবানকে তোমার প্রয়োজনপূরণে
দায়ী ক'রে চলতে যেও না,
ব্যর্থ হবে, আস্থা যাবে,—
ভূত-ছাড়ান সরষেকেই ভূতে ধরবে;
যা' পার ভগবানের জন্য কর,
আর, সেই অর্ঘ্যে তাঁ'কে নন্দিত ক'রে
তুমি নন্দিত হও,
সব দিক দিয়েই সার্থক হবে—
আত্মপ্রসাদের স্মিতহাসি তোমাকে
অভিনন্দিত করবে। ৭৩২।

দুর্বৃত্তি যেখানে যত বেশী—
দুর্বৃত্তও সেখানে তত প্রচুর,

আর, এর বৃদ্ধি যেখানে যত,—
আধিপত্যও সেখানে তত—শয়তানের। ৭৩৩।

দুর্বৃত্তি তা'ই—যা' নাকি সত্তাকে
পোষণ ও পালন না ক'রে
ক্ষয়েই ক্ষুণ্ণ ক'রে তোলে;
আর, এই দুর্বৃত্তিকেই রিপু বলে। ৭৩৪।

যে-কোন পরস্ত্রীর প্রতি
তোমার এতটুকুও কামদৃষ্টি যদি থাকে,
তা'তে ওরই ভিতর দিয়ে
ব্যভিচার তোমাকে স্পর্শ করবেই কি করবে
সর্পিল নজরে;
সে দংশন করতে না পারলেও
তা'র বিযাক্ত নিঃশ্বাস তোমায়
জ্বালায় ঝল্‌সিয়ে দিয়ে যাবে। ৭৩৫।

জীবিত মহাপুরুষের চাইতে
বিগত মহাপুরুষে শ্রদ্ধাবান হওয়া সহজ,
কারণ, তা'তে প্রবৃত্তির আওতায় চলার
অন্তরায় ঘটে কমই,
সে-আদর্শ সংঘাত সৃষ্টি করে না অন্তরে। ৭৩৬।

গ্লানি বা গলদ তখনই আসে—
যখনই বৃত্তি-অনুকম্পা
সত্যকে অভিভূত ক'রে তোলে। ৭৩৭।

বিধি

যে-স্বার্থ সার্থকতাকে অভিবাদন করে না—
তা' জাহান্নমেরই অভিযাত্রী। ৭৩৮।

ভেজাল দেওয়ার প্রবৃত্তি
মানুষের বোধবৃত্তিকে খিন্ন ক'রে
অস্তিত্বকেও ভেজালপ্রয়াসী ক'রে তোলে,
খাঁটি করা ভুলে গিয়ে
ভেজালই তা'র খাঁটি হ'য়ে দাঁড়ায়,—
সাবধান হও। ৭৩৯।

তুমি যাঁ'কে যেমন ক'রে
যতটুকু বরণ করবে,
তাঁ'র দ্বারা ততটুকু তেমনিভাবেই বৃত হবে,
আর, পাওয়াটা তা'ই। ৭৪০।

নীতি—যা' ছোটকে বড় করতে জানে না
অথচ বড়কে ছোট করে,—
তা' মৃত্যুপন্থী—বাস্তবে। ৭৪১।

দুনিয়ায় ছোট-বড় কেউ নয়কো—
প্রত্যেকেই তা'র মত;
যে যেমন পূরণপ্রবণ,
মান বা ওজনও তা'র তেমনি। ৭৪২।

অবাস্তবের হাওয়াবাজি অনুসরণ
মানুষকে অবাস্তব দর্শনেরই
অধিকারী ক'রে তোলে। ৭৪৩।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যা'—তা'র ভিতর দিয়ে
অতীন্দ্রিয়কে অনুভাবন কর,
তবেই তা' প্রতিফলিত হবে—
তোমার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্বভাবে। ৭৪৪।

যা' করলে ভাল লাগে,
তা'ই ভাল—
যদি সে-ভালর প্রতিক্রিয়া শুভপ্রসূ হয়। ৭৪৫।

ব্যবস্থিতি যেখানে দুর্ব্বল,—
আপদও সেখানে সবল। ৭৪৬।

নিরাকরণ যেখানে নিঝুম,—
ব্যভিচারও সেখানে বেধূম। ৭৪৭।

স্বেচ্ছাচার যেখানে সমর্থিত,—
সত্তাচার সেখানে অবগুণ্ঠিত। ৭৪৮।

বর্ম্ম যেখানে ব্যাহত,—
নিরাপত্তাও সেখানে শঙ্কিত। ৭৪৯।

মৃত্যু যেখানে ধনিক,
ব্যভিচার সেখানে বণিক। ৭৫০।

সত্তার সৌন্দর্য্য—
কদর্য্য যা,—তা'র অপনোদক। ৭৫১।

মন যেমন যুক্ত,—
চলনও তেমনি মুক্ত। ৭৫২।

বঞ্চনা! তুমিই সেই নৃশংস—
যে সবাইকে সাবাড়ে নিয়ে যায়। ৭৫৩।

অসংযত যেখানে আত্মম্ভরিতা,—
প্রীতি সেখানে স্বার্থপর। ৭৫৪।

অহং যেখানে ঈপ্সিতপ্রাণ—
ব্যত্যয়ী প্রবৃত্তির সংযমও সেখানে
সানন্দ। ৭৫৫।

ভাবের রূপও যেমন,
কথাও আসে তদনুপাতিক—
আর, ব্যবহারের বহরও তেমনি। ৭৫৬।

স্বার্থান্ধ যেখানে পরিকর—
বিজ্ঞতা সেখানে বেকুব। ৭৫৭।

সক্রিয় সহানুভূতিপূর্ণ স্পষ্টবাদিতা
ঢের ভাল—
ধাপ্পাবাজি গাছে-তুলে-দেওয়া মিষ্টি কথার চাইতে। ৭৫৮।

মূর্খ-স্বার্থ যতই বিবেচনা করে
বিরোধটাই তা'র সত্তা বা স্বার্থের উপচয়ী—
ভেদ সেখানে ততই বিরাট। ৭৫৯।

জীবনের সাক্ষী চেতনা,
আর, চেতনার সাক্ষী সক্রিয়তা;
তাই, যে যেমন সক্রিয় ও সুন্দর—
সে তত জীবন্ত। ৭৬০।

কুক্রিয়া জীবনকেও কুক্রিয় ক'রে তোলে—
একদিন আগে নয়তো দুইদিন পিছে—বা তখনই;
যা' করবে, ভেবেচিন্তে ক'রো,
ভোগ করবে কিন্তু তোমার জীবন,—
আর, তা' সবারই আগে। ৭৬১।

শক্তির অপলাপ ক'রো না
অর্থাৎ, অন্যায় ব্যবহার ক'রো না;
ওর অপলাপ করা মানেই
দুর্ব্বল হওয়া,
শুধু দুর্ব্বল হওয়া নয়—
অপলুপ্তিতে সত্তাকে আহ্বান করা। ৭৬২।

সত্তাকে হারিয়ে যা'রা বাঁচতে চায়—
তা'রা কি মরণের থেকে আর ফিরে আসে?
সত্তারও যত শেষ—
মৃত্যুও তত ঘনীভূত;
সত্তা কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকে
তা'র বৈশিষ্ট্যের উপরে। ৭৬৩।

স্বার্থ যা'র ভ্রান্ত—
তপস্যা তা'কে তিরস্কারই ক'রে থাকে। ৭৬৪।

স্বার্থ যা'র যেমন—
সাধনাও তা'র তেমন। ৭৬৫।

যা'রা নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে যায়
আর সেই ধান্ধাতে ব্যতিব্যস্ত,
তা'দের প্রতিষ্ঠা প্রায়শঃ তা'দিগকে
প্রতারণাই ক'রে থাকে,—
নিভে যায়,—ব্যর্থতায়। ৭৬৬।

প্রণাম করতে তা'দেরই বাধে—
সাধারণতঃ যা'দেরই অন্তঃশায়ী
স্পর্দ্ধিত ইতর অহং। ৭৬৭।

সুকৃতি আনে পুরস্কার,
আর, অন্যায় আনে তিরস্কার। ৭৬৮।

ইষ্টার্থ-দীপক অনুতাপ
সব পাপকেই পুড়িয়ে দিতে পারে—
যদি তা' ফিরে আর না করে। ৭৬৯।

সময়, অবস্থা ও সম্পদকে অগ্রাহ্য ক'রে
চরিতার্থ হবার চিন্তা
মানুষকে আকাশ-কুসুমেই প্রলুব্ধ ক'রে থাকে,—
বিপর্য্যস্ত করে—ক্লৈব্যে। ৭৭০।

কু ছেড়ে'—
অর্থাৎ কর্ম্মনাশা রকম ছেড়ে'—
সু-এ যদি মোড় ফিরতে না পার,
তবে কিন্তু সুযোগ, সুবিধা
দু'টোকেই পাওয়া কঠিন;
একবার ঠকলে যেমন ঠকা
ভূতের মতন পিছু নেয়,
তেমনি সুযোগ একবার ক'রে নিলে
তা'ও পে'য়েই বসে—
যতক্ষণ ঐ মোড় বা রকম থাকে। ৭৭১।

তুমি যা'র যেমন হও,
তুমি তেমনি তদ্ভাবান্বিত—
অর্থাৎ তা'তে তুমি তেমনি থাক,
কর আর চলও তেমনি—
সেই স্বার্থে,—সেই উন্মাদনায়,
কাজে-কাজেই তোমার পাওয়াও তেমনি হয়;
আর, যা'তে তেমনতর নও,
তা'র অভাবও তোমার তেমনিতর;
যেমন ভাব তেমনি লাভ। ৭৭২।

মানুষ দেয় তখনই—যা'ই পা'ক—
তা'তে যখন সে উৎফুল্ল হয়,

আর, সে উৎফুল্ল হওয়াটা এমনতর হ'য়ে ওঠে—
যা'তে দিয়ে সার্থক হ'লে সুখী হয়—
উভয়ে। ৭৭৩।

যেমন যা'র বুঝ,—
সুঝও তা'র তেমনি। ৭৭৪।

আক্কেল-মাফিকই
মক্কেল জোটে। ৭৭৫।

যা'রা সত্তা-সংরক্ষণী পুষ্টি পেয়েও
বাড়তি প্রয়োজনের জন্য
সংরক্ষকের দিকেই হাত বাড়ায়—
ব্যতিব্যস্ত করে,
তা'দের দুর্দ্দশা কে মোচন করতে পারে—
সেটা দুর্ভাব্য বিষয়। ৭৭৬।

বিনিময়ে নিয়োজিত হ'য়ে
কর্ত্তব্যে নিদেশ পালন ক'রে যে-উপচয় ঘটাচ্ছ
তা' কিন্তু নিদেশদাতারই,
অকপট পরিচর্য্যা সেখানে কর্ত্তব্য,
আর, তা'ই লাভ তোমার—
সেটা কিন্তু দান নয়কো;
তা' ছাড়া, স্বেচ্ছ উপায় থেকে
যদি কিছু তা'র জন্য ক'রে থাক,
যা' দিয়ে থাক—
সেইটেই তোমার দান বা অর্ঘ্য,—
তা'র ফল তোমাকে তেমনতরই
নন্দিত করবে। ৭৭৭।

প্রতিপালিত হ'চ্ছ যা'কে দিয়ে—
অথচ তা'র উপচয়ে
যা' যা' করণীয় করছ না,
তা'কে খাঁক্‌তিতেই ফেলে চলছ—
এ কিন্তু কৃতঘ্নতা তা'র প্রতি,
তা' ছাড়া, চৌর্য্যবৃত্তিই
তোমার পেশা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে;
সাবধান হও,—ইয়াদ রেখো,
নতুবা, প্রতিপালক তো ঘায়েল হবেই,
তোমার বাঁচার বেঁচে-থাকাও সুকঠিন। ৭৭৮।

কৃতজ্ঞতা তখনই জীবন্ত—
পারগতা যখনই আগ্রহদীপ্ত,
স্বতঃস্ফূর্ত্ত, উপচয়ী—
আত্মপ্রসাদক। ৭৭৯।

খাবার থাকতেও অন্যের আহারে যে থাবা দেয়—
সর্ব্বনাশা এই স্বভাব—
তা'র সর্ব্বনাশ করবে না তো করবে কা'র? ৭৮০।

পাকা ভাবীর
বেতালে পা' পড়ে না। ৭৮১।

অনাদর যেখানে যেমন,—
ভুলও তেমনি সেখানে। ৭৮২।

প্রীতির প্রকৃতির উপরই
কৃতজ্ঞতার সক্রিয়তা। ৭৮৩।

উদ্বোধনার ভিতর দিয়ে ইষ্টার্থ-সংগ্রহ—
মানেই হ'চ্ছে,—

মানুষের আগ্রহকেই সংগ্রহ করা—
কেন্দ্রায়িত করা। ৭৮৪।

যা'রা যা'তে দেয় না—
তা'তে আগ্রহও তা'দের বাৎকে-বাত। ৭৮৫।

পারিপার্শ্বিক, তপস্যা
ও উপযুক্ত পুষ্টি-সমন্বয়ে,
প্রকৃতির আপূরণে—
বিহিত বিবর্ত্তন সম্ভব। ৭৮৬।

কথা
করায় চরিত্রে মূর্ত্ত ক'রে
যা'রা অমর-পন্থী হ'য়ে ওঠে—
কথা তা'দের কাছেই কথামৃত—
নয়তো তা' বিলাসমাত্র। ৭৮৭।

দুঃশীলতা দুর্দ্দশাই নিয়ে আসে,
আর, তা'র দাম্ভিক ধৃষ্টতায়
জাহান্নম-যাত্রী হওয়া ছাড়া
পথই থাকে কম। ৭৮৮।

শোক
শয়তানেরই উপাদেয় খাদ্য—
যদি তা' ঈশ্বরে আপ্রাণ ক'রে না তোলে। ৭৮৯।

প্রীতি-প্রত্যাশা যখনই অবদলিত—
অতীতের বেদনাবিক্ষুব্ধ হিসাব-নিকাশ
তখনই আরম্ভ। ৭৯০।

পেছটানে যা'র অভিনিবেশ,—
এগিয়ে যাওয়া তা'র কাছে রূপকথা মাত্র,

আর, দুঃখের হাত থেকে রেহাই পাওয়াও
তা'র কঠিন। ৭৯১।

দ্বন্দ্ব ও অসহযোগ যেখানে সস্তা,
মৌলিক স্বার্থও সেখানে গাঁজান,
আত্মম্ভরী কাপট্যই অন্তরালে অবগুণ্ঠিত—
ভক্তি-ঘোমটায়। ৭৯২।

ঠকাতেই যদি চাও,
ঠকতে প্রস্তুত হ'য়ে থাক—
সুদ-সমেত। ৭৯৩।

অনিষ্টই যা'র পরিকল্পনা—
নিজের ইষ্ট জল্পনামাত্র—তা'র। ৭৯৪।

আদর্শহীন সহযোগিতা
স্বার্থান্ধ বিচ্ছেদেরই অগ্রদূত। ৭৯৫।

অকপট ইষ্টৈকনিষ্ঠদের
পারস্পরিক বিচ্ছেদ—
অন্তরতম অচ্ছেদ্য মিলনেরই
অপরিহার্য্য দূত। ৭৯৬।

উভয়ই ইষ্টৈকনিষ্ঠ—লোকে দেখছে,
অমিল হ'ল,
বিচ্ছেদও র'য়ে গেল,
মুখ দেখাদেখি নেই—
কা'রোই ভাল কেউ পছন্দ করে না,
কিন্তু কেউ বিরহবিধুর হ'য়ে
মিলনাগ্রহে উদ্দাম হ'য়ে উঠল না,—
তা'র মানে মূলেই গোল—
এটাই তা'র মোক্ষম পরিচয়। ৭৯৭।

অনুকম্পী সহানুভূতি ও সহযোগিতা
সেখানেই তেমনি প্রখর—
একাদর্শপ্রাণতা যেখানে যেমন উজ্জ্বল,—
অবাধ্য। ৭৯৮।

ধর্ম্মের ভাণও ভাল,—
হয়ত' পেয়ে বসতে পারে;
তোৎলাকে ভ্যাংচাতে থাক—
তুমিও তোৎলা হ'য়ে উঠবে। ৭৯৯।

বুড়ো বয়সে ধর্ম্ম করতে গেলে
তা' চরিত্রগত হয় কমই,—
অভ্যস্ত হ'য়ে ওঠে,
পেকে প্রবণ হ'য়ে ওঠে—
বৃত্তি-চলনে;
—ছেলেবেলা থেকে করলে
তা' সার্থক হয়। ৮০০।

ফলের গুণে গাছের পরিচয়
তা'ই কেবল নয়কো,
গাছের গুণেও গাছকে জানা যায়—
যদিও তা'র ফল তেমন নয়,
যেমন বটগাছ,—বুঝলে? ৮০১।

শান্তি যেখানে সোয়াস্তির,—
শান্তির পথ সেখানে আবর্জ্জনাহীন। ৮০২।

বৈশিষ্ট্য যেখানে আদৃত—
কৃষ্টিও সেখানে উন্নত,
আর, সমাজও সেখানে উচ্ছ্রিত। ৮০৩।

বিনয় যেখানে দুর্ব্বল—
লাঞ্ছনাও সেখানে সবল। ৮০৪।

মেয়ে-মুখীন কায়দা
আর নিরর্থক বা নিষ্ক্রিয় বাগ্মিতা—
দুই-ই ঠাট্টার। ৮০৫।

তোমার সুখে যদি কেউ সুখী হয়—
উপভোগ কিন্তু সেইখানে,
নতুবা তা' নীরস—ছোব্‌ড়ামাত্র। ৮০৬।

সুখী হ'তে গেলেই
সুখী করতে হয় অন্যকে—
সেবায়, সৌহার্দ্দ্যে, সৌজন্যে,
আর, স্বার্থও হ'য়ে উঠতে হয় অন্যের;
সুখ তখনই হ'য়ে ওঠে উপভোগ্য। ৮০৭।

পাছ-টানের মোহ
আর কিছু করুক না-করুক—
আত্মবিদ্রোহী,—এ কথা ঠিক। ৮০৮।

মুকুলই হ'চ্ছে ফলের প্রতিভূ—
আবহাওয়ায় যদি টেকে। ৮০৯।

'পেলাম না' ব'লে যা'রা গগায়—
তা'দের জিজ্ঞাসা ক'রো—
'করেছ কী?—দিয়েছই বা কী?'
আর, তা' কতটা উপচয়ী—দেখো তা',
ঠাওর পাবে—তা'রা কী পেতে পারে। ৮১০।

কাউকে দিয়ে তা'র দায়িত্বের
উদ্বোধন করা যায় না,—

বরং দায়িত্ব-পরিপূরণে প্রাপ্তি
সজাগ ক'রে তোলে—যোগ্যতাকে। ৮১১।

ইষ্ট-প্রণিধানী প্রবৃত্তি
যাদের তুখোড় ও অচ্যুত,
সামঞ্জসী চলন তা'দের
তত সহজ—
ব্যবহারেও তেমনি প্রিয় ও তাজা। ৮১২।

বল—ভালই,
যা' বলছ,
তোমার ব্যবহার যখন তা' জানিয়ে দেয়
তা'ই কিন্তু বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে যায়—
সবার কাছে। ৮১৩।

সাজাও, গোজাও, যা'ই কর না—
মন না গড়লে
চরিত্র বদলাবে না। ৮১৪।

অনুরক্ত মনের সক্রিয় চলন
স্বাভাবিক হ'লে—
চরিত্র তেমনি হয়। ৮১৫।

সহ্য যা'র কম—
কষ্টও তা'র বেশী। ৮১৬।

আস্থাহীন বিশ্বাসের
দোলায়মান চলন—
বহুমুখী, বিশৃঙ্খল। ৮১৭।

দাম্ভিক, আত্মম্ভরী, স্বার্থপর
শয়তানের আধিপত্য

না থাকলে—অন্তরে,
প্রিয়কে মর্ম্মাহত করা যায় না। ৮১৮।

দুশমনীর প্রশ্রয়
শয়তানেরই আশ্রয়—
আর, তা' যমেরই আগমনী। ৮১৯।

নিন্দনীয় যা'
তা'র সম্বর্দ্ধনা বা সমর্থন—
তা'র স্থায়িত্বকেই শক্ত ক'রে তোলে—
নিরাকরণও কষ্টসাধ্য হ'য়ে ওঠে তত। ৮২০।

মন্দ যা' তা'কে নিরোধও করছ না,
ভালকে সক্রিয় সমর্থনও করছ না—
তা'র মানে, মন্দই তোমার অভিপ্রেত—
তা' মুখ্যতঃই হোক
আর গৌণতঃই হোক। ৮২১।

দাবী করবে,—
দাবী বইবে না—
দাবী কিন্তু দাবী সইবে না তোমার—
শিগ্‌গিরই। ৮২২।

যা'র যে-ভাব তা'ই ভাল—
যদি তা' সৎ-অনুকম্পী হয়। ৮২৩।

নাড়ীর টানে মানুষ কী-ই না করে—
তা'র ইয়ত্তা নাই,
মা ছেলেপেলের জন্য কত কষ্টই করে—
কিন্তু হিসাব-নিকাশ নেইকো,
ধারও ধারে না তা'র—
প্রীতি-প্রত্যাশা ব্যাহত না হয় যতক্ষণ। ৮২৪।

প্রীতি-প্রত্যাশার পরিপূরণ যেখানে যেমন,
মমতাও সেখানে তেমন ;
আবার ব্যতিক্রমে বেদনাও তদনুরূপ—
দুর্ল্লঙ্ঘ্য,—অদম্য। ৮২৫।

যে নিজে বাগে নি' কা'রও কাছে—
বাগাতেও জানে না কাউকে,
আর, যে-ভাবে যে বাগে—
সেই ভাবেই সে বাগায়। ৮২৬।

আর্ত্ত পতিতই
উদ্ধারে আগ্রহান্বিত বেশী। ৮২৭।

দৃষ্টি যা'র যে ভাবে,
চলনও তা'র তেমনি—
চিন্তাও তদনুরূপ। ৮২৮।

ধাউড় ধাপ্পায় উপার্জ্জন
গুম্‌রে গুম্‌রে বিপাককেই
ডেকে আনে। ৮২৯।

যা'ই কর—করবে গোড়া ঠিক রেখে,
তা'রই সার্থক পরিপূরণে—
নয়তো, অতি ভাল করাও
নিরর্থক হ'য়ে উঠবে। ৮৩০।

সশ্রদ্ধ নেশা যা'তে যেমন
চরিত্র-চলনও তেমনি,
পেশাও তেমনতর—প্রায়শঃ। ৮৩১।

প্রেম ও প্রাজ্ঞতা
প্রকৃতি-নিঃসৃত স্বতঃ-পদক—

যা'কে উপাসনা করে
উপাধি যা'-কিছু সব। ৮৩২।

অভিমান কোথাও ভাল নয়কো,
অচ্যুত অভিধ্যানী হওয়া ভাল—
তা' সব ক্ষেত্রেই। ৮৩৩।

ভগবানকে দেওয়া মানেই—
অসৎকে ক্ষয় ক'রে
সৎ-এ অভিদীপ্ত হওয়া;
আর, তাঁ'র কাছে চাওয়া বা নেওয়া মানেই—
অসৎকে পরিপুষ্ট করা। ৮৩৪।

কষ্টের ভিতর দিয়ে যা' নিষ্পন্ন করতে হয়,
মমতাও কিন্তু তা'তে তেমনি। ৮৩৫।

ভাব ও তদনুপাতিক ভঙ্গী কর,—
বোধও পাবে তেমনি। ৮৩৬।

লাখ বোঝ, লাখ জান,
করায় যদি
মূর্ত্ত ক'রে তুলতে না পার—
তা' কিন্তু সবই মূঢ়। ৮৩৭।

তোমার মাথা স্ত্রী-পরিবারেই
লেগে আছে কিন্তু,
দেখাচ্ছ,—চলছ গুরুর নামে—ঐ বাহানায়—
তাঁ'কে উপচয়ে না রেখে',—
তুমি দৈন্যের হাত থেকে বাঁচবে কি ক'রে? ৮৩৮।

সম্মানযোগ্য ব্যবধান—
শ্রদ্ধাবোধ ও চরিত্রোৎকর্ষের
আলোকসেতু। ৮৩৯।

ইন্দ্রিয়গুলির তাক্ বোধও যেমন—
অনুভবও ততটুকু ক্ষিপ্র। ৮৪০।

ভাবের প্রণিধান যত প্রাঞ্জল—
ভাষাও তেমনি স্বাভাবিক। ৮৪১।

ভাবের মূর্ত্তি হ'ল ভাষা,
কৃষ্টি হ'ল ভাষার অনুপ্রেরক। ৮৪২।

প্রিয় যত আওতার বাইরে—
দুশ্চিন্তার দম্ভও সেখানে তত বেশী। ৮৪৩।

মানুষ মিলন থেকে
স'রে যেতে থাকে তখনই—
যখন সে ধ'রে থাকার মত
কিছুই করে না। ৮৪৪।

আত্মশ্লাঘী দাম্ভিকের
দরদী মেলে কম,
অযোগ্য দাতারও তেমনি,
পায়—হৃদয়হীন দাবী,
ক্রূর অসহযোগিতা। ৮৪৫।

সত্তার চাইতে
অভিমানের দায় যা'দের বেশী—
তা'রা দুঃখ ও আপশোষের
ভাগীই হয়—সাধারণতঃ। ৮৪৬।

যে-শোষণ সত্তার পোষক—
তা' শোষক হ'লেও তোষক;

আর, যা' সত্তাকেই ক্ষয়ে ক্ষুব্ধ ক'রে তোলে,
যতই রুচিকর হোক না কেন,
তা' কিন্তু শোষক—তাৎপর্য্যে। ৮৪৭।

যেখানে তোমার গলদ,
সেখানে তোমাকে বলদ হ'তেই হবে—
তা' যখনই হোক। ৮৪৮।

আত্মীয়তা কেবল পাবার বেলায়—
সুখে, সম্পদে, ব্যথায়, বিপাকে, সহযোগিতায়—সুদূরে,
তা' সন্দেহের। ৮৪৯।

ঠগবাজিকে বাড়িয়ে দাও—
দুঃখের অভাব থাকবে না,
বঞ্চনা তোমাকে অধঃপাতিত
বাহাদুর ক'রে তুলবে। ৮৫০।

ব্যত্যয়
ব্যাহতিরই অগ্রদূত। ৮৫১।

পাওয়াটা যদি পূরিয়ে না দেয়—করায়,
তা'তে কিন্তু কেউ তরে না। ৮৫২।

যে-ভাল
আদর্শে বা ইষ্টে সার্থক হ'য়ে ওঠে না,
পোষণ বা পরিপূরণ ক'রে তোলে না—
সে-ভাল বিপাকে কিন্তু
কালোই হ'য়ে দাঁড়ায় পরিণামে। ৮৫৩।

সাধুতাই সুষ্ঠু কৌশল। ৮৫৪।

সব সময় সব বলাও যায় না,
বোঝাও যায় না অবস্থার,—
বোঝানও যায় না উপযুক্ততার অনটনে,—
সময়ে অনেক কিছুই পরিস্ফুট হয় ;
তাই, শ্রেয়ানুবর্ত্তিতাই
চলা ও বুঝ পাওয়ার সমীচীন পথ—
তা'তে বিপদও কম। ৮৫৫।

যেমন দেবে, হবেও তেমনি—
আর পাবেও তা'ই। ৮৫৬।

সর্ত্ত রেখে যা' দেবে—
সর্ত্তের মধ্যস্থতায়
তা' পেতে হবে তোমাকে কিন্তু,
বোঝ,
আর সমীচীন যা'—তা'ই কর। ৮৫৭।

তোমার দেওয়াটাই
পাইয়ে দেবে—যেমন পেতে পার। ৮৫৮।

তোমার চরিত্র-সম্বুদ্ধ পারিপার্শ্বিক
যত সংহত,—ঐকতানিক,
চলনও চতুর তত—
তা'তে ফাঁকও তত কম। ৮৫৯।

সৎ-উপার্জ্জন সবই ভাল ;
সেবা-বিক্রয়ে উপার্জ্জন অপেক্ষা প্রীতি-অবদান
পুণ্যের ও পবিত্রতার। ৮৬০।

সৎ-এর কাছে খোলা পথ,—
আর, অসতে তা' কণ্টকাকীর্ণ। ৮৬১।

দোষ-ত্রুটিতে দাম্ভিক যা'রা—
তা'রা অজ্ঞতারই প্রিয় শিষ্য। ৮৬২।

পুণ্য মন, পুণ্য চলন,
পুণ্য আহার, পুণ্য ব্যবহার—
এতে মানুষ দীপ্ত হয়,
সৌন্দর্য্যের অধিকারী হ'য়ে ওঠে—
স্বর্গ-সুষমায়। ৮৬৩।

শ্রেয় যখন অবদলিত হয়,
নির্য্যাতিত হয়—
লোকহিতৈষণার দোহাই দিয়ে,
বিচারে,—
বুঝে নিও, শয়তান
তা'র শাসন বিস্তার করছে—
সগৌরবে। ৮৬৪।

ঈশ্বর চান
শয়তানকে সংশোধন করতে,—
উন্নীত করতে সৎ-এ,—উপচয়ে,
শয়তান চায় ঈশ্বরকে অবলুপ্ত করতে—মরণে,
নিঃস্ব করতে—নিঃশেষে। ৮৬৫।

যে-বুঝ কার্য্যে পরিণত হয় না,
বাস্তবে বে-হিসাবী,
ব্যর্থতাই তার উপঢৌকন। ৮৬৬।

প্রীতিবাধ্য মন
যখন সত্তাবাধ্যতাকে এড়িয়ে—
বৃত্তি-অনুগ স্বেচ্ছাচলনের
উপকরণ সংগ্রহ করে,—
মরণপন্থী সে। ৮৬৭।

অকেজো মনোনয়নে উন্নতির স্বপন
আর অধঃপাতের বীজ বপন—
একই কথা। ৮৬৮।

যা'কে যে-দিকেই নিয়ন্ত্রিত করতে চাও না কেন,
সব সময়েই একপেশে রকমে
তা' হ'য়ে ওঠে না;
কখনও ধমকও দিতে হয়,
কখনও সংযতও ক'রে রাখতে হয়,
আবার, চলন্ত ক'রে তুলতে যেখানে যেমন লাগে
তা'ও করতে হয়—
ধমক, থমক্, চাল
তিনে সাবুদ হাল। ৮৬৯।

ধ'রে দাঁড়াও,—
ছেড়ে দাঁড়ালে
প'ড়েও যেতে পার। ৮৭০।

সেবায় পূর্য্যমাণতা নেই—
অথচ শ্রেষ্ঠত্বের তর্জ্জন
অন্তরস্থ ইতর আপশোষেরই কলরব—
পরশ্রীকাতরতা তা'র অন্তর্নিহিত ঝঙ্কার। ৮৭১।

মানুষ বড় হয় বড়র সেবায়,
তদনুবর্ত্তিতায়,
তন্মনোরঞ্জনে,
সমন্বয়ী সার্থকতায়;
আর, এই হ'চ্ছে বড়-হওয়ার বাস্তব রাজপথ—
শুধু লেখাপড়া নয়কো। ৮৭২।

পাওয়ার মতন হও—ব্যবহারে,
পাবে। ৮৭৩।

পেয়ে-বসা ভাল ধারণা
মানুষকে ভালতে উদ্বুদ্ধ করে—
সাধারণতঃ। ৮৭৪।

কর না তেমন,
পাচ্ছ বহুত—
তা'র মানেই, পাওয়ার মর্য্যাদা হ'তে
বিচ্যুত হ'য়েই চলেছ
ঠগবাজির শরণাপন্ন হ'য়ে,
আর, পেতে হ'লে যে শ্রম ও প্রজ্ঞার প্রয়োজন
বঞ্চিত হ'চ্ছ তা' হ'তে আখ্ছার,
সামর্থ্য হারিয়ে ব্যর্থতাই
শেষ পুরস্কার দাঁড়াবে কিন্তু—
আপশোষ-অবলুণ্ঠিত হ'তে হবে। ৮৭৫।

আনুষ্ঠানিক পবিত্রতার সহিত
কোন-কিছু করা মানেই হ'চ্ছে—
কিছু করা—প্রয়োজিত,
পবিত্র আন্তরিকতার সহিত। ৮৭৬।

অযাচিত বা অপ্রত্যাশিত সহৃদয়তার আতিশয্য
যা' বিবেচনাকে প্রলুব্ধ ও হতভম্ব ক'রে তোলে—
তা' সন্দেহেরই প্রায়শঃ। ৮৭৭।

যে-কোন আদান-প্রদানই হোক—
বিহিত করণীয় যেখানে ব্যতিক্রমী,—
সক্রিয় নয়—সময়মাফিক,—
তা' কিন্তু বিশ্বাসের নয়—বরং সন্দেহের। ৮৭৮।

মানুষের মেজাজ
যখন তা'কে ঠাট্টা করে—

তখনই অবিহিত আচরণ
আমন্ত্রণ ক'রে থাকে সে। ৮৭৯।

অন্তরের শ্রদ্ধা বা প্রীতি উৎসারণ
যেখানে নেই—
আনুষ্ঠানিকতা
সেখানে বন্ধন ব'লে মনে হয়,
উপেক্ষা, ভ্রান্তি ও এড়ানর মতলবই
সেখানে স্বয়ং-শাসক। ৮৮০।

অসতের উপাসক যেমন তুমি—বাস্তবে,
অস্তিত্বও হবে বিধ্বস্ত তেমনি—
তোমাতে। ৮৮১।

ইষ্ট, কৃষ্টি বা সদাচারের
অপরিপালনে যে পাতিত্য ঘটে—
তা' কৃষ্টিগত—জন্মগত নয়কো,
তাই, বিহিত প্রায়শ্চিত্তে পরিশোধ্য। ৮৮২।

শান্তি যদি আত্মনিবেদনে
উদ্‌গ্রীব হ'য়ে না ওঠে—
সে-শান্তি মূঢ়ত্বেরই নামান্তর। ৮৮৩।

আত্মঘাতী ঔদার্য্যের চেয়ে
গণ-সম্বর্দ্ধনী এক-আধটু গোঁড়ামীও
ঢের ভাল। ৮৮৪।

নিরোধ কর,—
অন্যায় রইবে না। ৮৮৫।

অকৃতজ্ঞ যা'রা—
যা'রা বিশ্বাসঘাতী, সত্ত্ব-প্রবঞ্চক—
তা'রা যদি পুরস্কৃত হয়,

দুষ্কৃতি অঢেল চলনে
যে সংক্রামিত ক'রে তুলবে সবাইকে—
কত রকমে—তা'র ইয়ত্তাই নেইকো;
দেখো—ঔদার্য্য তোমার
অনিষ্টকে অবাধ ক'রে না তোলে—
স্বার্থকে ব্যর্থ ক'রে না তোলে। ৮৮৬।

স্বার্থপ্রয়োজন মানুষকে যখন
প্রলুব্ধ করে,—
প্রাপ্তি তখন তা'কে অবজ্ঞা করে। ৮৮৭।

যা'দের গুণের আবরণে দোষ থাকে
তা'দের দ্বারা লোকের ক্ষতি হয় বেশী,
কারণ, তা'দের প্রতি মানুষ আকৃষ্ট হয় বেশী;
কিন্তু যা'দের দোষের আবরণে গুণ—
তা'দের দিয়ে লোক সংক্রামিত হয় কম,
কারণ, তা'দের প্রতি লোক আকৃষ্ট হয় কম;
আর, দোষ মানে—
সত্তা-সম্বর্দ্ধনার অপচয়ী যা'—তৎপ্রীতি;
তাই, চলতে সাবধান,
চলন দেখে বুঝতে শিখো। ৮৮৮।

তুমি তোমার শ্রেয়ে
শ্রদ্ধান্বিত যেমন—আচারে—ব্যবহারে,
তোমার প্রতিও লোকে
শ্রদ্ধানুকম্পী হ'য়ে থাকে তেমনি—
সাধারণতঃ। ৮৮৯।

তোমার আচার-ব্যবহার,
চলন, চরিত্র, কথাবার্ত্তা,
যোগ্যতা ও সেবা-সম্বর্দ্ধনায়
যদি কাউকে সুখী ক'রে তুলতে না পার,—

আর, তা'তে প্রীত হয় এমনতর প্রিয়
যদি কেউ না থাকে তোমার—
তুমি সুখী হ'তে পারবে না;
তোমার সুখের ব্যাপার লাখই থাক্ না—
তোমার প্রিয় যদি প্রীত না হয়
তবে সবই বৃথা—
ভোগ করতে পারবে না তা'। ৮৯০।

মানুষের অন্তর্নিহিত বৈধানিক সংস্থিতি যেমনতর—
তা'র পরিবেশ থেকে সত্তাপোষণী লওয়াজিমাও
যোগাড় করে তেমনতর;
আর, তা'র অভাব যেখানে যেমনতর—
তা'র বৈশিষ্ট্যও ব্যাহত হয় তেমনি। ৮৯১।

যা'রা পরিস্থিতি থেকে
সত্তাপোষণী যেমন সংগ্রহ করতে পারে—
কুশল কৃতিত্বে,—
তা'রা তেমনি বাড়ে;
যা'রা পরিবেশে বিকিয়ে যায়—
তা'রা হারায়। ৮৯২।

প্রকৃতি অনেক কিছুই পারে,
পারে না শুধু একের মত অবিকল
আর একটা সৃষ্টি করতে,
কিন্তু যা' হয়—রাখতে পারে তা'কে—
ক্রমবিবর্দ্ধনের ভিতর দিয়ে—
যতদিন সে থাকে। ৮৯৩।

প্রকৃতি সদৃশই প্রসব ক'রে থাকেন
দেখতে পাওয়া যায়;
সম কিন্তু দেখতে পাওয়া যায় না,—

তাই, বৈশিষ্ট্যপোষণী ব্যবস্থাই
পুষ্টিদ ও প্রাণদ। ৮৯৪।

যেখানে হীনমন্যতা বেশী—
সৌজন্য সেখানে কম,
কুশল ব্যবহারও সেখানে দৈন্যগ্রস্ত। ৮৯৫।

ব্যভিচার বিকৃতিরই জন্মদাতা। ৮৯৬।

বেকুবির মত ধন থাকলে
ব্যর্থতার অভাব কী? ৮৯৭।

তুমি উদার হও উন্নতিতে,
তুমি যদি উদার হও সর্ব্বনাশে—
সর্ব্বনাশ তোমাকে ছাড়বে কেন? ৮৯৮।

স্বার্থপর প্যাঁচোয়া প্রবৃত্তি নিয়ে
চলবে যত,—
প্যাঁচেও পড়বে তত,
বঞ্চিতও হবে তেমনি—
প্যাঁচোয়াভাবে। ৮৯৯।

দায়িত্ব নিতে শেখ—
সৎ-সম্বর্দ্ধনী যা' তা'র,
আর, তা'র অনুপূরণও ক'রো
বিহিতভাবে—বিহিত সময়ে,
তবেই তোমার দায়িত্বও বহন করবে প্রকৃতি—
ভৃতি-অনুপ্রাণনায়। ৯০০।

আমরা বোধ বা উপভোগ
যা'-কিছু করি,
তা' তুলনার ভিতর দিয়ে;

তা' যদি না হ'ত তাহ'লে
আমাদের বুঝ বা উপভোগ—
যা'-কিছুই বল—
তা'র উৎকর্ষণের কিছু থাকত না। ৯০১।

জীবের মধ্যে
যা'রা স্তন্যপায়ী হ'য়ে উঠল—
ভগবৎ-প্রকৃতি-অঙ্কে
সত্তাস্বার্থে কেন্দ্রায়িত হ'য়ে,—
তা'দের মধ্য থেকেই
অনেক উৎকর্ষ-সম্ভাবনা
উদ্ভিন্ন হ'য়ে উঠল—
তখন থেকেই—
ক্রমপর্য্যায়ে। ৯০২।

ভুল করা অন্যায় বটে—
তাই ব'লে তা' অসংশোধনীয়,
নারকীয় নয়কো—
যদি ভুলের প্রতি আসক্তি না থাকে। ৯০৩।

বৈশিষ্ট্য যা'র যেমন—
ব্যক্তিত্বও তা'র তেমন। ৯০৪।

সুসংবর্দ্ধনী সত্তাসম্বেগ
যত খিন্ন—
জীবন-প্রগতিও তত ক্ষুণ্ণ। ৯০৫।

বুঝের ব্যত্যয়ী প্রবৃত্তি যত প্রবল,
বুঝ-আনুপাতিক চলনও
তত দুর্ব্বল। ৯০৬।

যখনই আমরা স্বাদু
অথচ দুর্গন্ধযুক্ত জিনিস
খেতে অভ্যস্ত হই,—
এঁচে নিতে পারি খানিকটা—
প্রবৃত্তি-স্নায়ু ও সমবেদক-স্নায়ুর মধ্যে
সঙ্গতি হারিয়ে ফেলেছি। ৯০৭।

তুমি তোমার কাছে
যেমনতরভাবে আত্মপ্রকাশ করবে,—
সৎপ্রচেষ্টা আর নিয়ন্ত্রণে
বিন্যস্ত হওয়ার আওতায়ও
আসবে তেমনি। ৯০৮।

নরকের অনেক দরজাই
প্রবৃত্তি-প্ররোচী সুবুদ্ধির মর্ম্মরখচিত। ৯০৯।

মানুষের যোগ্যতা
উদ্ভিন্ন হ'য়ে ওঠে বেশী তখনই—
যখন সে একা
দায়িত্ব নিয়ে চলতে থাকে—
ইষ্টানুগ হ'য়ে। ৯১০।

মানুষকে দোষী করার জন্য
দোষ ধরা ভাল না,—
দোষ সংশোধনের জন্য
দোষ দেখিয়ে দেওয়া ভাল—
শুদ্ধ মনে,—প্রীতির সহিত;
দোষ দেওয়ার জন্য দোষ ধরা হ'লে
মানুষের হীনমন্য আক্রোশ জেগে ওঠে—
তা'তে তা'র সংশোধন হয় না। ৯১১।

প্রয়োজনের যোগাড়ে
যে হতবুদ্ধি, শ্লথ বা নিষ্ক্রিয়,
যোগান দিলেও
সে কতটুকু কৃতকার্য্য হবে—
তা' ভাববার কিন্তু। ৯১২।

যোগাড়ের তাড়নায়
যে বৈশিষ্ট্য বা আদর্শচ্যুত হয়,
কৃতকার্য্য হ'লেও
সে কতখানি সার্থকতা আনতে পারবে
নিজের, জনের বা জাতির—
তা'ও চিন্তনীয় কিন্তু। ৯১৩।

ধারণা শুদ্ধ না হ'লে ভাব শুদ্ধ হয় না,
ভাব শুদ্ধ না হ'লে
ভাবসিদ্ধ হ'তে পারে না,
আর, ভাবসিদ্ধ না হ'লে
ভাবান্বিত ক'রে তুলতে পারে না—অপরকে। ৯১৪।

বিজ্ঞ অজ্ঞের কাছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত মূর্খ
যতক্ষণ পর্য্যন্ত অজ্ঞ তা'কে
উপলব্ধি করতে না পারছে;
আর, বিজ্ঞের প্রতি সশ্রদ্ধ চলনই
অজ্ঞকে উপলব্ধি সম্পদে
উন্নীত ক'রে তুলতে পারে। ৯১৫।

কোন নারীর প্রতি পুরুষ
বা কোন পুরুষের প্রতি নারী
যদি ব্যভিচারদুষ্ট নজরে তাকায়—
অন্তস্তল তা'র তা'-থেকেও
ব্যভিচারদুষ্ট হ'য়ে ওঠে। ৯১৬।

মূর্খ ব্যক্তিত্ব
মূর্খ নীতির জৌলসে আকৃষ্ট হ'য়ে
মূর্খ নীতিই সঞ্চারিত ক'রে থাকে—
আত্মম্ভরী মূঢ় নিয়ন্ত্রণে,—
যা' বাস্তব মনোজগৎ
ও বাহ্যজগতের সঙ্গে সঙ্গতিহারা। ৯১৭।

বিচ্ছিন্ন অঙ্গ
যা' সত্তায় সংস্থ হ'য়ে ওঠেনি—
সত্তা-সম্বর্দ্ধক ও পরিপোষণী হ'য়ে
পারস্পরিকতায়—অঙ্গাঙ্গীভাবে,
তা' উভয়েরই এমন মৃত্যুর আমন্ত্রক—
যা' জীবনের পক্ষে দুরত্যয়। ৯১৮।

মহাপুরুষ হওয়ার লোভ
মানুষকে
মহাপুরুষ ক'রে তুলতে পারে কমই—
বাস্তবে;
কিন্তু মহাপুরুষের প্রতি বৃত্তিভেদী
অচ্যুত, সক্রিয় অনুরাগ
মানুষকে স্বভাবতঃই মহাপুরুষ ক'রে তোলে। ৯১৯।

পাপ, অন্যায় বা দুরিতকে
সহ্য করতে পার কর,—
কিন্তু তা'ই ব'লে তা'দিগকে সমর্থন ক'রে
গুণিত ক'রে তুলো না—
নানা রকমারিতে,
তা'হলে নরক নারকীয় অভিযানে
সাবাড় করতে থাকবে সবাইকে,
এই সমর্থন করাটা তুমি ভালই ভাব আর মন্দই ভাব—
নিঃশঙ্কচিত্তে ভালয় বেঁচে থাকা
আর চলবে না কিন্তু। ৯২০।

কৃতঘ্নে প্রণয়—
নিরয়েরই উৎস। ৯২১।

নিরন্তরতার সাথে
সন্ধিৎসু-দৃষ্টি না থাকলে
সন্ধান সাফল্যমণ্ডিত হয় কম। ৯২২।

যে কৰ্ম্ম বা কৰ্ম্মফল
নিজের অবস্থান ও পরিস্থিতির ভিতর
অসহযোগ সৃষ্টি ক'রে
ভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলতাকে উপস্থাপিত করে—
তা' কিন্তু বিপাক ও বিনাশের আমন্ত্রক প্রায়শঃই,
তাই, সহযোগ ও শৃঙ্খলায় লক্ষ্য রেখে
যত পার তা'কে সু-এ বিন্যস্ত ক'রে চলতে
ত্রুটি ক'রো না। ৯২৩।

বচন, ব্যবহার ও রকম
অন্তরেরই অনুমাপন। ৯২৪।

অনুতাপের পথেও যদি কেউ
আত্মসমর্থনী অনুশোচনার
অভিব্যক্তি নিয়ে চলে—
বুঝতে হবে, সে অনুতাপ
তা'র অন্তস্তল ভেদ ক'রে
বিশ্লেষণ ও সামঞ্জস্যের পরিপোষণে
উদ্‌গত হ'য়ে উঠেনি,—
ওটা তখনও তা'র
বাহ্যিক সংঘাতকে এড়িয়ে চলার
বাহানা-মাত্র। ৯২৫।

মানুষ যা' ব্যবহার ক'রে উপকৃত হয়—
অথচ তা'র সৌষ্ঠব ও সুস্থির উপর
নজর রাখে না—
খিদ্‌মৎ করে না তা'র,—
অচিরেই সে বঞ্চিত হয় তা' হ'তে। ৯২৬।

না-জেনে বিজ্ঞতার আসনে ব'সে,
সেই ভড়ং-এ অজ্ঞ যদি
তা'র অজ্ঞতার বিজ্ঞ জবরদস্তি চালায়,—
তা' স্বতঃই সত্তার পরিপন্থী হ'য়ে ওঠে,
বিদ্রোহী হ'য়ে ওঠে সত্তার,
ব্যত্যয়ের পথে ধারণাকে
গলাধাক্কা দিয়ে নিয়ে যায়,
ফলে, বাস্তব ক্ষেত্রে সর্ব্বনাশ
অনিবার্য্য হ'য়ে ওঠে। ৯২৭।

সামান্য বিষয়েও যে যেমন বিশ্বস্ত
বৃহত্তরেও সে তেমনি বিশ্বস্ত ও দায়িত্বপূর্ণ—
যদি না সে প্রবৃত্তি-অভিভূত
হীনমন্যতার দ্বারা আক্রান্ত হয়। ৯২৮।

শ্রদ্ধা যেখানে নাই—
সন্ধিৎসা সেখানে অন্ধ,
ধারণাও অপরিশুদ্ধ সেখানে—
ভ্রান্তি-আদৃত,
অবজ্ঞা ও অজ্ঞতাই সেখানে শাসক ও বিচারক। ৯২৯।

সহজাত বৈশিষ্ট্যের পরিপোষণ
এবং বর্ণানুপাতী ক্রমবিন্যাস
গণোন্নতির একমাত্র অনুপ্রেরক। ৯৩০।

প্রত্যহ ঈশ্বরবৃত্তি বা ইষ্টবৃত্তি যথাসম্ভব নিবেদন,
সেবাপ্রবণ, সৌজন্যপূর্ণ
সুন্দর ব্যবহার—ভিতরে বাহিরে,
প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও প্রত্যহ যথাযথ
হিসাবপত্র পরিরক্ষণ ও পর্য্যবেক্ষণ,
উন্নতিমুখর লাভজনক পরিচালনা,
ঠিকমত কথা-দিয়ে কথা রাখা,
লাভের অন্ততঃ চতুর্থাংশ মূলধনে
নিয়মিত নিয়োগ—
এই হ'চ্ছে ব্যবসার আদিম তুক্;
প্রতিপদক্ষেপে এ পরিপালন করতে পারলে
ব্যবসায়ে কমই ঠকবে। ৯৩১।

যা'র প্রতি আগ্রহ নাই তোমার,
সক্রিয় অনুকম্পী নও তুমি—
সেবায়,—সাহচর্য্যে,—
তোমার প্রতি তা'র আগ্রহশীল থাকা
বা সক্রিয় অনুকম্পী হওয়া
স্বভাবসিদ্ধ নয়—
এক-আধটু অতিমানবতা না থাকলে;
আগ্রহ বা অনুকম্পা পেতে হ'লেই
অন্যের প্রতিও তা'-ই করতে হবে,
না ক'রে তা'র প্রত্যাশা করা
দুরাশা মাত্র। ৯৩২।

অন্যায় নিরোধ

অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে যেও না,
পার তো পরিশোধন কর—
নিরোধ-প্রস্তুতি নিয়ে,
প্রীতি-বোধ জাগিয়ে তুলে। ৯৩৩।

মন্দকে নিরোধ কর—যথাবিহিত,
উড়ে' কোথায় পালাবে তা'—
তা'র ইয়ত্তাও পাবে না। ৯৩৪।

রুষ্ট হ'লেও দুষ্ট হ'য়ো না,
নিরাকরণ কর—যা' ক্ষয় ও ক্ষতির। ৯৩৫।

কোন বিরোধ বা ব্যত্যয়ে
আদর্শ ও তৎপূরণী উদ্দেশ্যকে অকাট্য রেখে'
সামঞ্জস্য যত আনতে পার—
ততই ভাল;
আদর্শ আর তৎপূরণী উদ্দেশ্যকে বলি দিয়ে
সামঞ্জস্য আনতে যেও না,
অমনতর সামঞ্জস্যের মানেই হ'চ্ছে—
নিজে ডোবা আর কাঠামো-শুদ্ধ ডুবিয়ে দেওয়া,—
তা'তে নষ্ট হবেও—নষ্ট করবেও;
এমনতর ক্ষেত্রে
বিরোধশূন্য দুর্ব্বার নিরোধই হ'চ্ছে
প্রশস্ত পথ—উপযুক্ত প্রস্তুতি রেখে'। ৯৩৬।

স্বার্থপ্রণোদিত, অন্যায়, অযাচিত আক্রমণ—
প্রবল বাত্যায় নিরোধ করতে
পশ্চাৎপদ হ'য়ো না,
নিরোধ যদি না কর,
তুমি মরবে আর মারবেও অনেককে;
যদি পার, আক্রমণকারীর কল্যাণবুদ্ধিকে
প্রবুদ্ধ করতে চেষ্টা পেও—
সত্তাকে বজায় রেখে,
চেষ্টায় যতদূর তোমার কুলোয়;
প্রবুদ্ধি হয়তো প্রস্বস্তিও এনে দিতে পারে। ৯৩৭।

যাজন

মানুষকে যদি সক্রিয় ক'রে তুলতে চাও
অনাবিলভাবে—ইষ্টপূরণে,
আগে তুমিই হও তেমনি
উদ্দীপনী অনুরাগ-সক্রিয়তায়—
পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে,—সুকৌশলে। ৯৩৮।

নিজে শ্রেয়কে পরিপালন কর,
আর, সেই পরিপালনী উন্মাদনায়
উদ্বুদ্ধ ক'রে মানুষকে বল,—
তবেইতো তা' কার্য্যকরী হবে। ৯৩৯।

যা'ই কর আর তা'ই কর,
তোমার প্রতি লোক যত শ্রদ্ধাবান হবে,
তোমার আদর্শের প্রতিও তত ভক্তিমান হবে—
আর, এতে তোমারও মঙ্গল
তা'দেরও মঙ্গল। ৯৪০।

তোমার চালচলন ব্যবহারে
ব্যক্তিত্বটা যখন রঙ্গিল হ'য়ে উঠবে—সমন্বয়ে,
তুমি তখনই হবে দীপ্ত মানুষ—
মানুষের শ্রদ্ধার উদ্দীপক;
আর, মানুষ তোমাতে যতখানি সশ্রদ্ধ হবে,
অনুবর্ত্তীও হবে তেমনতর। ৯৪১।

নিজের চরিত্র-ব্যবহারে
মানুষকে আকৃষ্ট ক'রে তুলতে হয়,

আর, যে যেমনতর আকৃষ্ট,
তা'কে তেমনতর ক'রেই সম্বুদ্ধ ক'রে তুলতে হয়—
ক্রমোৎসারী চলনে,
তা'তে সেও বুঝতে পারে,
নিজেরও আত্মপ্রসাদ লাভ হয়। ৯৪২।

তুমি সার্থকভাষী হও—
লোকের সাথে আলাপ-আলোচনার ভিতর দিয়ে
তা'রা যেন স্বতঃ ও সহজভাবে
এমন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হ'তে পারে—
যা'তে তুমি প্রকাশ না করলেও
বা চাপিয়ে না দিলেও—
তোমার উদ্দেশ্য ও আদর্শ
স্বভাবতঃই সমর্থন ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ৯৪৩।

আলাপ-আলোচনায় যদি মানুষকে
সক্রিয় সহানুভূতি-সম্পন্ন করতে না পারলে—
উদ্দেশ্যে তোমার,
বিড়ম্বনাই কিন্তু লাভ ক'রে এলে। ৯৪৪।

সার্থকতার দাঁড়া ঠিক ক'রে
কথাবার্ত্তা, চালচলন যা' করার তা' ক'রো—
বিড়ম্বনায় হুঁশিয়ার থেকে,
মানুষের অন্তঃকরণকে
নিজের সাথে মিলিয়ে,
ভাললাগা-মন্দলাগার বোধে সজাগ থেকে,—
সার্থকই হবে প্রায়শঃ। ৯৪৫।

যে যা'ই করুক আর যা'ই বলুক—
তা'র সত্তানুপূরক ভঙ্গী নিয়ে
যদি ইষ্ট-পরিবেষণ কর—

তা' তিরস্কারের ভিতর দিয়েই হোক—
বা পুরস্কারের ভিতর দিয়েই হোক—
প্রায়শঃ সার্থক হ'য়ে ওঠে তা';
ফলে, আনে মন্দে বিরতি
আর ইষ্টে বা মঙ্গলে অনুরতি। ৯৪৬।

প্রাণবন্ত চরিত্র ও যাজন
প্রাণবত্তারই উদ্‌গাতা। ৯৪৭।

একজন প্রবৃত্তি-পরতন্ত্রী স্বার্থসন্ধিৎক্ষু মানুষ—
তোমার কথা কেমন ক'রে নিয়ে,
উন্মাদনায় উদ্দীপ্ত হ'য়ে ওঠে তোমার আদর্শে—
তা'তে লক্ষ্য রেখে
তুমি তোমার কথা ও ব্যবহারকে
যেমনতর নিয়োগ করতে পারবে—
আর, সে নিয়োগ যেমনতর,
যত স্বল্প সময়ে
কৃতকার্য্য হ'য়ে উঠবে—সুষ্ঠুভাবে—
একটা বাস্তব সক্রিয়তা নিয়ে,—
তা'ই হ'চ্ছে কিন্তু প্রকৃষ্ট প্রমাণ—
তুমি কেমন চতুর। ৯৪৮।

সংগঠন

এক আদর্শে রত, ভাবিত,
তৎপর বা অনুবর্ত্তী যা'রা যেমন—
পরস্পরের মধ্যে একতাও
তেমনতর সক্রিয় ও ঘনিষ্ঠ। ৯৪৯।

ভাবপ্রবণতা ও উদ্যম
কেন্দ্রায়িত যেখানে যেমন,—
ঐক্যও সেখানে তেমনি সক্রিয়। ৯৫০।

অনুকম্পী সহযোগী যা'র নেই,—
যে কাউকেও তা' ক'রে তুলতে পারে না—
সক্রিয়, সহচারী অনুধ্যায়িতায়,
সে কিন্তু বড় কিছু করতে পারে না—
বাস্তব পরিণয়নে। ৯৫১।

অবিচ্ছিন্ন-প্রীতি, প্রণিধানী-স্বভাব,
কথায় কাজে মিল, দক্ষ ও সার্থকভাষী—
এমনতর মানুষ যতই তোমার অমাত্য হ'য়ে থাকবে,—
ভাগ্যবান তুমি;
যুক্ত ও কৌশলী যদি হও—
প্রতিষ্ঠার সিংহাসন তোমার অটুট। ৯৫২।

সময়মাফিক সুযোগ ও সুবিধায়
সুফলপ্রসূ কর্ম্মনিয়ন্ত্রণী চাপ ও চর্য্যা

মানুষকে তড়িৎকর্ম্মা, দক্ষ
ও উপচয়ী ক'রে তোলে;
কা'রও যদি ভাল চাও, নিয়ন্ত্রিত কর তা'কে—
অমনতর সুকৌশলে,
কল্যাণের অধিকারী হবে সে—
তুমিও উপভোগ করবে আত্মপ্রসাদ। ৯৫৩।

বিবাহ

জন বা জাতির যদি সর্ব্বতোমুখী উৎকর্ষই চাও—
আগে পরিণয়-ব্যাপার পরিশুদ্ধ কর—
যথাসার্থকতায়,
নইলে যা' করবে তা'তে
বিকৃতির হাত এড়াতে পারবে না। ৯৫৪।

কৃষ্টি, জাতি, বর্ণ বা বংশের
মঙ্গলই যদি চাও তুমি,
উৎকর্ষই যদি চাও তুমি,—
তবে তোমার কৃষ্টিবৈশিষ্ট্যে,
তোমার সমাজে, তোমার বর্ণে,
তোমার ব্যক্তিত্বে আগ্রহ-উদ্দাম, শ্রদ্ধাবনত
এমনতর সংশ্রদ্ধ অধস্তন বংশের মেয়েকে
বিবাহ ক'রো,
প্রজননও হবে ভাল,
কৃষ্টিও পাবে উদ্বোধনা,
বর্ণও হবে সার্থক, বংশও হবে উজ্জ্বল—
আর, তা'তে আদর্শ পাবে উন্নত পরিপোষণ। ৯৫৫।

এক-পরিণয়কে সুসংস্কৃত কর,
যথাবিহিত অনুলোম-বিবাহকে
সমর্থন কর,—
উৎকৃষ্ট জন-আবির্ভাবে জাতি
উৎকর্ষেই চলবে অবিরল—
অনেক বালাই বা ব্যাহতি থেকে ক্রমশঃই
রেহাই পেতে থাকবে। ৯৫৬।

অসবর্ণ অনুলোম পরিণয়,
সম্ভবমতন যথাযথ বহুবিবাহ
জাতির আত্মীকরণ ক্ষমতাকে বাড়িয়ে তোলে,
উন্নত জনসংখ্যা বৃদ্ধি করে,
শ্রম ও কৃষ্টি সংহতিপ্রবণ হ'য়ে
ধর্ম্ম ও সম্পদেরই আমন্ত্রক হ'য়ে ওঠে—
বাস্তবে। ৯৫৭।

যদি অনুলোম-পরিণয় প্রয়োজনই হয়,
সবর্ণ পরিণয়কে বাদ দিয়ে নয়কো—
বরং তা' ক'রে—পরে;
তা'তে সমাজে সামঞ্জস্য বজায় থাকবে,
উৎসৃষ্টিও হবে সুন্দর। ৯৫৮।

যেমনই হও, আর যা'ই হও—
যে সৎ-বৈশিষ্ট্যে দানা বেঁধে আছ
তা'র অন্তর্নিহিত বিশেষত্বকে ভেঙ্গে ফেলো না,—
এমন গুঁড়ো হ'য়ে যাবে যে
আর দানা-বাঁধা সুদূরপরাহত হ'য়ে উঠবে। ৯৫৯।

বৈশিষ্ট্যপোষণী অনুলোম-বিবাহ শ্রেয়,
প্রতিলোম স্বতঃই বৈশিষ্ট্য-বিপর্য্যয়ী—
তাই, তা' অশ্রেয়, বর্জ্জনীয়,
বংশবৈশিষ্ট্য তা'তে নষ্টই পায়। ৯৬০।

বিষম পরিণয়ে
বীজের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য-সমাবেশী সংযোগ
বিকৃত ক'রে দেয়,
ফলে, বংশপ্রবাহ চিরদিনের মত
দূষিত হ'য়ে চলে। ৯৬১।

নিজের, নিজ বংশের বা বর্ণের
অপকর্ষই যদি চাও—
তবে উচ্চ বর্ণ বা বংশের মেয়েকে
বিবাহ করতে পার ;
কিন্তু মনে রেখো,—অমনতর চললে—
তোমার নিজ বংশ বা বর্ণের চেয়ে
তোমাদের মেয়েকেও দিতে বাধ্য হবে
আরও অপকর্ষে বা নীচুতে,
যার ফলে, পরম্পরানুক্রমে
প্রত্যেক প্রজননেরই জৈব-সংস্থিতি
খুঁতো হ'য়ে চলতে থাকবে ;
তা'তে নিজেও নিকেশ পাবে,
নিকেশ করবে বংশ ও বর্ণের—
সাথে সাথে কৃষ্টি, সমাজ এবং জাতিরও ;
আর, তা' যদি অনভিপ্রেতই হয় তোমার,—
না-ই চাও যদি,—
এই প্রতিলোমকে নিরোধ কর—
আপ্রাণতার সহিত,
নিজ শ্রেণীতে তো দূরের কথা—
সব বর্ণে ও সমাজে। ৯৬২।

প্রজনন

সতীত্ব যেখানে সুষ্ঠু—
কায়মনোবাক্যে অন্বিত,—
বৈধানিক ক্ষরণও সেখানে পুষ্টির—
সন্তানও সেখানে সুষ্ঠু
ও বিহিতভাবেই পুষ্ট। ৯৬৩।

যে বৈশিষ্ট্য জৈব-সংস্কারে পর্য্যবসিত
তা' স্বতঃ বা স্বাভাবিক হ'য়ে ওঠে,
সাধারণতঃ তা'র আর প্রতিগমন হয় না,—
তা'ই তা' পাকা। ৯৬৪।

প্রবৃত্তি-অভিভূত ব'লেই
মানুষ অন্যান্য প্রাণীর উৎকর্ষ করতে পেরেও
নিজের উৎকর্ষ করতে পারেনি—সুপ্রজনন-ব্যাপারে;
আর, প্রবৃত্তি-অভিভূত হ'লেই
মানুষ বৃত্তি-ঔদার্য্যের হাত থেকে
বোধ, চিন্তা ও চলনে
রেহাই পেয়ে উঠতে পারে না—সাধারণতঃ,
কেন্দ্রায়িত হ'য়ে চলাও দুষ্কর তাদের পক্ষে। ৯৬৫।

বর্ণাশ্রম

বৈশিষ্ট্য-মাফিক শ্রম ক'রে
সত্তা-পরিপোষণী উৎকর্ষ অর্জ্জনই—
বর্ণ ও আশ্রমের তাৎপর্য্য। ৯৬৬।

প্রথাপালন, নিরবচ্ছিন্ন অভ্যাস ও প্রগতি
দেহ-বিধানকে বিধায়িত করে;
স্বভাব উৎসৃষ্ট হয় তা' হ'তেই,—
আর, গুণও পায় তেমনি। ৯৬৭।

বর্ণাশ্রম প্রাজ্ঞ সৃষ্টি করতে পারে—
বৈশিষ্ট্যে প্রতিকূল সঙ্কর সংস্থিতি হয় না ব'লে,
যেখানে তা' নাই—
সেখানে শুধু
একপেশে বিশেষ প্রতিভাই সৃষ্ট হ'তে পারে,
প্রাজ্ঞ-পরিসৃষ্টি রুদ্ধ হ'য়ে যায় বললেও
অত্যুক্তি হয় না। ৯৬৮।

বর্ণলোপ ভাল নয়—
কিন্তু তা'র বিকৃতি ও বিরোধ না থাকাই ভাল। ৯৬৯।

বর্ণ ভেঙ্গো না—
তা'তে বৈশিষ্ট্য ভাঙ্গা পড়ে,
বৈশিষ্ট্য ভাঙ্গা সর্ব্বনাশা;
বরং বিরোধ ভাঙ্গ—
সত্তা-সম্বর্দ্ধনার পরিপোষণী ক'রে,—
বৈশিষ্ট্যে উৎক্রমণী ক'রে। ৯৭০।

কৃষ্টি-বৈশিষ্ট্যকে যদি
ধ্বংসই করতে চাও—
তবে বর্ণাশ্রমকে ধ্বংস করতে পার। ৯৭১।

বর্ণানুগ আদর্শান্বিত
সঙ্ঘ-তান্ত্রিকতা
বা সমাজ-তান্ত্রিকতা
অন্য যে কোন তান্ত্রিকতারই মহান পরিপূরক—
আর, তা'ই জন ও জাতিকে সর্ব্বতোভাবে
মঙ্গলের অধিকারী ক'রে তুলতে পারে;
শোন, দেখ, ভাব, বোঝ, চল—
এই যা' আমি বুঝি,
তোমরাও বুঝবে—দেখলে,—ধীয়েলে—
অপক্ষপাতিত্বে—শ্রদ্ধায়। ৯৭২।

অর্থনীতি

কুশল-কৌশলে গৃহস্থালী ব্যাপারকে
এমনতর নিয়ন্ত্রিত করা—
যা'তে গৃহস্থালীর যা'-কিছু
পারস্পরিক সহযোগিতায়
উপচয়ে সংবর্দ্ধিত হ'য়ে চলে,—
অর্থনীতির তুক্‌ই হ'চ্ছে তা'ই। ৯৭৩।

যে-অর্থনীতি গৃহস্থালীকে সুষ্ঠু,
পারস্পরিক-স্বার্থসম্বন্ধ, প্রগতিক্রিয়
ও সমৃদ্ধিশালী ক'রে তোলে না—
তা' কৃতান্তকী—অর্থাৎ কৃত বা কৃতিকেই
সে নিঃশেষ ক'রে আনে। ৯৭৪।

তোমার প্রচেষ্টা বা পরিশ্রম
যা' মিলিয়ে দেয়—
তা'ই হ'ল অর্থ,
তা' যা'তে সার্থক হয়
তা'ই তোমার সার্থকতা বা স্বার্থ—
তা' যেমনই হোক। ৯৭৫।

অনুকম্পী সেবার অনুসরণই অর্থ। ৯৭৬।

সেবা যেখানে স্বস্থ করে—
টাকাও সেখানে বলকারক,—রসায়ন—
প্রতিক্রিয়ায়। ৯৭৭।

পয়সা উপায় করতে হ'লেই—
করতে হয়,
মানুষকে খুশি রাখতে হয় ;
আর, ধাপ্পাবাজিতে উপায় হয়—
ধাপ্পা পাওয়া। ৯৭৮।

যা'রা টাকা চায়
কিন্তু মানুষকে সহ্য করে না—
ঘেন্না করে,—
টাকাও তা'দের সহ্য করে না—
এড়িয়ে চলে,—
ঘেন্না করে। ৯৭৯।

লাভ হ'তেই হবে
এমনভাবে খরচ কর ;
আর, করও তেমনি—
পাবেই পাবে। ৯৮০।

পয়সা যেখানে যত সস্তা—
দেশেরও সেখানে তত দুরবস্থা,
আর, আধিপত্য করে সেখানে
আদর্শহীনতা, কর্ম্মবিমুখতা, অসহযোগিতা ;
এরা চলে আবার অসাধুতার
পৃষ্ঠপোষকতায়। ৯৮১।

উৎপাদন যেখানে বিপুল
হৃদয় সেখানে প্রতুল ;
আর, আদর্শপ্রাণতা, সহযোগিতা ও কর্ম্মপ্রাণতা
যদি সাধু-তৎপরতায় উচ্ছল হ'য়ে চলে,—
উন্নতি সেখানে পৃষ্ঠপোষকতায়, প্রয়াস-চলনে
স্বর্গীয় পরিপূরণশীল হ'য়েই থাকে। ৯৮২।

উৎপাদন যেখানে অঢেল—
আমদানী সেখানে বেশী,
পয়সাও সেখানে আক্রা। ৯৮৩।

উৎপাদন উচ্ছল হয় সেইখানে—
যেখানে শক্তি-উৎপাদনী সামগ্রী সস্তা,
আবার, কাঁচামালের আমদানীও প্রচুর,
লোকও নিষ্কর্ম্মা থাকতে চায় না,
ব্যাপৃতও রাখা যায় তা'দিগকে। ৯৮৪।

বেকার যেখানে প্রচুর—
উন্নতিও সেখানে ক্রূর,
ইষ্টীপূত সংহতি আর সংগঠনও রয় দূরে। ৯৮৫।

শ্রম যত উপচয়মুখী,
সুষ্ঠু, সৌজন্যপূর্ণ,—
দেশও তত সমৃদ্ধ—ঐশ্বর্য্যে। ৯৮৬।

উপচয়ী শ্রম ধনেরই ধাতা,—
আর, সত্তার সম্বর্দ্ধনার ভিতর দিয়ে
তা' যখন শ্রমকে পরিপোষণ করে,
উৎসাহী ক'রে তোলে,—
সে অর্থ হয়—শ্রমত্রাতা। ৯৮৭।

খাদক যদি খাদ্যের উপচয়ী না হয়
তা' যেমন বিড়ম্বনার,
তেমনি শ্রম যদি ধনের উপচয়ী না হয়—
তা'ও দুঃখ ও দুর্দ্দশার। ৯৮৮।

ধন যদি শ্রমের উৎকর্ষী ও উপচয়ী হ'য়ে
তা'র বিহিত পরিপোষণী না হয়—

তা' নিরর্থক,—আত্মঘাতী,
জন ও জাতির সর্ব্বনাশা। ৯৮৯।

কা'রও প্রতিপাল্য বা প্রতিপালিতই যদি হও,—
তা'র অর্থে, দানে বা প্রতিপালনে দাঁড়িয়ে
তা'কে যদি দেড়া বা দ্বিগুণ
উপচয়ী ক'রে তুলতে না পার,—
বুঝে রেখো—
তোমার পারগতা তখনও অকৃতজ্ঞ,
খাঁক্তির গণ্ডীর বাইরে তখনও তুমি দাঁড়াওনি,
তোমার পাওয়াও
খাঁক্তি-প্রত্যাশামুখী—প্রায়শঃ—তখনও। ৯৯০।

সূচীপত্র

বিষয়-সূচী

বাণী-সংখ্যা ও বিষয়

১৯১। সুসমঞ্জস জীবন।
১৯২। সত্তা-সম্বর্দ্ধনী বৃত্তিপূরণ।
১৯৩। বৈশিষ্ট্যের ধর্ম্ম।
১৯৪। বৈশিষ্ট্যের একত্ব বিবর্ত্তন।
১৯৫। ধর্ম্মানুরাগে উৎকর্ষ।
১৯৬। বিবর্ত্তনের ব্রাহ্মী পথ।
১৯৭। ধর্ম্ম বাঁচাবাড়ার খোরাক দেয়।
১৯৮। সত্তাপোষণী উপভোগ।
১৯৯। ধর্ম্ম ধৃতি অনুযায়ী।
২০০। ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য্য।
২০১। উপযুক্ত হ'য়ে ধর্ম্ম করা।
২০২। সত্তাকে সমৃদ্ধশালী করার পথ।
২০৩। মূর্ত্ত আদর্শকে অবলম্বন।
২০৪। সংস্থিতি সুদৃঢ় করার উপায়।
২০৫। শ্রেয়ের সেবায় তৃপ্তি।
২০৬। বর্ত্তমান পুরুষোত্তম সর্ব্বপরিপূরক।
২০৭। বর্ত্তমান মহাপুরুষের উপেক্ষায় বিগতের লাঞ্ছনা।
২০৮। মনগড়া অপধর্ম্ম।
২০৯। সম্প্রদায়ের বিভ্রান্তি ও বিপদ।
২১০। অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি অবজ্ঞা।
২১১। কোন অবতারকে অবজ্ঞা সকলকে অবজ্ঞা।
২১২। ঋষিদের মধ্যে ভেদ করা মূঢ়তা।
২১৩। ঈশ্বরের আরাধনায় প্রেরিত।
২১৪। প্রেরিত ও তাঁর বন্ধনী।
২১৫। ঈশ্বরকে পাওয়া মানে সবকে পাওয়া।
২১৬। মানুষের মধ্যে অসতের নিরসন।
২১৭। মৃত্যুকে নিকেশ করণ।
২১৮। পাপকে ঘৃণা, পাপীকে নয়।

বাণী-সংখ্যা ও বিষয়

২১৯। গুরুকে ভালবেসে অমরত্ব লাভ।
২২০। ক্ষয়কে জয় আর সত্তাকে সমৃদ্ধ করা।
২২১। বাঁচাবাড়ার অন্তরায়কে ত্যাগ।
২২২। ভোগের মধ্য দিয়ে সার্থকতা।
২২৩। ভোগ যথার্থ ত্যাগের ভৃত্য।
২২৪। ধর্ম্মের অনুপূরক ত্যাগই সার্থক।
২২৫। আদর্শানুরাগই বৃদ্ধির পথ।
২২৬। কৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্যে অটুট থাকা।
২২৭। আদর্শবান মানুষই সার্থক।
২২৮। মানুষের উন্নতির উপায়।
২২৯। ইষ্টের জন্য সংগ্রহে সার্থকতা।
২৩০। ইষ্টানুরাগের ঔজ্জ্বল্য।
২৩১। বোধিসত্ত্বই উপাস্য।
২৩২। সাংসারিক অকৃতকার্য্যতা।
২৩৩। মূর্ত্তি ঈশ্বর নয়, তাঁর স্মারক।
২৩৪। সদ্‌গুরু-সংন্যস্ত ভক্তি।
২৩৫। সত্যের অনুকূলে অহিংসাই ধর্ম্ম।
২৩৬। ইষ্টার্থী চলনে তাচ্ছিল্য ধিক্কারের।
২৩৭। আত্মোৎসর্গ যেমন পাওয়াও তেমনি।
২৩৮। কর্ম্মের পথে পরমার্থ-লাভ।
২৩৯। ইষ্টই প্রাপ্য ও প্রাপ্তি।
২৪০। ঈশ্বর ও ঋষি।
২৪১। মূর্ত্ত আদর্শে আনতিহীনতা মরণের আমন্ত্রক।
২৪২। সর্ব্বপরিপূরক অনুরক্তি।
২৪৩। সর্ব্বশক্তিমানের মূর্ত্ত প্রতীক।
২৪৪। অবতারগণ পূর্ব্বপূরয়মাণ।
২৪৫। প্রেরিত ভেদে ম্লেচ্ছত্ব।
২৪৬। অবতারের পরিচয়।

বাণী-সংখ্যা ও বিষয়

বাণী-সংখ্যা ও বিষয়

বাণী-সংখ্যা ও বিষয়

বাণী-সংখ্যা ও বিষয়

বাণী-সংখ্যা ও বিষয়

বাণী-সংখ্যা ও বিষয়

বাণী-সংখ্যা ও বিষয়

৫৮৬। "স্বর্গ" ও "স্বর্গলাভ" কাকে বলে?
৫৮৭। "সত্য" কা'কে বলে?
৫৮৮। দেবতা কা'দের বলা হয়?
৫৮৯। দৈববাণী মানে কি?
৫৯০। আস্তিক্যবুদ্ধির তাৎপর্য্য কি?
৫৯১। "যোগ-অভিব্যক্তি" মানে কি?
৫৯২। অনুভূতি কাকে বলে?
৫৯৩। কৃষ্টি-তাৎপর্য্য কি?
৫৯৪। দয়া মানে কি?
৫৯৫। "সত্যব্রতী" কথার তাৎপর্য্য কি?
৫৯৬। কর্ম্মযোগী কে? কর্ম্মসন্ন্যাস কা'কে বলে?
৫৯৭। শাস্ত্রের অনুশাসনী "সম্বর্দ্ধনী তুক্" কি?
৫৯৮। প্রকৃত পুণ্যকর্ম্ম কি?
৫৯৯। "সাধু" কারা?
৬০০। আর্য্য বা আর্য্যীকৃত কারা?
৬০১। পাতিত্য কি?
৬০২। ব্রহ্মলাভের বিশিষ্ট পথ কি?
৬০৩। "ধর্ম্মহীনতা" মানে কি?
৬০৪। "কৃষ্টি" কথার প্রকৃত ব্যাখ্যা কি?
৬০৫। সততা কি?
৬০৬। "মোহ" ও "ভক্তি"র মধ্যে পার্থক্য কোথায়?
৬০৭। "ভাব" কা'কে বলে?
৬০৮। "সুন্দর" কি?
৬০৯। ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ মানে কি?
৬১০। ব্যভিচার কত রকমে হয়?
৬১১। প্রত্যাহার মানে কি?

বাণী-সংখ্যা ও বিষয়

৬১২। "প্রাণায়াম" কথার তাৎপর্য্য কি?
৬১৩। "যম" ও "নিয়ম" মানে কি?
৬১৪। ত্যাগ মানে কি?
৬১৫। "চরিত্র" কি?
৬১৬। দুনিয়ায় বড় হ'বার উপায়।
৬১৭। গুণের রূপ ও ব্যঞ্জনা কি?
৬১৮। কর্ম্মবীর কে?
৬১৯। সত্যিকারের কর্ম্মী কে?
৬২০। "গবেষণাশীলতা"র চরিত্রগত লক্ষণগুলি কি কি?
৬২১। ধী ও চতুর হবার উপায়।
৬২২। আসল ধুরন্ধর কে?
৬২৩। ম্লেচ্ছ কারা?
৬২৪। শয়তানী-প্রবৃত্তি-সম্পন্ন কে?
৬২৫। হিংসা কি?
৬২৬। অস্পৃশ্য কারা?
৬২৭। মিথ্যাচারী কা'রা?
৬২৮। দুর্ব্বলতা মানে কি?
৬২৯। কৃপণ মানে কি?
৬৩০। অপাত্র কে?
৬৩১। শয়তান কে?
৬৩২। অপকর্ম্ম কাকে বলে?
৬৩৩। দম্ভ ও বিনয় কি?
৬৩৪। দ্বন্দ্বী-বৃত্তি মানে কি?
৬৩৫। রিপু কা'কে বলে?
৬৩৬। "ভ্রান্তি" কা'কে বলে।
৬৩৭। অভাব কি?
৬৩৮। দুর্নীতি মানে কি?
৬৩৯। উচিত কথা ও উচিত বক্তার মরকোচ কোথায়।
৬৪০। সদাচার কি?
৬৪১। "মুদ্রা" মানে কি?

বাণী-সংখ্যা ও বিষয়

৬৭৯। যোগ্যতায় পরিশোভিত হ'তে গেলে।
৬৮০। সার্থকতার স্মিতহাসি।
৬৮১। সমস্ত কার্য্যের কৃতকার্য্যতার মূলে থাকে "মনোযোগ"।
৬৮২। উপযুক্ততা অনুযায়ী ধাঁজ পাওয়া।
৬৮৩। কর্ম্মানুরূপ বৃদ্ধি।
৬৮৪। নিখুঁত ও এলোমেলো করা।
৬৮৫। অসম্বদ্ধ ও সুসংবদ্ধ করায়।
৬৮৬। করা, হওয়া ও পাওয়া।
৬৮৭। কর্ম্ম-সফলতার মূলে।
৬৮৮। ধৃতি ও কৃতির লক্ষণ।
৬৮৯। পাকাপাকি করায় উপচয়।
৬৯০। বিবেচনা প্রসূ কর্ম্মে ক্ষিপ্রতা।
৬৯১। কোন উদ্দেশ্য-পরিপূরণে না ঠকার তুক্।
৬৯২। কোন কাজকে মূর্ত্ত ক'রে তুলতে হ'লে।
৬৯৩। সাফল্যে কৃতার্থ হতে হ'লে।
৬৯৪। কর্ম্মের ভিতর দিয়ে চলন মার্জ্জিত হয় কি ক'রে?
৬৯৫। পরপীড়নে।
৬৯৬। করা মানে কি?
৬৯৭। কুশল-কর্ম্মা হওয়ার তুক্।
৬৯৮। যোগ্যতা বাড়াবার মন্ত্র কি?
৬৯৯। কর্ম্মে যোগ্যতায় অভিনন্দিত হ'তে গেলে।
৭০০। পাওয়াকে স্বতঃস্ফূর্ত্ত করার উপায়।
৭০১। কোন মঙ্গলপ্রসূ কাজ করতে গেলে।

বাণী-সংখ্যা ও বিষয়

৭০২। কোন কাজে জয়ে অভিনন্দিত হ'তে হ'লে।
৭০৩। শান্তি, শৃঙ্খলা ও সম্বর্দ্ধনা— এ-তিনকে পাবার উপায়।
৭০৪। সুকৌশলী জ্ঞান ও যোগ্যতায় পরিশোভিত হওয়ার উপায়।
৭০৫। মূলকে যা' পরিপোষণ করে, তা'ই করণীয়।
৭০৬। ঈশ্বরপ্রীতি ও ইষ্টসেবায় কর্ম্ম করাই প্রকৃত সার্থকতা।
৭০৭। নিজে যেমন থাকতে হবে, পারিপার্শ্বিককেও তেমনি ক'রে তুলতে হবে।
৭০৮। সাজে নয়, কাজে বড় হওয়া।
৭০৯। মাত্রাজ্ঞানের সুকৌশল প্রয়োগই কর্ম্ম সফলতার উপায়।
৭১০। কর্ম্মসাফল্য ও সেবাপ্রবণতা।
৭১১। প্রাপ্তি অবিরল কা'দের।
৭১২। কর্ম্মঠ হবার উপায়।
৭১৩। শুভ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কর্ম্মই কৃতকার্য্যতাকে আমন্ত্রণ করে।
৭১৪। আদর্শহীন নেতা যেখানে বিশৃঙ্খল, বিপর্য্যয়ই সেখানে লভ্য।
৭১৫। অনিয়ন্ত্রিত নেতা বিশৃঙ্খলারই উদ্গাতা।
৭১৬। অজ্ঞ নিয়ন্ত্রণে বঞ্চনা ও বিভ্রান্তি।
৭১৭। নিজের মূল্যে দুনিয়ার বড় হ'তে গেলে।
৭১৮। নিয়ন্ত্রিত উপযুক্ত নেতাই মানুষের নিয়ন্তা।
৭১৯। প্রবৃত্তি সৎ-নিয়ন্ত্রিত না হ'লে।

বাণী-সংখ্যা ও বিষয়	বাণী-সংখ্যা ও বিষয়

বাণী-সংখ্যা ও বিষয়

বাণী-সংখ্যা ও বিষয়

বাণী-সংখ্যা ও বিষয়

৮৪০। অনুভবের ক্ষিপ্রতা।
৮৪১। ভাবের প্রণিধানে ভাষা।
৮৪২। ভাবের মূর্ত্তি—ভাষা।
৮৪৩। প্রিয়ের অভাবে দুশ্চিন্তা।
৮৪৪। মানুষ মিলন থেকে সরে কখন।
৮৪৫। দাম্ভিক ও অযোগ্য দাতা।
৮৪৬। অভিমানের দায়ে দুঃখ।
৮৪৭। সত্তার তোষক ও শোষক।
৮৪৮। গলদে বলদ হওয়া।
৮৪৯। শুধু পাওয়ার আত্মীয়তা সন্দেহের।
৮৫০। ঠগবাজিতে অধঃপতন।
৮৫১। ব্যত্যয় ব্যাহতিরই অগ্রদূত।
৮৫২। করায় পাওয়ার পরিপূরণ।
৮৫৩। আদর্শহীন ভাল পরিণামে কালো।
৮৫৪। সাধুতাই সুষ্ঠু কৌশল।
৮৫৫। শ্রেয়ানুবর্ত্তিতাই সমীচীন পথ।
৮৫৬। দেওয়ার মত হওয়া আর পাওয়া।
৮৫৭। সর্ত্ত রেখে দেওয়া।
৮৫৮। দেওয়াটাই পাইয়ে দেয়।
৮৫৯। চরিত্র প্রভাবে পারিপার্শ্বিকের ঐক্য।
৮৬০। প্রীতি-অবদান পুণ্যের।
৮৬১। সতের খোলাপথ অসতের কাছে কণ্টকাকীর্ণ।
৮৬২। দোষ ত্রুটিতে দাম্ভিকতা।
৮৬৩। পুণ্য চালচলনে মানুষের সৌন্দর্য্য।
৮৬৪। শ্রেয় নির্যাতনে শয়তানীর বিস্তার।

বাণী-সংখ্যা ও বিষয়

৮৬৫। ঈশ্বর ও শয়তান।
৮৬৬। ব্যর্থ বুঝ।
৮৬৭। বৃত্তি-অনুগ মনের পরিণতি।
৮৬৮। অকেজো মনোনয়নে অবনতি।
৮৬৯। নিয়ন্ত্রণের তুক্।
৮৭০। ছেড়ে দাঁড়ালে প'ড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা।
৮৭১। পূরণহীন শ্রেষ্ঠত্বের দাবী।
৮৭২। বড়র সেবায় বড় হওয়া।
৮৭৩। যোগ্যতায় প্রাপ্তি।
৮৭৪। পেয়ে-বসা ভাল ধারণা।
৮৭৫। না ক'রে পাওয়া।
৮৭৬। করায় আন্তরিক পবিত্রতা।
৮৭৭। অযাচিত সহৃদয়তার আতিশয্য সন্দেহের।
৮৭৮। অবিহিত আদান প্রদান।
৮৭৯। অবিহিত আচরণে।
৮৮০। শ্রদ্ধা-প্রীতিহীন আনুষ্ঠানিকতা।
৮৮১। অসতের উপাসনায় বিধ্বস্তি।
৮৮২। কৃষ্টিগত পাতিত্য।
৮৮৩। শাস্তি দানে মূঢ়তা।
৮৮৪। আত্মঘাতী ঔদার্য্য।
৮৮৫। নিরোধে অন্যায়ের বিলোপ।
৮৮৬। বিশ্বাসঘাতী ঔদার্য্য।
৮৮৭। স্বার্থলোভে প্রাপ্তির ব্যাঘাত।
৮৮৮। গুণের আবরণে দোষ।
৮৮৯। শ্রেয়ে অনুরক্তি বৃদ্ধির পথ।
৮৯০। চলন-চরিত্রে প্রিয় উপভোগ।
৮৯১। সত্তাপোষণী আহরণ।
৮৯২। বৃদ্ধির অনুকূল আহরণ।
৮৯৩। বৈশিষ্ট্যের ক্রমবিবর্দ্ধন।
৮৯৪। বৈশিষ্ট্যই প্রাকৃতিক ব্যবস্থা।

বাণী-সংখ্যা ও বিষয়

৮৯৫। হীনমন্যতায় সৌজন্যের অভাব।
৮৯৬। ব্যভিচার বিকৃতিরই জন্মদাতা।
৮৯৭। বেকুবিতে ব্যর্থতা।
৮৯৮। সর্ব্বনাশের চক্ষে আইন ও মানুষ।
৮৯৯। স্বার্থপর প্যাঁচোয়া প্রবৃত্তি।
৯০০। সৎ-সম্বর্দ্ধনী দায়িত্বের অনুপূরণ।
৯০১। বোধ বা উপভোগ তুলনামূলক।
৯০২। প্রকৃতির অঙ্কে স্তন্যপায়ী জীবের উৎকর্ষসাধন।
৯০৩। ভুলের প্রতি অনাসক্তি।
৯০৪। বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ব্যক্তিত্ব।
৯০৫। সত্তাসম্বেগের খিন্নতা।
৯০৬। বুঝ আনুপাতিক চলনে দুর্ব্বলতা।
৯০৭। স্বাদু ও দুর্গন্ধযুক্ত ভোজনে স্নায়ুর অসঙ্গতি।
৯০৮। নিজের কাজে আত্মপ্রকাশ।
৯০৯। প্রবৃত্তি-প্ররোচী সুবুদ্ধি।
৯১০। ইষ্টানুগ একাকী চলনে যোগ্যতা।
৯১১। দোষীর দোষ মুক্তিতে করণীয়।
৯১২। প্রয়োজনের যোগাড়ে নিষ্ক্রিয়তা।
৯১৩। যোগাড়ের তাড়নায় আদর্শচ্যুতি।
৯১৪। ধারণা শুদ্ধতায় ভাবসিদ্ধি।
৯১৫। বিজ্ঞের প্রতি শ্রদ্ধার উপলব্ধি।
৯১৬। ব্যভিচার-দুষ্ট দৃষ্টিতে আন্তরিক বিকৃতি।
৯১৭। মূর্খ নীতির পরিবেষণ।
৯১৮। বিচ্ছিন্নতা মৃত্যুর আমন্ত্রক।
৯১৯। মহাপুরুষে অনুরাগই মহত্ত্বের জনক।
৯২০। পাপের প্রশ্রয় না দেওয়া।

বাণী-সংখ্যা ও বিষয়

৯২১। কৃতঘ্নে প্রণয়।
৯২২। সন্ধানে সাফল্য।
৯২৩। সহযোগ ও শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে কর্ম্ম।
৯২৪। বচন, ব্যবহার ও রকমে অন্তরের মাপ।
৯২৫। আত্মসমর্থনী অনুশোচনা।
৯২৬। উপকারীর খিদ্‌মৎ না করায় বঞ্চনা।
৯২৭। না জেনে বিজ্ঞতার ভড়ং।
৯২৮। বিশ্বস্ত দায়িত্বপূর্ণতার লক্ষণ।
৯২৯। শ্রদ্ধাহীন সন্ধিৎসা।
৯৩০। বৈশিষ্ট্যের পরিপোষণে গণোন্নতি।
৯৩১। ব্যবসায়ের আদিম তুক্।
৯৩২। না ক'রে পাওয়ার প্রত্যাশা দুরাশা।
৯৩৩। প্রতিশোধ না নিয়ে পরিশোধন।
৯৩৪। মন্দের যথাবিহিত নিরোধ।
৯৩৫। রুষ্ট হ'লেও দুষ্ট হ'য়ো না।
৯৩৬। আদর্শকে অকাট্য রেখে বিরোধের সামঞ্জস্য।
৯৩৭। অন্যায় আক্রমণের নিরোধ।
৯৩৮। নিজে হ'য়ে অন্যকে উদ্বুদ্ধ করা।
৯৩৯। শ্রেয় পরিপালনে অন্যের উদ্বোধন।
৯৪০। তোমার প্রতি শ্রদ্ধায় আদর্শে শ্রদ্ধা।
৯৪১। শ্রদ্ধার অনুবর্ত্তিতা।
৯৪২। চরিত্র ও ব্যবহারে মানুষকে আকর্ষণ।
৯৪৩। আদর্শপ্রতিষ্ঠায় সার্থকভাষী।

প্রথম পংক্তির বর্ণানুক্রমিক সূচী

আ

প্রথম পংক্তি — বাণী-সংখ্যা

প্রথম পংক্তি | **বাণী-সংখ্যা**

প্রথম পংক্তি — বাণী-সংখ্যা

প্রথম পংক্তি বাণী-সংখ্যা

ফ

ব

প্রথম পংক্তি — বাণী-সংখ্যা

ভ

প্রথম পংক্তি ... বাণী-সংখ্যা

ম

প্রথম পংক্তি — বাণী-সংখ্যা

প্রথম পংক্তি — বাণী-সংখ্যা

র

ল

প্রথম পংক্তি বাণী-সংখ্যা